হে যুবক

জান্নাত তোমায় ডাকছে

২য় খণ্ড

সংযোজন ও সংকলন

শারমিন জান্নাত

শরঈ সম্পাদনা

আরিফ মাহমুদ

হে যুবক! জান্নাত তোমায় ডাকছে

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সংযোজন ও সংকলন
শারমিন জান্নাত

শরঈ সম্পাদনা
আরিফ মাহমুদ

প্রকাশনায়
আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙ্গিনা]

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

'বলো, আমার নামাজ, আমার যাবতীয় ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ [সবকিছুই] শুধু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।' [সূরা আনআম, আয়াত : ১৬২।]

সূচিপত্র

পূর্বকথা

যুবসমাজের চরিত্র গঠন : কয়েকটি পরামর্শ

ইসলামের আলোকে যুবসমাজের চরিত্র গঠনে কয়েকটি পরামর্শ

১. **দৃষ্টি সংযত রাখার গুরুত্ব :** জিনা-ব্যভিচারে প্ররোচিত হওয়ার প্রথম ধাপ কুদৃষ্টি বা চোখের নিষিদ্ধ ব্যবহার। চোখের নিষিদ্ধ ব্যবহার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির কারণ। আবু হুরাইরা [রাদি.] থেকে বর্ণিত, 'রাসুল (ﷺ) বলেছেন, চোখের জিনা হলো দেখা, জিহ্বার জিনা হলো কথা বলা। কুপ্রবৃত্তি—কামনা ও লালসা সৃষ্টি করে আর যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।'[১]

ইসলাম চোখের অবারিত ব্যবহারের সুযোগ রাখে নি। পবিত্র কুরআনে এসেছে—

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ﴾

'মুমিনদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এতে রয়েছে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা।' [সূরা নুর, আয়াত : ৩০।]

---

১ *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৬২৪৩।

কাজেই দৃষ্টি সংযত রাখা আবশ্যক। এটা আমরা জানি এবং স্বীকারও করি। তবে এর স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ভুল ধারণা রয়েছে। বাস্তব-জীবনে দৃষ্টির সংযম কীভাবে করতে হবে, তা জানতে হাদিসের দিকে যাওয়া যাক।

একবার রাসুল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো : পরনারীর প্রতি আকস্মিক দৃষ্টি পড়লে কী করণীয়? তিনি বলেন, 'তোমার চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও।'[২]

আরেকটি হাদিসে দেখা যায়, রাসুল (ﷺ) বলেন, 'প্রথমবার দৃষ্টি পড়ে গেলে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ; কিন্তু দ্বিতীয়বারের দৃষ্টি বৈধ নয়।'[৩]

অনেকে বলে থাকেন, 'খারাপ দৃষ্টিতে না দেখলেই হলো। আমরা তো খারাপ কিছু করছি না।' আসলে এই কথাগুলো শয়তানের ধোঁকা বৈ কিছু নয়। এ-ধরনের কথা আল্লাহর বিধান থেকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্র। মনে রাখা উচিত, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জানেন কোনটা আমাদের জন্য ভালো আর কোনটা মন্দ। যদিও তাঁর কোনো কোনো বিধানের রহস্য উদ্ঘাটন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

২. **নারীদের পর্দা পালন** : নারী-পুরুষের সহজাত আকর্ষণ আল্লাহরই দান। এটি পার্থিবজীবনে পরীক্ষার উপকরণ। তাই মহান আল্লাহ পর্দার বিধান দিয়েছেন। আপনি হয়তো নারীকে নিয়ে বাজে চিন্তা করবেন না; কিন্তু আরেকজন করবে; বরং 'বাজে চিন্তা করবে' এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। এই পুরো সমস্যাটার মূলোৎপাটন করা হয়েছে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করার মাধ্যমে।

---

[২] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ২১৪৮।

[৩] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ২১৪৯।

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। 'খারাপ কিছু' বলতে কী বোঝাতে চাই আমরা? আল্লাহর একটা বিধান অমান্য করা হচ্ছে—এর চেয়ে খারাপ আর কী আছে? আমার দৃষ্টিতে ভালো-খারাপ বিচার করলে তো হবে না, আল্লাহর দেয়া মানদণ্ড দিয়ে বিচার করতে হবে। কারণ, ইসলামের মূল কথাই হলো 'আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ'।

তারুণ্যের সদ্ব্যবহার : হে মুসলিম যুবক! আপনি স্মরণ করুন আল্লাহর রাসুল (ﷺ)-এর সতর্কবাণী। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আদমসন্তানের পা বিন্দু-পরিমাণ সামনে বাড়তে দেয়া হবে না, যতক্ষণ না তাদের থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেয়া হবে—

১. তোমার জীবন কীভাবে কাটিয়েছো?
২. তোমার যৌবন কীভাবে কাটিয়েছো?
৩. তোমার আয় কোত্থেকে করেছো?
৪. তা কোথায় ব্যয় করেছো?
৫. অর্জিত জ্ঞানানুপাতে কতটুকু আমল করেছো?'[৪]

যৌবন আল্লাহর দেয়া এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর অন্যায় ব্যবহার করা যাবে না; বরং আল্লাহর পথে ফিরে আসার এটাই সেরা সময়। এই বয়সের ইবাদত আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়।

যুবসমাজের জন্য কয়েকটি পরাপর্শ : আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি করণীয় নির্ধারণ করে নিন—

✓ গায়রে মাহরাম নারীদের সঙ্গে দেখা করা ও কথা বলা বর্জন করুন। সেটা খালাতো/মামাতো/চাচাতো/ফুফাতো বোন হোক, ভাবি/চাচি/মামি হোক, আর ক্লাসমেট/কলিগ হোক। 'জাস্ট ফ্রেন্ড', 'বোনের মতো', 'মায়ের মতো'—এমন ধোঁকায় পড়বেন না।

✓ টেলিভিশন দেখা বন্ধ করুন।

---

[৪] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ২৪১৭।

✓ মোবাইল/ল্যাপটপ থেকে সব মুভি/নাটক/গান ডিলিট করে দিন।

✓ 'ফ্রি-মিক্সিংয়ের আশঙ্কা আছে' এমন জায়গায় যাওয়া পরিহার করুন। যেতে বাধ্য হলে নারীদের থেকে দূরে থাকুন।

✓ ফেসবুকে কারো পোস্ট লাইক-শেয়ার-কমেন্টের কারণে আপনার নিউজফিডে হারাম কিছু এলে তাকে 'আনফলো' করে দিন।

✓ কুরআন-হাদিস পড়ার পেছনে সময় দিন।

✓ দীনি ভাইদের সঙ্গে সময় কাটান। একা থাকবেন না।

✓ বিয়ে করুন। সেটি সম্ভব না হলে নফল রোজা রাখুন।

✓ আল্লাহর কাছে সাহায্য চান।

প্রথম প্রথম কঠিন লাগতে পারে; কিন্তু আল্লাহর সাহায্য থাকলে অবশ্যই সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করুন। আল্লাহর আজাবকে ভয় করুন। জান্নাতের আশা করুন। জাহান্নামকে ভয় করুন। ধৈর্য ধরে সরল পথে অটল থাকুন। এই পথের শেষ সীমানায় আছে অনন্ত সুখের উৎস জান্নাত। হে মুসলিম যুবক! জান্নাত তোমায় ডাকছে।

আরিফ মাহমুদ
২৯.৫.২০২১ ইং.

কীসের ধর্ম ইসলাম?

লোকদের প্রায়ই বলতে শোনা যায় ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। বিশেষ করে ইউরোপ-আমেরিকায় অবস্থানরত মুসলিমদের মুখেই এ-ধরনের কথা বেশি শোনা যায়। প্রাশ্চাত্যের লোকেরা মুসলিমদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করে মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী। পশ্চিমা দেশগুলোতে যখন মুসলিমরা অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে কথা বলে, তখন তারা ইসলামকে Different করতে গিয়ে বলে, Islam is a religion of the peace. ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, অমুসলিমরা তাদের দাবি খণ্ডন করে বলে, তোমরা কীভাবে বলো ইসলাম শান্তির ধর্ম; অথচ কুরআনে তো অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন মুসলিমরা খুব অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তারা এমন একটা ভাব করে যেন তারা অন্যদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে এবং দীনের কিছু অংশ গোপন করতে চাচ্ছে। আবার আপনি এমন কিছু মুসলিমকে দেখবেন, তারা এই বলে অমুসলিমদের সাথে তর্ক শুরু করে দেয়, 'তোমাদের কিতাবেও তো যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আছে। শুধু আমাকে দোষ দিচ্ছো কেন?'

প্রিয় ভাই! আমাদের দীনে এমন কিছু নেই যার কারণে লজ্জিত হতে হয়, লুকোচুরি করতে হয়; বরং আমাদের উচিত—দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট জ্ঞান রাখা। দীনের হাকিকত-বাস্তবতা গভীরভাবে অনুধাবন করা এবং মুসলিম হওয়ার কারণে নিজেদেরকে গর্বিত ও সম্মানিত বোধ করার মানসিকতা গড়ে তোলা; তবেই আমরা সব ধরনের দ্বিধা-সংশয় পেছনে ফেলে পুরো পৃথিবীর সামনেও আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে দাঁড়াতে পারব।

আপনি যদি ইসলামকে সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে কোনো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত করতে চান তবে সে-বৈশিষ্ট্যটি ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষায় বিদ্যমান থাকতে হবে আর তা কোনো কুরআনের আয়াত বা হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। তাই আপনি যদি এক বাক্যে ইসলামকে তুলে ধরতে চান তবে সেক্ষেত্রে এভাবে বলা ঠিক হবে না যে, 'ইসলাম শান্তির ধর্ম'। ইসলাম অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক যুদ্ধের নির্দেশ প্রদান করে, তাই আমাদের যেটা বলতে হবে এবং মানুষের সামনে প্রচার

করতে হবে তা হলো—'ইন্নাল ইসলামা দীনুল হাক্কি ওয়াল আদল'; Islam is a religion truth and justice. 'ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম'। 'ইসলাম হক ও ইনসাফের ধর্ম'। এই দুটি বৈশিষ্ট্য ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষাকে ধারণ করে। ইসলামের প্রত্যেকটি শিক্ষায় হক ও ইনসাফ বিদ্যমান রয়েছে। সব আয়াত, সকল হাদিস এবং শরিয়াহ—সবগুলো মূলনীতির সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণ। আপনি কুরআনে এমন একটা আয়াতও পাবেন না যেখানে ভুল কোনো নির্দেশ দিচ্ছে, কিংবা সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলছে। আপনি এমন একটি আয়াতও পাবেন না, যেটা জুলুম করার নির্দেশ দিচ্ছে কিংবা ইনসাফের বিপক্ষে কথা বলছে। এটা কখনো সম্ভব নয়। ইসলাম তার যাবতীয় নীতিমালা, হুকুম-আহকাম, হক ও ইনসাফের ভিত্তিতে প্রণয়ন করেছে। তাই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠিতে শতভাগ উত্তীর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿اَللّٰهُ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ وَ الۡمِیۡزَانَ﴾

'আল্লাহ সত্যসহ কিতাব ও মিজান নাজিল করেছেন।' [সূরা শুরা, আয়াত : ১৭।]

এখানে আল্লাহ তাআলা 'মিজান' মানে ইনসাফের কথা বলেছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِ﴾

'আমি আমার রাসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।' [সূরা শুরা, আয়াত : ১৭।]

এছাড়াও এই অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম, ইনসাফের ধর্ম। ইসলামের সকল বিধি-বিধান এই দুই বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের সাথে পরিপূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

কখনো কখনো কাফিরদের সাথে সমঝোতা করা, তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ আচরণ করা অনুচিত বলে গণ্য হয়। অনেক জায়গা এমনও আছে যেখানে

তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আচরণ করা রীতিমতো জুলুম ও অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে যায়; বরং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়।

অনুরূপভাবে এটি বলা ঠিক হবে না যে, ইসলাম ব্যক্তিস্বাধীনতার ধর্ম। যদি বলা হয় ইসলাম স্বাধীনতার ধর্ম তবে প্রশ্ন উঠবে কেন ইসলাম সমকামিতা ইত্যাদির অনুমোদন দেয় না। আমরা বলি, স্বাধীনতা অনেক প্রকার হতে পারে। যে-স্বাধীনতা হক ও ইনসাফের বিপরীত ইসলাম সে-স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করে না।

ঢালাওভাবে এরূপও বলা যাবে না যে, ইসলাম সাম্যের ধর্ম। যদি ঢালাওভাবে বলা হয় ইসলাম সাম্যের ধর্ম, তখন প্রশ্ন উঠবে তাহলে কেন ইসলাম নারী-পুরুষের পার্থক্য করে; কেন উভয়কে সবক্ষেত্রে সমান চোখে দেখে না? সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে কেন উভয়ের মাঝে এত ব্যবধান রাখা হয়েছে? বরং আমরা বলি, সাম্য সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে সাম্যের কথা বলা, সমতা রক্ষা করা সুস্পষ্ট জুলুম। তো এখন প্রশ্ন উঠবে, আমার প্রতিটি ক্ষেত্রে হক ও ইনসাফ কী—সেটা কীভাবে বুঝতে পারব?

এর উত্তর হবে আল্লাহর অনুগত্যের মাধ্যমে, এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামির মাধ্যমে। সুতরাং ইসলাম হলো আল্লাহর দাসত্ব করার ধর্ম। ইসলাম আপন প্রবৃত্তিপূজার ধর্ম নয়। ইসলাম ক্ষমতাধর লোকদের আনুগত্য করার ধর্ম নয়। ইসলাম সম্পদশালীর গোলামি করার ধর্ম নয়। ইসলাম মিডিয়ার গোলামি করারও ধর্ম নয়—যে-মিডিয়া গণতন্ত্রের অধিকাংশ মতামত বাস্তবায়নের ছদ্মবেশ ধারণ করে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। আমরা যখন ইসলামকে তার প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করতে পারব এবং সঠিকভাবে তা মানুষের সামনে পেশ করতে পারব, তখন ইসলামের যে-আয়াতই আমাদের সামনে পেশ করা হোক না কেন, যে-হাদিসই আমাদের সামনে তুলে ধরা হোক না কেন আমাদের সংশয়ে পড়তে হবে না। ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে অস্বস্তিতে ভোগার প্রয়োজন হবে না।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ—ইউরোপে অবস্থানরত মুসলিম ভাইদের জন্য, যারা অমুসলিমদের সঙ্গে বসবাস করেন। তাদেরকে এই বিষয়ে খুবই স্পষ্ট জ্ঞান করতে হবে। কোনো অমুসলিমদের সামনে আলোচনা করলে ইসলামকে পেশ করবে এভাবে—

Islam is a religion turth and justice. ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম; ইসলাম সত্য ধর্ম। আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃতিতে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি, হক ও ইনসাফের প্রতি সহজাত আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এটি মানব-সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেউ যদি ইনসাফকে কবুল করে তাহলে তো খুবই ভালো কথা, তাকে আমরা স্বাগত জানাব; আর কেউ যদি প্রত্যাখান করে তবে বুঝতে হবে তার স্বভাব ও প্রকৃতিতে সমস্যা আছে, সে প্রবৃত্তির অনুসারী। তাই সে তা পাবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে বলেন—

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾

'হে নবী! আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না।' [সূরা কাসাস, আয়াত : ৫৬।]

আর এই চিন্তাটি ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় যে, কোনো যুগে এই বিশেষ কোনো দাবি বা শ্লোগান উঠবে আর আমরা ইসলামকে সেই দাবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করব! যারা এসব দাবি ও শ্লোগান তুলে, তারা হক ও ইনসাফের সাথে সাংঘর্ষিক কথাবার্তা বলে। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো শান্তি, সাম্য ও স্বাধীনতার স্লোগান দিলেও ওয়াল্ডপলিসিতে তারা এসবের ধারও ধারে না।

পরিশেষে বলব, ওহি-নির্ভর বিশুদ্ধ ইসলাম ছাড়া আর কোনো মতবাদ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি-সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি; ভবিষ্যতেও পারবে না। সুতরাং ইসলামই মানবতার চূড়ান্ত সমাধান।

কীভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন?

দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। যখন মুমিন কোনো বিপদে পড়ে তখনই সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে। যখন কোনো কিছুর অভাবে পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে। যখনই কোনো কিছু পাওয়ার মনে ইচ্ছা জাগে আল্লাহর কাছে দোয়া করে। দোয়া মুমিনের ইবাদত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

'দোয়াই ইবাদত।'[৫]

প্রিয় ভাই! একজন মুমিনের শান হলো বেশি বেশি আল্লাহর দরবারে দোয়া করা। ছোট থেকে ছোট প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আমরা এমন এক রবের গোলাম যিনি না চাইলে রাগান্বিত হোন, চাইলে খুশি হোন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হোন।'[৬]

আমাদের অনেক ভাই দোয়া করার সময় দোয়ার নিয়ম ও আদব খেয়াল রাখেন না, ফলে দোয়ার কাঙ্ক্ষিত উপকার ও ফজিলত থেকে তারা বঞ্চিত হোন। তাই আমরা এ-বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা বলব।

প্রিয় ভাই! দোয়া একটি ইবাদত। তাই আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে দোয়া করা যাবে না। কোনো পীর, ওলির মাজার কিংবা দরগা থেকে কিছু চাওয়া স্পষ্ট শিরক। দোয়া হবে শুধু আল্লাহর কাছে। দোয়ার শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হামদ ও প্রশংসা করতে হবে। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়ে দোয়া করতে হবে।

---

[৫] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ২৯৬৯।

[৬] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ৩৩৭৩।

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববিতে বসে ছিলেন। এমন সময় জনৈক সাহাবি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি দোয়া করলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ

'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। মুসল্লি! সালাত শেষে যখন দোয়ার জন্য বসেছো, প্রথমে আল্লাহর শান অনুযায়ী তো প্রশংসা করো। তারপর আমার ওপর দরুদ পড়ো এবং দোয়া করো। এরপর আরেকজন সাহাবি এসে সালাত আদায় করলেন, এরপর বসে আল্লাহর হামদ-প্রশংসা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে মুসল্লি! এবার দোয়া করো। তোমার দোয়া কবুল করা হবে।[৭]

প্রিয় ভাই! দোয়াতে দরুদ শরিফ পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার ওপর দরুদ পড়া পর্যন্ত সকল দোয়া আটকে থাকে।'[৮]

সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিন কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দোয়া করেছিলেন। ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দোয়ার সময় কেবলামুখী হওয়া এবং হাত তুলে দোয়া করা মুস্তাহাব। *[শরহু মুসলিম]*

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

---

[৭] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ৩৪৭৬।

[৮] *আল মাজামুল আওসাত লিত তাবরানি*, হাদিস : ৭২১।

'তোমাদের মহান রব অনেক লজ্জাশীল, অত্যন্ত উদার। মানুষ যখন তার দরবারে হাত তোলে দোয়া করে তখন তিনি খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'[৯]

দোয়া করতে হবে আল্লাহর দরবারে; বিনয়ী-বিনম্র হয়ে, ভঙ্গ হৃদয়ে কাকুতি-মিনতি কারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

> 'তোমরা কাকুতি-মিনতি করে বিনীতভাবে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [সূরা আরাফ, আয়াত : ৫৫]

মনোযোগ সহকারে, দৃঢ়তার সাথে, খালিস দিলে দোয়া করতে হবে। দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। অন্যমনস্ক হয়ে অবহেলার সাথে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা সেই দোয়া কবুল করেন না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—
'তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করো। জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলা গাফেল-উদাসীন অন্তরের দোয়া কবুল করেন না।'[১০]

আমরা বেশির ভাগ সময়ই মন লাগিয়ে দোয়া করি না। দোয়া করার সময় উদাসীন হয়ে থাকি। তাই আমরা দোয়ার ফজিলত থেকে বঞ্চিত হই।

---

[৯] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ১৪৮৮।

[১০] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ৩৪৭৯।

প্রিয় ভাই! দোয়া করার সময় বিশেষ করে বিশ্বের নির্যাতিত ভাই-বোনদের কথা স্মরণ করতে ভুলবেন না। তাদের শান্তি-নিরাপত্তা ও সাফল্যের জন্য সবসময় দোয়া করবেন; বিশেষত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কুফফার-বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াইরত মুজাহিদিনের জন্য। উপমহাদেশে যারা দাওয়াহ ও ইদাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের নিরাপত্তা ও সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দিন; আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন!

অনুভূতি নাড়া দেয়ার মতো কথা

পৃথিবীর অনেক মানুষ তোমাকে আল্লাহভীরু মনে করে। আবার অনেক মানুষ তোমাকে পাপিষ্ঠ মনে করে। অনেকে তোমাকে ভালো মনে করে আবার অনেকে তোমাকে খারাপ মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তুমি তো তোমার নিজের ব্যাপারে ভালো করেই জানো যে, তুমি কেমন। তোমার গোপন বিষয়গুলো শুধু তুমি জানো আর তোমার প্রতিপালক জানে। সুতরাং প্রশংসাকারীদের অতিরিক্ত প্রশংসা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে; এবং সমালোচনাকারীদের অতিরিক্ত সমালোচনা যেন তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। কেননা বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ﴾

'বরং মানুষ নিজেই নিজের ব্যাপারে খুব ভালো জানে।'
[সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ১৪।]

জীবনের সবচাইতে বড় বাস্তবতা হচ্ছে, তুমি তো জানো না কোন অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে। সুতরাং একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করে নিজের জীবনের ভুলগুলোকে শোধরানোর চেষ্টা করো। তুমি মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য মানুষের সন্তুষ্টি লাভের আশায় ভালো কাজ করো না। কেননা, মানুষের অন্তর পরিবর্তনশীল; আজকে হয়তো তোমাকে ভালোবাসবে আবার আগামীকাল তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার সমালোচনা করবে। তুমি মানুষের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদত করো। কেননা তিনি যদি একবার তোমাকে ভালোবেসে ফেলেন, পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়কে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করে দেবেন।

তুমি হারাম কাজকে হারাম মনে করো, যদিও পৃথিবীর সকল মানুষ সেই হারাম কাজে লিপ্ত হয়। কেননা তুমি শুধু তোমার নিজের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে; সুতরাং তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তার ওপর অটল থাকো।

তুমি মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। মনে রেখো, নির্জন মুহূর্তে যেগুলো করা হয় সেগুলো মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে নির্জন মুহূর্তে যে-ভালো কাজগুলো করা হয় সেগুলো মানুষকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং নির্জন মুহূর্তে মানুষের অগোচরে বেশি বেশি করে ভালো কাজ করো। হে আল্লাহ! আমি আমার জীবনের সকল বিষয় আপনার হাতে ন্যস্ত করলাম।

এক বিজ্ঞ আলেম বলেন, আমি যখনই আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাআলা যদি সেটা আমাকে দেন তাহলে আমি একবার সন্তুষ্ট হই। আর তিনি যদি আমাকে সেটা না দেন, আমি দশ বার সন্তুষ্ট হই। কেননা প্রথমটা হলো আমার ইচ্ছা আর দ্বিতীয়টা হলো সেই মহান প্রতিপালকের ইচ্ছা যিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ তাআলা সাথে কী অপরূপ সম্পর্ক! অনেক সময় আমরা আক্ষেপ করে বলতে থাকি, কেন আমার ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে, কেন আমার বেলায় এমন হয়।

﴿وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾

'বস্তুত, আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৬।]

এই ছোট্ট আয়াতটি হচ্ছে আমাদের অসংখ্য প্রশ্নের চিত্তপ্রশান্তিদায়ক উত্তর; কেননা আল্লাহ তাআলা জানেন আর আমরা জানি না। আসুন সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ।

সালফে সালেহিন উপদেশস্বরূপ তিনটি মূল্যবান কথা বলেছেন। এ-কথাগুলো স্বর্ণের চেয়ে বেশি মূল্যবান। যদি এক পাল্লায় কথাগুলো রাখা হয় আর এক পাল্লায় রাখা হয় স্বর্ণ, তাহলে কথামালার পাল্লা বেশি ভারী হবে।

১. যে-ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে মানুষের সম্পর্ক ভালো করে দেবেন।

২. যে-ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ চরিত্রকে ভালো করবে, আল্লাহ তাআলা তার বাহ্যিক চরিত্রকে ভালো করে দেবেন।

৩. যে-ব্যক্তি আখিরাতের বিষয় নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করবে, আল্লাহ তাআলা তাঁর দুনিয়া ও আখিরাত, উভয় জগতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

মানুষের সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আসমান ও জামিন সমপরিমাণ বিস্তৃত জান্নাতে যদি তার জন্য একটু জায়গার ব্যবস্থা না হয়। সুতরাং তুমি তোমার জীবনকে মূল্যায়ন করো। কেননা এ-জীবনটাই হচ্ছে আখিরাতের পাথেয়।

আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন, আমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী হিসেবে কবুল করে নেন। আমিন।

আজকে তুমি আনন্দ-ফুর্তি করছো?

আজকে তুমি আনন্দ ফুর্তি করছো। আজকে তুমি ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আছো। আগামীকাল হয়তো তুমি কবরের অধিবাসী হয়ে যাবে। আগামীকাল হয়তো তুমি মৃত্যুবরণ করবে। হে দুনিয়ার মানুষ! নিজের সুস্থতার ব্যাপারে অহংকার করো না। তুমি কি দেখো নি, কোনো ধরনের অসুস্থতা ছাড়াই কত সুস্থ মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে?

হে দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তি! আল্লাহর কসম করে বলছি, তুমি সেদিন কবরে একাকী থাকবে। তোমাকে মাটিচাপা দিয়ে আসা হবে। তোমার এই সুঠামদেহে কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধবে। তোমার পূর্বে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমার পূর্বে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যখন তোমার মৃত্যু চলে আসবে তখন তুমি অনুতপ্ত হবে। যখন তোমার বিদায়ের ডাক চলে আসবে তখন তুমি অনুতপ্ত হবে। আল্লাহর কসম, তুমি সেদিন নামাজ না পড়ার কারণে অনুতপ্ত হবে। তুমি সেদিন অনর্থক কাজের জন্য অনুতপ্ত হবে। আমার প্রতিপালকের কসম করে বলছি, তুমি সেদিন নামাজ না পড়ার কারণে অনুতপ্ত হবে। তুমি সেদিন সময়ের অপচয়ের কারণে অনুতপ্ত হবে। কিন্তু সেদিন তোমার এই অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না।

তুমি শত মনস্তাপ নিয়ে চিৎকার করে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও—

﴿رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا﴾

'হে আমার রব! আমাকে ফেরত পাঠান, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি। কখনই নয়, [তোমাকে আর কখনো দুনিয়াতে পাঠানো হবে না।]' [সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৯৯-১০০।]

অন্য আয়াতে এসেছে, যখন মানুষ ভালো কাজ করার জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন—

﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾

'আমি কি তোমাদেরকে এমন দীর্ঘজীবন দিই নি, যে-সময়ের মধ্যে তোমাদের কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? তোমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তোমরা তখন তাদের অবহেলা করেছো। সুতরাং জাহান্নামের স্বাদ অস্বাদন করো; জালিমদের জন্যে আজ কোনো সাহায্যকারী নেই।' [সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭।]

সুতরাং সময় থাকতে পাথেয় সংগ্রহ করো। জীবিত অবস্থায় তাওবা করো। জানাজার খাটে শোয়ানোর আগে নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করো। যদি পাথেয় সংগ্রহ না করেই তুমি আখিরাতের সফর শুরু করো তাহলে তুমি অনুতপ্ত হবে।

জাহিদ আন-নুমানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি মৃত্যুর নির্দিষ্ট কোনো সময় জানা থাকত তাহলে আমি মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম যে, অমুক সময় আমার মৃত্যু হবে; কিন্তু মৃত্যুর তো কোনো নির্দিষ্ট সময় আমার জানা নেই। আমি কীভাবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, আমার মৃত্যু কখন হবে। আমার মৃত্যু কি সকালে হবে না সন্ধ্যায়?

শেষ কথা হচ্ছে, তুমি তোমার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করো। তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করো—তুমি কী অবস্থায় আল্লাহর কাছে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত। আজকে যদি তোমার মৃত্যু চলে আসে তুমি কি মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত? হে মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তি!

আগামীকাল তোমার মৃত্যুর ডাক চলে আসতে পারে। সুতরাং মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কী প্রস্তুতি রয়েছে? হে অনর্থক কাজে সময় নষ্টকারী! তুমি কখন জীবনের মূল্য বুঝবে? হ্যাঁ, তখনই তুমি জীবনের মূল্য বুঝবে, যখন তোমার মৃত্যু চলে আসবে। হে দুনিয়ার মানুষ! আল্লাহকে ভয় করো। হে দুনিয়ার মানুষ! আল্লাহকে ভয় করো। যারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে তাদের থেকে শিক্ষা নাও।

পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ফরিয়াদ করছি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার দীনের ওপর চলার তাওফিক দান করুন। আমাদের মৃত্যুকে সহজ করুন। অন্ধকার কবরের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করুন। কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে আমাদের হিসাব-নিকাশকে সহজ করুন।

﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۝﴾

'হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে কল্যাণের জীবন দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন। [সূরা বাকারা, আয়াত : ২০১।] আমিন; ইয়া রব্বিল আলামিন!

আপনি আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসেন?

আপনি আল্লাহ তাআলাকে কতটুকু ভালোবাসেন? আল্লাহ তাআলার প্রতি আপনার কতটুকু ভালোবাসা রয়েছে—এটা বোঝার জন্য আজকে ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ছোট্ট একটি ঘটনা বলছি। একটি ছেলে পড়াশোনার জন্য জার্মানিতে গিয়েছিল। সে ৮ বছর যাবৎ জার্মানিতে পড়াশোনা করেছে। তার মা ছিল একেবারেই সহজ-সরল গ্রাম্য মানুষ। তিনি পড়ালেখা জানতেন না। আর সেসময় ইন্টারনেট ছিল না, মোবাইল-ফোনের প্রচলন ছিল না। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠিপত্র আদান-প্রদান। ছেলেটি প্রত্যেক মাসে মায়ের কাছে একটি চিঠি পাঠাত। তার মা তো পড়াশোনা জানতেন না, তাই প্রথম মাসের চিঠিটি আসামাত্রই তিনি দৌড়ে প্রতিবেশীর কাছে ছুটে গেলেন। তাদেরকে একটু চিঠিটি পড়ে শোনাতে বললেন যে, তার আদরের সন্তান তার কাছে কী বার্তা পাঠিয়েছে। প্রতিবেশী যখন চিঠিটি পড়ে শুনাল তখন তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল আর তার আদরের সন্তানের কথা স্মরণ হতে লাগল। দ্বিতীয় মাসে যখন চিঠি আসলো তখন তিনি পূর্বের মাসের ন্যায় একই কাজ করলেন। তৃতীয় মাসে যখন চিঠি আসলো তখন যেই প্রতিবেশীকে দিয়ে চিঠি পড়াত, সে কাজে শহরের বাইরে গিয়েছিল, সেদিন চিঠি পড়ে শোনানোর মতো কেউ ছিল না। তার অন্যান্য সন্তানেরাও স্কুলে গিয়েছিল। তাই সে সারাদিন পেরেশান হয়েছিল। তার সন্তানরা যখন স্কুল থেকে আসলো তখন সে তাদেরকে বলল, আমাকে চিঠিটি পড়ে শোনাও। তারা চিঠি পড়ে শুনাল। তার মন প্রশান্ত হলো। কিন্তু এই চিঠিটি শোনার আগ-পর্যন্ত সারাদিন পেরেশান ছিল। বারবার চিঠিটি নিয়ে ভাবছিল যে, তার সন্তান তার কাছে কী লিখেছে। তার সন্তান তার কাছে কী বার্তা পাঠিয়েছে। সেদিন চিঠিটির ব্যাপারে অনেক কষ্ট হয়েছিল; তাই সে দৃঢ় সংকল্প করল, আর এমনটি হতে দেব না। সে তার সন্তানের চিঠি পড়ার জন্য অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখল।

সে শুধু তার সন্তানের চিঠি পড়ার জন্য অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখল।

প্রিয় উপস্থিতি! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারাই বলুন তো সে তার সন্তানকে কতটুকু ভালোবাসত? নিশ্চয়ই আপনারা বলবেন, সে তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসত, অনেক ভালোবাসত। যখন সেই মা লেখাপড়া শিখে গেল, তখন তার সন্তানের চিঠিগুলো তার কাছেই রাখত। চিঠিগুলো দিনে কয়েকবার পড়ত, সেগুলো চুমু খেত এবং বুকের সাথে জড়িয়ে রাখত। কারণ সেই মা তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসত। এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনাদের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শ্রেষ্ঠ বার্তাবাহক মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে আপনাদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিটি আপনারা এ-যাবৎ কতবার পড়েছেন? প্রতিদিন সেই চিঠিটি আপনারা কতবার পড়েন? কুরআন পড়ার সুযোগ কি আপনাদের হয়?

মনে আছে শেষ কবে কুরআন পড়েছিলেন? আপনারা কুরআন কতটুকু বুঝেন? আপনি মনোযোগ সহকারে কুরআন কতটুকু বোঝার চেষ্টা করেন? অনেক সময় দেখা যায় আমরা বাস্তবতাকে ভুলে যাই; কিন্তু যদি একটু চিন্তা করা হয়, তাহলে বাস্তবতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে-মহিলার কথা আলোচনা করলাম সেও একজন মানুষ ছিল, সে তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসত। শুধু এই ভালোবাসার কারণেই সে দৈনিক চিঠিগুলোকে কয়েকবার পড়ত। আর এই ভালোবাসার কারণে সে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিল। শুধু সন্তানের প্রতি ভালোবাসার কারণেই সে এত পরিশ্রম করে লেখাপড়া শিখেছিল।

আপনি আল্লাহ তাআলাকে কতটুকু ভালোবাসেন? ভালোবাসার পরিমাণ সম্পর্কে আমাকে বলার দরকার নেই। শুধু এ-বিষয়টি একটু চিন্তা করুন যে, আপনি দিনে কতটুকু সময় কুরআন বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেন।

আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বোঝার জন্য এটি একটি ছোট্ট উদাহরণমাত্র।

আমাদের হৃদয়গুলো আজ শক্ত হয়ে গেছে

আজ আমাদের অন্তরগুলো শক্ত হয়ে গেছে। আমাদের হৃদয়গুলো পাথরের চেয়ে বেশি শক্ত হয়ে গেছে। কারণ পাথরের মধ্যেও এমন কিছু পাথর রয়েছে যা থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়। কিন্তু গুনাহ করতে করতে আমাদের হৃদয়গুলো এতটা শক্ত হয়েছে, আমাদের অন্তরগুলো এতটা কঠোর হয়েছে যে, আল্লাহর স্মরণে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয় না। আল্লাহর ভয়ে আমাদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হয় না। এ-ব্যাপারে পবিত্র কালামে মাজিদে ইরশাদ হয়েছে—

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ﴾

'অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মতো অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে, যা থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়; এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে। [সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৪।]

স্মরণ করে দেখো তো, আল্লাহর ভয়ে কবে কেঁদেছিলে? কবে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলে? হে দুনিয়ার মানুষ! আর কত সময় তুমি তোমার স্রষ্টাকে ভুলে থাকবে? আর কত সময় তুমি তোমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে? আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে মাজিদে ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলছেন—

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ﴾

'যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে-সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসে নি? [সূরা হাদিদ, আয়াত : ১৬।]

এসো না আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি; আমাদের চক্ষুগুলোকে অশ্রুসিক্ত করি; আল্লাহকে স্মরণ করে আমাদের হৃদয়েরগুলোকে পরিতৃপ্ত করি।

হৃদয়ে আমার জান্নাত

ওরা আমাদের হত্যার হুমকি দেয়। ওরা আমাদের বলে, তোমরা যদি তাওহিদ ও জিহাদের পথ থেকে ফিরে না আসো তাহলে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব। আমরা এই নির্বোধদের জানিয়ে দিতে চাই, আমরা হচ্ছি আল্লাহর সৈনিক। আমরা মৃত্যুকে পরোয়া করি না। তোমরা আমাদের যে-মৃত্যুর ভয় দেখাও আমরা সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি।

মনে রেখো, তোমাদের সৈনিকদের কাছে নারী আর মদ যত বেশি প্রিয়, আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করা আমাদের কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয়। আমরা বছরের পর বছর ধরে শাহাদাতের অপেক্ষায় আছি। সুতরাং যারা মৃত্যুকে হন্যে হয়ে খুঁজে, শাহাদাতের নেশায় তুর পাহাড়ে চলে, পৃথিবীর এমন কোন শক্ত রয়েছে, যে তাদের প্রতিহত করবে? ওরা আমাদের কারাগারের ভয় দেখায়। ওরা আমাদের বলে, আমরা যদি এই পথ থেকে ফিরে না আসি তাহলে ওরা আমাদের বন্দি করে কারাগারের প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করবে। আমরা ওদের জানিয়ে দিতে চাই, তোমরা আমাদের যে-কারাগারের ভয় দেখাও আমরা সেই কারাগারের বন্দি-জীবনকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও সালফে সালেহিনের সুন্নাহ মনে করি। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জীবনের দীর্ঘ কয়েকটি বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম 'শিয়াবে আবু তালিবে' দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ ছিলেন এবং আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ জেলখানায় বসে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের কারাগারে বন্দি ছিলেন। মনে রেখো, আমরা কারাগারের ভয়ে জিহাদের এই পথ ছেড়ে দেব না। কারণ আমরা তাগুতের কারাগারের চেয়ে কবরের অন্ধকার কুঠুরিকে অনেক বেশি ভয় করি।

ওরা আমাদের নির্যাতনের ভয় দেখায়। ওরা আমাদের বলে, তোমরা যদি এই পথ ছেড়ে ফিরে না আসো তাহলে তোমাদেরকে বন্দি করে নির্যাতনের ওপর নির্যাতন করব। আমরা ওদের জানিয়ে দিতে চাই, কোনো নির্যাতনকারীর নির্যাতন এই জিহাদকে বন্ধ করতে পারবে না। কোনো জালিমের জুলুম আমাদেরকে এই পথ থেকে সরাতে পারবে না। আমরা শত নির্যাতনের মাঝেও হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো 'আহাদ' 'আহাদ' উচ্চারণ করে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেব।

আমাদেরকে যদি খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে রাখা হয় আর আমাদের শরীরের রক্ত-মাংস গলে যদি সেই জ্বলন্ত অঙ্গার নিভে যায়, তবুও আমরা এই পথ থেকে পিছু হটব না। আমাদের যদি হজরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো শূলে চাড়ানো হয় আর ধারালো তরবারির আঘাতে আমাদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন আমরা খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো নির্ভয়ে কবিতা আবৃত্তি করব।

আমি কোনো কিছুরই পরোয়া করি না, যখন একজন মুসলিম হিসেবে আমাকে হত্যা করা হয়। আল্লাহর রাহে আমাকে যেভাবেই ক্ষতবিক্ষত করা হোক, তা কেবল মহান আল্লাহর জন্যেই। তাঁর ইচ্ছা হলে আমার দেহ হতে ছিন্নভিন্ন প্রত্যেকটা অঙ্গের বিনিময়ে বরকত দান করবেন।

মনে রেখো, আমরা তোমাদের নির্যাতনের ভয়ে দীনের এই পথকে ছেড়ে দেব না। কারণ আমরা তোমাদের নির্যাতনের চেয়ে আল্লাহর আজাবকে অনেক বেশি ভয় করি।

ওরা আমাদের দুনিয়ার লোভ দেখায়। ওরা আমাদের বলে, আমরা জিহাদের পথ থেকে ফিরে আসলে ওরা আমাদের দুনিয়ার এই দেবে সেই

দেবে, শান্তিতে বসবাস করতে দেবে। আমরা ওদের জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা কি আমাদের এই তুচ্ছ দুনিয়ার লোভ দেখাচ্ছ? সামান্য দুনিয়ার কাছে আমাদের আখিরাতকে বিক্রয় করে দিতে বলছো? ওয়াল্লাহি! আমাদেরকে যদি এই দুনিয়ার সমপরিমাণ দশটা দুনিয়া দেয়া হয় তারপরও আমরা এই পথ থেকে দূরে সরব না। কারণ আমাদের রবের জান্নাত এই তুচ্ছ দুনিয়ার চেয়ে হাজার কোটি গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ।

আমরা আমাদের শত্রুদের লক্ষ করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর সেই বাণীটি উচ্চারণ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন—
'শত্রুরা আমার কী ক্ষতি করবে? আমি তো জান্নাতকে বুকে নিয়ে চলি। কারাগার আমাকে আমার রবের সাথে একাকী সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয়। ওরা যদি আমাকে হত্যা করে, আমি তো শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করব। ওরা যদি আমাকে দেশান্তর করে দেয় আমি বেরিয়ে পড়ব দীনি সফরে।'[১১]

সুতরাং আমাদের শত্রুদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারা যত চক্রান্ত করুক না কেন, সর্বাবস্থায় আমরাই সফল।

[১১] ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল জাওজিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ, *আল ওয়াবিলুস সাইয়িব*: ১০৯।

বিপদ আসবেই

হে ভাই! দীনের ওপর অটল থেকো। পরিপার্শিক কোনো পরিস্থিতি যাতে তোমাকে দীন থেকে সরাতে না পারে। হে ভাই! দীনের ওপর অবিচল থেকো। পৃথিবীর কোনো শক্তি যেন তোমাকে দীনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। আজকে অনেকে অভিযোগের সুরে বলে থাকেন, ভাই পরিপার্শিক পরিস্থিতির কারণে দীন পালন করতে পারি না। আমি সেসকল ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বলতে চাই, তুমি কতটুকু খারাপ পরিস্থিতিতে আছো? তুমি কতটুকু খারাপ পরিস্থিতিতে রয়েছো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিরা তোমার চেয়েও শতগুণ বেশি খারাপ পরিস্থিতির মাঝে ছিলেন। তারা আল্লাহর জন্য অনেক তিরস্কার সহ্য করেছেন। তারা আল্লাহর জন্য অনেক ভর্ৎসনা সহ্য করেছেন। তারা আল্লাহর জন্য বহু জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। এতকিছুর পরও তারা দীনের ওপর অটল ছিলেন। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাদেরকে দীন থেকে সামান্য পরিমাণ বিচ্যুত করতে পারে নি।

হাদিসে এসেছে, মক্কার মুশরিকরা যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের ওপর জুলুম-নির্যাতন করেছিল, তখন হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা তো ছাড়িয়ে যাচ্ছে; আল্লাহর সাহায্য আর কত দেরি? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন—

'হে খাব্বাব! তুমি জানো কি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছিল? তাদেরকে মাটিতে অর্ধেক গেড়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধারালো করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল; লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের শরীরের হাড্ডি থেকে গোশত আলাদা করে ফেলা হয়েছিল।[১২] এত কঠিন

---

[১২] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৬৯৪৩।

নির্যাতনও তাদেরকে দীন থেকে সামান্য পরিমাণ বিচ্যুত করতে পারে নি আর তোমরা এত অল্পতেই অতিষ্ঠ হয়ে গেলে! হে ভাই! দীনের পথে চলতে গেলে পরীক্ষা আসবেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝﴾

'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?'

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾

'আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যেবাদী।' [সূরা আনকাবুত, আয়াত : ২-৩।]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেছেন—

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫।]

আল্লাহ তাআলা বলছেন, তিনি জানমালের ক্ষতির মাধ্যমে আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। সবসময় আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করবেন। সুতরাং দীনের পথে চলতে গেলে পরীক্ষা তো আসবেই। এ-সকল বিপদ-আপদ দেখে ভেঙে পড়লে চলবে না। সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দীনের ওপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। ঈমানের পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

আল্লাহ মাজলুম মুসলিমদের সাহায্য করেন

মাজলুম মুসলিমদের আহাজারিতে আজ ভারী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর আকাশ-বাতাশ। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভূখণ্ডে আজ মুসলিমরা নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত। কুফফার নিয়ন্ত্রিত এ-বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিমদের কোনো অধিকার নেই। তাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মাকদিস অভিশপ্ত ইহুদিদের পদতলে পিষ্ট। ফিলিস্তিনে প্রতিদিন অগণিত মুসলিম প্রাণ দিচ্ছে। বর্বর ইহুদি সন্ত্রাসীদের হাতে কমিউনিস্ট চীনের বর্বর থাবায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে অসহায় উইঘুর মুসলিমরা। এমন পাশবিক নির্যাতন মানব-ইতিহাসে আরো কোনো জাতির ওপর হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। আরাকানে মগদের হাতে তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলিমজাতিসত্তা। এককালের সমৃদ্ধ রোহিঙ্গা-জাতি আজ এক উদ্বাস্তু সম্প্রদায়। বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের বর্বরতা বনের হিংস্র পশুকেও হার মানিয়েছে। তাদের নির্বিচারে খুন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন—বিরান ভূমিতে পরিণত করেছে গোটা আরাকানকে।

মালাউন ভারতীয় সন্ত্রাসীদের হাতে এই ৭০ বছরেরও অধিক সময় ধরে রক্ত ঝরছে কাশ্মীরি ভাই-বোনদের। কত মুসলিম ভাইকে যে তারা শহিদ করেছে, কত বোনকে যে তারা ধর্ষণ করেছে তার কোনো হিসাব নেই। কাশ্মীর—মুসলিম উম্মাহর বুকে যেন এক দগদগে ক্ষত। আফগান-ইরাক সিরিয়া-ইয়েমেন মালি-সোমালিয়া ও ভারতের পরিস্থিতি আপনাদের সামনে। ইউরোপ-আমেরিকা ও রাশিয়ার মুসলিমদের করুণ অবস্থার খবরও আপনারা জানেন। মুসলিম উম্মাহর এই বিপর্যয়ে অনেক ভাই প্রশ্ন করে থাকেন, আল্লাহ তাআলা কেন মাজলুম মুসলিমদের সাহায্য করেন না। আল্লাহ চাইলে পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা।

প্রিয় ভাই ও বোন! আপনি উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশা দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন। আপনি ভাবছেন, আল্লাহ কেন মাজলুমদের সাহায্য করছেন না। প্রিয় ভাই! আপনাকে একটু হাদিস শুনাই।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত সহিহ হাদিসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা মাজলুমকে সম্বোধন করে বলেন, 'আমার ইজ্জতের কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব, একটু দেরিতে হলেও।'[১৩]

আল্লাহ ছাড় তো দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না,[১৪] তবে আমরা অনেক সময় বে-সবর হয়ে পড়ি। ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। মাজলুমদের অবশ্যই ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং পরিস্থিতি উত্তরণের চেষ্টা করতে হবে।

প্রিয় নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সীরাহ থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কার মুশরিকরা নওমুসলিমদের নির্মম নির্যাতন শুরু করে। একটি নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে সাইয়িদুনা খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-সহ কতিপয় সাহাবি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হোন।

হজরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে গেলাম, তখন তিনি কাবা শরিফের ছায়ায় বসে আরাম করছিলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন না? আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? [আমরা তো মার খেতে খেতে শেষ হয়ে গেলাম]। আমাদের কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের পূর্বে যারা এই পৃথিবীতে দীনের দাওয়াত দিতে এসেছিল তাদেরকে [সমাজশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি] আটক করত, তাদের জন্য জমিনে গর্ত খনন

---

[১৩] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ২৫২৬।

[১৪] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ২৫৮৩।

করা হতো, সে-গর্তে তাদেরকে গেড়ে দিত; এরপর মাথার ওপর করাত চালিয়ে জীবিত মানুষটিকে চিড়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। তথাপিও তাদেরকে চুল-পরিমাণ আল্লাহর দীন থেকে সরানো সম্ভব হয় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের শরীরের হাড় থেকে মাংস আলাদা করে ফেলা হতো, এরপরেও তাদেরকে দীন থেকে সারানো সম্ভব হয় নি। [ও খাব্বাব শোনো!] আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, এমন এক সময় আসবে যখন 'সানআ' থেকে 'হাদরামাউত' পর্যন্ত মানুষ যাতায়াত করবে, এদের মনে আল্লাহর ভয় ছাড়া ভিন্ন কোনো ভয় থাকবে না। আর মেষপালের জন্য বাঘের ভয় ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না। বরং তোমরা বড্ড তাড়াহুড়ো করছো।[১৫]

প্রিয় ভাই ও বোন! এ-হাদিস থেকে আমরা কী শিখলাম? আমরা আসলে তাড়াহুড়া করছি। আমরা ধৈর্যহীন হয়ে পড়ছি। মুসলিমদের ওপর যুগে যুগে এমন হাজারো বিপর্যয় এসেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিমরা কাফিরদের জুলুমের শিকার হয়ে সবরের পরীক্ষা দিয়েছে। রাসুলুল্লাহর যুগ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ অগণিত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। খোদ ভারত-বিশ্বের মুসলিমরা দীর্ঘ ২ শত বছর ইংরেজদের গোলামি করেছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! নিরাশ হওয়ার মতো কিছুই ঘটে নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবশ্যই মাজলুমদের সাহায্য করবেন। উম্মাহর জীবনে এই পরাজয়-বিপর্যয় মোটেই নতুন কিছু নয়। যতবারই পরাজয়-বিপর্যয় এসেছে ততবারই মাজলুম এই উম্মাহর ওপর নেমে এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অসীম রহমত। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বরকতে মুসলিম উম্মাহ বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। স্মরণ করুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ঘোষণা—

---

[১৫] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৩৬৯২।

'আমার ইজ্জতের কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব, একটু দেরিতে হলেও।'[১৬]

ওয়াল্লাহি! পৃথিবীর কোনো প্রান্তে কোনো মুসলিমের শরীর থেকে ঝরা এক ফোঁটা রক্তও বৃথা যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবশ্যই মুসলিমদের সাহায্য করবেন।

আলহামদুলিল্লাহ আজ গোটা পৃথিবীতে মাজলুম উম্মাহর মাঝে আবারো জেগে উঠেছে ঘুরে দাঁড়ানোর পর্বতসম হিম্মত। দাওয়াহ, ইদাদ ও জিহাদের অগ্নি ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের সবগুলো মুসলিম-ভূখণ্ডে। খেলাফত পতনের এক শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই উম্মাহর এই প্রবল অভ্যুত্থান—আসমানি নুসরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ। এত দ্রুত সময়ে উম্মাহর ঘুরে দাঁড়ানো আল্লাহর রহমতের সুস্পষ্ট দলিল।

প্রিয় উম্মাহ! ইসলামের বিজয়ের ব্যাপারে ভুল ধারণায় ভুগবেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নুসরাত ও রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হবেন না। আল্লাহর ওপর আস্থা রাখুন। রাসুলুল্লাহর ওয়াদার ওপর আস্থা রাখুন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। রাসুলুল্লাহর ওয়াদা সত্য।

পরিশেষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বাণী দিয়ে শেষ করছি আজকের আলোচনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—
'আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীকে সংকুচিত করে আমাদের সামনে রেখে দিলেন। আমি এর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখেছি—আমার উম্মতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।' *[সহিহ মুসলিম]*

---

[১৬] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ২৫২৬।

কী উত্তর হবে সেদিন?

সহিহুল বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলোর উত্তর বাধ্যতামূলক সবাইকে দিতে হবে–

১.তুমি তোমার জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছো?

তুমি কি বাজারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জীবনের মূল্যবান সময়গুলো শেষ করে দিয়েছো? তুমি কি চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিয়ে জীবনের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করেছো? তুমি তোমার জীবনকে কোন কাজে ব্যয় করেছো?

২. তোমার যৌবনকাল সম্পর্কে, তুমি তোমার যৌবনকাল কোন কাজে ব্যয় করছো?

তুমি কি যৌবনের তাড়নায় উম্মাদ হয়ে গিয়েছিলে? তুমি কি দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলে? তোমার চিন্তা-চেতনা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল? তুমি কি যৌবনকাল পেয়েছে বলে আল্লাহর বিধানের অবাধ্য হয়েছিলে? তোমার যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো ইসলামের জন্য অনেক প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর সর্বত্রই মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছিল। কাফিররা মুসলিমদের ভূমিগুলোতে আগ্রাসন চালাচ্ছিল। মুসলিম নারীদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল। আবু গারিব কারাগার থেকে তোমার বোন ফাতেমা চিৎকার করে তোমাকে ডাকছিল। তোমার বোন আফিয়া সিদ্দিকি কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছিল। কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে চিৎকার করে তোমাকে লক্ষ্য করে বলছিল, 'আমাকে মুক্ত করো, আমাকে মুক্ত করো'। তুমি কি সেদিন তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে? তাকে মুক্ত করতে ছুটে গিয়েছিলে? খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, সালাহউদ্দিন আইয়ুবি কি তোমার আদর্শ ছিল না? উম্মতের কঠিন পরিস্থিতি দেখেও তুমি খেল-তামাশায় ব্যস্ত ছিলে। সারাদিন গেম খেলে, মুভি দেখে, বন্ধুদের সাথে এখানে-সেখানে আড্ডা দিয়ে তুমি তোমার যৌবনের মূল্যবান সময়েরগুলোকে নষ্ট করেছিলে!

হে যুবক! কাল কিয়ামতের মাঠে তোমার প্রতিপালকের সামনে কী জবাব দেবে? তোমার যৌবনের এই মূল্যবান সময়গুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের খুব দরকার ছিল। ফিলিস্তিনের গাজায় আগ্রাসী ইহুদিদের প্রতিহত করার জন্য তোমাকে খুব দরকার ছিল। ছোট ছোট মাসুম বাচ্চাগুলো সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করে তোমাকে ডাকছিল। শামের মাজলুম মা-বোনদের তোমাকে খুব দরকার ছিল। কারণ সেখানে আল্লাহর দুশমনেরা নির্বিচারে বম্বিং করে তাদেরকে হত্যা করেছিল। আরাকানের মাজলুমানের তোমাকে খুব দরকার ছিল। তারা সেখানে তোমার সাহায্যের জন্য হাহাকার করছিল।

হে মুসলিম তরুণ! তুমি প্রস্তুতি নিয়ে রাখো। কাল কিয়ামতের মাঠে অবশ্যই তোমাকে জবাব দিতে হবে, তুমি তোমার যৌবনকালকে কোন কাজে ব্যয় করেছো। তবে তুমি যদি তোমার এই যৌবনকালকে ইসলামের জন্য ব্যয় করতে, তোমার রবের ইবাদতে ব্যয় করতে, মাজলুম উম্মাহের সাহায্যের জন্য ব্যয় করতে, তাহলে সেদিন তুমি বলতে পারতে, হে আল্লাহ! আমি তো আমার যৌবনকালকে ইসলামের জন্য ব্যয় করেছি। আমি তো আমার যৌবনকালকে তোমার ইবাদতের জন্য ব্যয় করেছি। আমি তো আমার যৌবনকালকে মাজলুম উম্মাহকে সাহায্য করার জন্য ব্যয় করেছি। এরপর আল্লাহ তাআলা সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে তৃতীয় প্রশ্ন করবেন।

৩. তার মাল সম্পর্কে, তুমি তোমার সম্পদকে কীভাবে উপার্জন করেছিলে?

তুমি কি মানুষের সাথে সুদের লেনদেন করেছিলে? তুমি কি মানুষের সাথে ঘুষের লেনদেন করেছিলে? তুমি কি জনগণকে ঠকিয়ে তাদের টাকা আত্মসাৎ করে কোটিপতি হয়েছিলে? তুমি কি ব্যবসায় ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয়
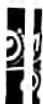
নিয়েছিলে? দুনিয়ার মানুষ আজকে যে-সম্পদ উপার্জন করছে এই সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দিতে হবে। শুধু ধন-সম্পদের উপার্জনের হিসাব দিলেই চলবে না। আল্লাহ তাআলা আবারো জিজ্ঞাসা করবেন—

৪. তুমি তোমার সম্পদ কোন কাজে ব্যয় করেছিলে?

আজকে তুমি তোমার সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খরচ করছো। তুমি তোমার সম্পদের অপচয় করছো। কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ করছো। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ির গেট বানাচ্ছো। কোটি টাকা দিয়ে বিভিন্ন মডেলের গাড়ি কিনছো। তোমার মেয়ের বিয়েতে বাড়ির লাইটিং, ফুলশয্যা, আতশবাজির পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছো। এখানে সেখানে টাকার অপচয় করছো। টাকা-পয়সার কোনো হিসাব নেই। তুমি চিন্তা করছো আমার টাকা আমি খরচ করছি আবার কার কাছে হিসাব দেব। মনে রেখো, আল্লাহ তাআলার কাছে সবকিছুর হিসাব দিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এখানে সেখানে টাকার অপচয় করেছিলে, অথচ তোমার পাশের বাড়িতেই অভাবগ্রস্ত লোকেরা ছিল, তুমি তাদের জন্য কী করেছিলে? তুমি পথের ধারে ভিখারীদের বসে থাকতে দেখেছো, তুমি তাদের জন্য কী করেছো? তুমি ফুটপাতে রাতের বেলায় অভাবী লোকদেরকে শুয়ে থাকতে দেখেছো, তুমি তাদের জন্য কী করেছিলে? হাসপাতালগুলোতে গরিব-অসহায় মানুষগুলো টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছিল না, ঔষধের ব্যবস্থার জন্য মানুষের কাছে হাত পেতে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল; তুমি তাদের জন্য কী করেছিলে? তুমি রেল-লাইনের দু-ধারের বস্তিতে অভাবী মানুষদেরকে নিঃস্ব জীবনযাপন করতে দেখেছিলে; তুমি তাদের জন্য কী করেছিলে? ঈদের দিনে তুমি আনন্দের সাথে ঈদ-উদযাপন করছিলে, তুমি তোমার

পরিবারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ঈদের মার্কেটিং করছিলে, আর রাস্তায় ফুটপাতের শিশুগুলো পুরাতন কাপড় পড়ে ঈদ পালন করেছিল; তুমি কি তাদের দেখো নি? তাদের জন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছিলে? আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাকে অনেক অর্থ-সম্পদ দিয়েছিলাম। তুমি চাইলে অপচয় না করে এই দরিদ্র মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারতে। তাদের অভাব মোচন করতে পারতে। কিন্তু তুমি তাদের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেও নি। তুমি তাদের পাশে দাঁড়াও নি। আল্লাহ তাআলার কাছে তোমার সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব দিতে হবে।

ও দুনিয়ার মানুষ! আল্লাহ তাআলার সামনেই এই হিসাবগুলো দেয়ার জন্য পূর্ণভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখো।

৫. তার ইলম সম্পর্কে, তুমি তোমার ইলম অনুযায়ী আমল করেছিলে কিনা?[১৭]

[১৭] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ২৪১৬।

আমরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি?

মুসলিমজাতির আজ নৈতিক অধঃপতন হয়েছে। গোটা সমাজ-ব্যবস্থায় আজ পচন ধরেছে। পুরো মুসলিম উম্মাহ আজ পাপের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। মদের নেশায় মুসলিম তরুনেরা আজ দিশেহারা।

খেলাধুলার নামে জাতিকে আজ ব্যস্ত রাখা হচ্ছে ফালতু ইস্যুতে। দেশি-বিদেশি চ্যানেলগুলো ২৪ ঘণ্টা তরুণ-তরুণীদের যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। হে উম্মাহ! আমার কথাগুলো তোমরা বিশ্বাস করো আর না করো, চোখ খুলে দেখো, একবার পেপার-পত্রিকার নিউজগুলোর দিকে তাকাও। যে-নিকৃষ্ট বিষয়গুলো স্বপ্নেও চিন্তা করা যেত না, তা বাস্তবে সংগঠিত হচ্ছে।

পরকীয়ার জেদ ধরে একের পর এক খুন-খারাবি হচ্ছে। ধর্ষণের ঘটনাগুলো দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। বলতেও ঘৃণা হয় আজ বাবার হাতে আপন মেয়ে ধর্ষিত হচ্ছে। সমাজে আজ খুন-খারাবি বেড়েই চলছে। আদরের সন্তান তার বাবা-মাকে হত্যা করছে। মায়ের হাতে খুন হচ্ছে সন্তান।

প্রিয় উম্মাহ! এই সমাজ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে; কারণ যে-সমাজে মাদকদ্রব্য হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় সে-দেশের যুবকদের মাদকাসক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

যে-দেশের মানুষ স্টার জলসা ও জি বাংলা'র মতো চ্যানেলগুলোর সামনে ২৪ ঘণ্টা পড়ে থাকে, সে-দেশে অহরহ পরকীয়া ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে-দেশে আইটেম সং ও পর্নোগ্রাফি দেখে যুবকরা ২৪ ঘণ্টা বিভোর থাকে, সে-দেশে ধর্ষণের ঘটনাগুলো ব্যাপকভাবে হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে-দেশের নামিদামি ভার্সিটিতে যৌন চেতনার নামে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কনডম বিতরণ করা হয়, সে-দেশের ডাস্টবিনে নবজাতকের লাশ পড়ে থাকাটাই স্বাভাবিক।

প্রিয় উম্মাহ! এই খুন-খারাবি, পরকীয়া-অশ্লীলতা আর জিনা-ব্যভিচার সবই হচ্ছে সেকুলারিজম আর গণতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থার কুফল। সুতরাং আসুন সেকুলার শাসনব্যবস্থাকে বর্জন করে ইসলামি শাসনব্যবস্থার সুশীতল ছায়াতলে ফিরে আসি।

প্রকৃত মুমিন আল্লাহর সাক্ষাতে থাকে ব্যাকুল

সত্যিকারের মুমিন আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে। তাই তো সে দয়াময়ের দিদারলাভের জন্য শাহাদাতের তামান্নায় তারই পথে ছুটে চলে। মৃত্যুর ভয়ে শাহাদাত-লাভের পথ ছেড়ে সে কখনো পলায়ন করে না। মৃত্যুকে ধ্বংস বা বিফলতা মনে করে না; বরং আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের জন্য মৃত্যুকে সে হাসিমুখে আলিঙ্গন করে নেয়।

'বিরে মাউনা'র দিন শত্রুরা যখন 'হারাম বিন মিলহান' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে পেছন দিক থেকে বর্শাবিদ্ধ করল, শাহাদাতের পূর্বে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে দীপ্তকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন [ফুজতু ওয়া রাব্বিল কাবা] 'কাবার রবের শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি।'

দুনিয়াপ্রেমীরা নিশ্চয়ই এতে অবাক হবে। যে-মৃত্যু দুনিয়ার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিলীন করে দেয়, নিঃশেষ করে দেয় পার্থিব সকল স্বাদ-স্বপ্নকে, আশ্চর্য! সেই মৃত্যুবরণ কীভাবে সফলতা হতে পারে?

শোনো হে দুনিয়াপ্রত্যাশীরা! যে-মৃত্যুর মাধ্যমে বান্দা জান্নাতে পৌঁছে যায়, মহান রবের নৈকট্য ও সাক্ষাৎলাভে ধন্য হয়, সে-মৃত্যু ধ্বংস বা ব্যর্থতা নয়; সেই মৃত্যু সত্যিই মুমিনের জন্য সফলতা লাভের দুয়ার।

বস্তুত আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের জন্যই সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতের কথা শুনতেই যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যেতেন। 'হাতে থাকা কয়েকটি খেজুর শেষ করে তারপর লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন'—এতোটুকু দেরিও তারা মেনে নেন নি।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, বদর-যুদ্ধে মুশরিকরা যখন মুসলিম-বাহিনীর নিকটবর্তী হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, 'তোমরা সেই জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাও যার প্রশস্ততা গোটা আসমান ও জমিনের সমান।'

আমর ইবনে হুমামা আনসারি রাদি. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতের প্রশস্ততা কি গোটা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার ন্যায়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হ্যাঁ। আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, বাহ বাহ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কীসে তোমাকে বাহ বাহ বলতে উদ্বুদ্ধ করল? আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, অন্য কোনো কারণে নয় আল্লাহ শপথ ইয়া রাসুলুল্লাহ! জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার আশায় আমি এমনটি বলেছি। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী হবে। আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার থলে থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে শুরু করলেন আর বললেন, যদি আমি এ-খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে তা তো হবে অনেক দীর্ঘ জীবন—এই বলে তিনি নিজের হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপরে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।

সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত অপর এক হাদিসে এসেছে, 'উহুদ-যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তবে আমি কোথায় থাকব? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, জান্নাতে। লোকটি তখন তার হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন, অতঃপর যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।'[১৮]

হ্যাঁ, তারাই প্রকৃত সফলতার স্বরূপ বুঝতেন। তাই তো সেই সফলতা লাভের জন্য মৃত্যুকে ভালোবাসতেন।

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি মৃত্যুকে ভালোবাসি আমার পালনকর্তার সাক্ষাতের আশায়।

---

[১৮] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ৪৮০৭।

বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অন্তিম মুহূর্তে তার স্ত্রী বলেছিল, 'হায় কী কঠিন বেদনা! স্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে উঠলেন, আহা কী আনন্দ! কাল আমার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথিদের সাথে মিলিত হব।'[১১]

মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনন্দ প্রকাশ করেছেন; কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর্দা সরে গেলেই আমি তো আমার বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথিদের সাথে সাক্ষাৎ করব।

এবার শোনো অন্তিম মুহূর্তে এক সালাফের কথা। কত চমৎকার কথা বলে তার ক্রন্দনরত মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। রাবি ইবনে হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার বাবা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন আমার বোন তখন খুব কাঁদছিলেন। তাকে এমন কাঁদতে দেখে বাবা বললেন, 'মেয়ে আমার কেঁদো না! বরং বলো, এ-হলো আমার জন্য সুসংবাদ। কারণ, আজ আমি আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।'

আসলে পুণ্যবান মুমিনরা এমনি ছিলেন। তাদের নিকট আল্লাহর সাক্ষাৎকার ছিলো মধুর চেয়েও বেশি মিষ্ট। দয়াময়ের দিদার-লাভের জন্য সবসময় তারা ছিলেন ব্যাকুল।

হে ভাই ও বোন! আজ কী হলো আমাদের? কেন আমরা রবের সাক্ষাৎলাভের জন্য এমন আগ্রহী হই না? ভেবে দেখো, নিজেকে জিজ্ঞেস করো। কোন সে কারণ? কেন তুমি আল্লাহর সাক্ষাৎকারের পথে কদম বাড়াও না? মৃত্যুর প্রতি কেন তোমার হৃদয়ে এত ভয়? কেন এত শঙ্কা? দুনিয়া? হা, দুনিয়াতে বেঁচে থাকাকেই যে পরম সার্থকতা মনে করে,

[১১] *তারিখুল ইসলাম* : ১৭/৬৭; ইমাম হাফিজ শামসুদ্দিন জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এর সনদ ভালো।

দুনিয়ার ভালোবাসাকে যে তার হৃদয়ে স্থান দিয়ে রাখে, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় যে মত্ত হয়ে পড়ে, সেই তো আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে; মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ভয় পায়। শাহাদাতের পথ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। শোনো, যদি দুনিয়াতে বেঁচে থাকার সার্থকতা হতো তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা-ই বেছে নিতেন; কিন্তু তিনি আল্লাহর সাক্ষাৎকেই বেছে নিয়েছেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যখন দুনিয়াতে বেঁচে থাকা ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ—এ-দুটির মাঝে যেকোনো একটিকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'বরং জান্নাতে মহান বন্ধুর সান্নিধ্য।'

তাই প্রিয় ভাই ও বোন! দুনিয়ার চাকচিক্যের পেছনে পড়ে তোমার প্রতিপালক মহান আল্লাহকে ভুলে যেও না। হৃদয়ে তার সাক্ষাতের আশা রাখো। জেনে রাখো, যে আল্লাহর সাক্ষাৎকে পছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—
'যে আল্লাহর সাক্ষাৎকে পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।'[২০]

[২০] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৬৫০৭।

প্রিয় যুবসমাজ

প্রিয় উম্মাহ! আনন্দের কোনো উপলক্ষ্য নিয়ে নয়; অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। পুরো দেশ মেতে আছে ক্রিকেট-উন্মাদনায়। বিপিএল আইপিএলের জোয়ারের জাতি আজ বেসামাল।

জাতির কর্ণধাররা যখন তরুণ-যুবকদের খেলার প্রতি উৎসাহিত করে, তখন সে-জাতির ভাগ্য-বিপর্যয়ের জন্য অন্য কিছুরই প্রয়োজন নেই। কী বলব? আমি স্তম্ভিত। এ-জাতির দীনমুখী তরুণ-যুবকরাও খেলাধুলাতেই বীরত্ব খুঁজতে শুরু করেছে; অথচ জুয়া, অশ্লীলতা—কী হচ্ছে না একে কেন্দ্র করে? ইহুদি-খ্রিস্টানরা মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতিকে এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছে। অথচ আরাকান থেকে এখনো লাশের গন্ধ ভেসে আসে। লাখ লাখ মুহাজির মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। সিরিয়ায়, ইয়েমেনে, আফগানে, ফিলিস্তিনে প্রতিদিন উম্মাহর রক্ত ঝরছে। স্বজাতির করুণ অবস্থা দেখেও এদের মন খেলার মাঠে পড়ে থাকে। মা-বোনের সম্ভ্রম নিলাম হচ্ছে, আর এরা খেলার নেশায় বুঁধ হয়ে আছে!

প্রিয় ভাই! বিশ্বাস করুন কথাগুলো বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে। আল্লাহর কসম! এ-জীবন অর্থহীন। যেখানে আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়! এ-যৌবনের প্রতি ধিক যা উম্মাহর কন্যা-জয়াদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম।

আশ্চর্যজনক এক নির্জীবিকতা বিরাজ করছে। অনুভূতিহীন এক জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা। যে-সময়ে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান তরুণ-যুবকরা চার-ছক্কার প্ল্যাকার্ড নিয়ে সাকিব-তামিম চিৎকার করে, ঠিক সেসময়ে মায়ানমারের ন্যাড়া বৌদ্ধদের কারাগারে অসহায় আরাকানি বোন হায়নার বর্বরতা থেকে বাঁচার জন্য আহাজারি করে। গেল বার ফিলিস্তিনে যখন ইহুদিরা বম্বিং করে গাজার নারী-শিশুদের গণহত্যা করছিল, তখন একদিকে

টিভির পর্দায় ফিলিস্তিনি রক্তমাখা ধুলোমলিন নিষ্পাপ চেহারা ভেসে উঠছিল, অপরদিকে ফুটবল-বিশ্বকাপে পবিত্র রমজান-রজনিকে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার স্লোগানে কলুষিত করা হচ্ছিল!

প্রিয় উম্মাহ! ইতিহাস খুঁজে দেখুন, মুসলিমরা কোনোকালেই এমন অথর্ব-নিষ্ক্রিয় জাতি ছিল না। যে-বয়সে আমাদের যুবকরা মউজ-মাস্তি করে কাটায়, সে-বয়সে মুহাম্মাদ বিন কাসিম, মুহাম্মাদ আল ফাতিহ রণাঙ্গন দাপিয়ে বেড়িয়েছে।

প্রিয় ভাই! তোমার যৌবন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দেয়া আমানত। একে তুমি বিপথে ক্ষয়ে যেতে দিও না। খেলাধুলার হারাম আবেগে ভেসে যাওয়া তোমার পৌরুষের সাথে যায় না।

উম্মাহর মা-বোনেরা তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। তোমার হাতে ব্যাট-বল নয়; বরং ক্লাসিনকোভ আর মেশিনগানই মানায়।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

'হে! মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?

﴿تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

'তা হলো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝো।' [সূরা সাফ, আয়াত : ১০-১১।]

জেগে ওঠো, ওই দেখো গাজওয়াতুলের হিন্দের মোবারক রণাঙ্গন তোমাকে ডাকছে। জান্নাতি হুরেরা পুষ্পমাল্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গো-পূজারী সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে। ওদের প্রতিরোধ তোমাকেই করতে হবে। তুমি খেলার মাঠের কাগুজে বাঘ নও; রণাঙ্গনের দুর্দান্ত সৈনিক—এটা বুঝিয়ে দেয়ার সময় এসেছে। আল্লাহ তোমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়ে অনুভূতিহীন দেহে প্রাণের সঞ্চয় করুন। উম্মাহর কল্যাণে রবের সন্তুষ্টির পথে তোমাদের পরিচালিত করুন; আমিন।

তোমার জন্য সহজ পথ

একেক জন একেক আদর্শের দিকে ডাকছে। নানান মত-পথের আহ্বান শোনা যাচ্ছে। তারা যে সঠিক পথে আছে, সত্যের দাওয়াত দিচ্ছে—আমরা কীভাবে বুঝব? উম্মাহর বৃহৎ একাংশ বর্তমানে বিষয়টা নিয়েই সবচেয়ে বেশি চিন্তিত। কোন পথে চলা উচিত—এই নিয়ে তারা খুব দ্বিধা-সংশয়গ্রস্ত। জীবনের অনেকটা সময় অজ্ঞতা আর অবহেলায় কেটে গেছে। এ-পরিমাণ ইলমও শেখা হয় নি যে, নিজ চেষ্টায় কুরআন-হাদিস বুঝে আমল করব।

তাহলে আমরা কীভাবে সঠিক পথের দিশা পাব? সত্যকে জানার জন্য যারা উদগ্রীব আমি সেই সত্যান্বেষী ভাই-বোনদের উদ্দেশে বলছি, তোমার জন্য একটা সহজ পথ রয়েছে; যা তোমার সংশয়কে ছিড়ে ফেলবে। যেখানে তুমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর পাবে। যে-পথ ধরলে সঠিকভাবেই তুমি কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করতে পারবে। কোনো বিভ্রান্তকারী তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কোনো (কাজ্জাব) মিথ্যাবাদী তোমাকে ভুল পথে নিতে পারবে না।। কী সেই সহজ পথ? দেখো তোমার রব সূরা আহজাবের ২১ নম্বর আয়াতে তোমার জন্য সে-সহজপথ বলে দিয়েছেন—

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾

'বস্তুত আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ—এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখিরাত-দিবসের আশা রাখে। এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।' [সূরা আহজাব, আয়াত : ২১।]

আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমার জন্য উত্তম আদর্শ। তোমার যে রাসুলকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' [সূরা কলাম, আয়াত : ৪।]

সুতরাং তোমার জন্য এটা সহজ পথ; তুমি তোমার প্রিয় রাসূলের জীবনী সম্পর্কে জানবে; তার আলোকিত আদর্শ অনুসরণ করবে। তোমার মনে যখন প্রশ্ন জাগে, তুমি দেখো এই সম্পর্কে একেক জন একেক কথা বলে, তখন তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী খুলে নিয়ে বসো। সেখানে এর উত্তরগুলো খুঁজে পাবে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ যা করার জন্য আদেশ করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তা সর্বোত্তমভাবে আমল করে দেখিয়ে গেছেন। আর যা করার জন্য মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন তিনি তা থেকে পরিপূর্ণরূপে বিরত থেকেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আখলাক সম্পর্কে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা [রাদি.] ইরশাদ করেছেন, 'পবিত্র কুরআনই হচ্ছে তার আখলাক।'[২১]

তাই হে সত্যান্বেষী পথিক! দীন সম্পর্কে জানার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোকিত জীবনী অধ্যায়ন করো। তবেই তোমার কাছে সত্য উদ্ভাসিত হবে। তুমি সঠিক পথ চিনতে পারবে। যে-পথে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কদম রেখেছেন, সে-পথের সন্ধান তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তুমি বুঝতে পারবে কারা সত্য কথা বলে, কারা সত্য পথে ডাকে, আর এটাই তোমার জন্য সহজ পথ।

---

[২১] *তাখরিজু মুশকিলিল আসার,* হাদিস : ৪৪৩৪; দুর্বল হাদিস।

পাঁচটি মূল্যবান সম্পদ

পাঁচটি মূল্যবান সম্পদ, যেগুলোকে সবসময় আমরা অবমূল্যায়ন করে থাকি। কিন্তু কোনো একদিন হয়তো আমরা এই মূল্যবান সম্পদগুলোর জন্য আফসোস করব, অনুতপ্ত হব; কিন্তু সেদিন আমাদের এই অনুতাপ আর অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না। এজন্যই তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করো। পাঁচটি জিনিস চলে আসার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করো।

১. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে মূল্যায়ন করো। কারণ যৌবনকাল হচ্ছে ইবাদতের শ্রেষ্ঠ সময়। যৌবনকালে মানুষের দেহে শক্তি থাকে, উদ্যমতা থাকে। তখন মানুষ যা চায় তাই করতে পারে। সুতরাং যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোকে দীনের পথে ব্যয় করো। যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করো। কারণ বার্ধক্য যখন চলে আসবে তখন তোমার দেহে তারুণ্যের এ-উদ্যমতা আর থাকবে না। তখন তুমি চাইলেও মন খুলে আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে না। সুতরাং তোমার যৌবনকে অনর্থক কাজে নষ্ট করো না। যৌবনকে মূল্যায়ন করো।

২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন করো। কারণ সুস্থ অবস্থায় মানুষ অনেক ইবাদত করতে পারে। কিন্তু যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন ইবাদত করার শক্তি থাকে না। মন চাইলেও ইবাদত করতে পারে না। অসুস্থ মানুষ সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে। চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং সুস্থতার সময়গুলোকে মূল্যায়ন করো। সুস্থ অবস্থায় বেশি বেশি করে আল্লাহর ইবাদত করো।

৩. দরিদ্রতার পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করো। অর্থাৎ সচ্ছল অবস্থায় অপচয় করো না। অনর্থক কাজে টাকা-পয়সা নষ্ট করো না। বেশি বেশি করে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সেই সম্পদটি হলো সর্বোত্তম যা সুস্থ অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় দান করা হয়।' সুতরাং তোমার স্বচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করো। সচ্ছলতা অবস্থায় বেশি বেশি করে আল্লাহর রাস্তায় দান করো।

৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে মূল্যায়ন করো। অবসরতা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত। আজকে দেখা যায় অবসর সময়গুলোকে মানুষ অনর্থক কাজে নষ্ট করে। এক দিন হয়তো এইসময়গুলোর জন্য আফসোস করতে হবে। সুতরাং এই অবসর সময়গুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করো। অবসর সময়গুলোতে মূল্যায়ন করো।

৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে মূল্যায়ন করো। মৃত্যু চলে আসার পূর্বে জীবনকে মূল্যায়ন করো। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই জীবন দিয়েছেন আল্লাহর ইবাদতের জন্য। দুনিয়া হচ্ছে ইবাদতের জায়গা। দুনিয়ার জীবনে যে যত বেশি আল্লাহর ইবাদত করবে, আখিরাতে সে ততো বেশি সৌভাগ্যবান হবে। তোমার মৃত্যু যখন চলে আসবে তখন ইবাদতের আর কোনো সুযোগ থাকবে না। আর মৃত্যুর পর মানুষের সাথে তার নেক আমলগুলোই কবরে যাবে। মৃত্যুর পর মানুষের সাথে তার ভালো কাজগুলোই কবরে যাবে। দুনিয়ার ধন-সম্পদ বাড়ি-গাড়ি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কোনো কিছুই তার সাথে যাবে না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে যত পারো ভালো কাজ করো। মৃত্যু চলে আসার পূর্বে তোমার জীবনকে মূল্যায়ন করো।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে পাঁচটি মূল্যবান সম্পদকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বাস্তব হোক তোমার স্বপ্ন

আপনি কি একটা সুন্দর কল্যাণময় জীবন চান? আপনি কি চান আপনার মনের সুন্দর প্রত্যাশাগুলো পূর্ণতা পাক? আপনি কি চান আপনার সুন্দর স্বপ্নগুলো বাস্তব হোক? তবে আপনার জন্য সুসংবাদ; আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জীবনকে সুন্দর করার জন্য, জীবনকে কল্যাণে ভরে দেয়ার জন্য একটি সুন্দর ইবাদতের কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সেই ইবাদত হলো আল্লাহর প্রতি সুধারণা।

প্রিয় ভাই ও বোন! আমরা অনেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটির কথা জানি না। তাই অনেক নিয়ামত থেকে প্রতিনিয়ত আমরা বঞ্চিত হই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের খালেক, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ আমাদের রব, তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন। তিনি রিজিক দেন। তিনি হিদায়াত দান করেন। গোটা বিশ্বজগতের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক তিনি। তিনি রহমান, তিনি রহিম, আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণাই রহমানের কাছে ঋণী। তিনি গফুর, বান্দা যত বড় গুনাহ করুক না কেন ইখলাসের সঙ্গে তাওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন। তিনি মুজিব, বান্দার দোয়া করলে তিনি কবুল করেন। তিনি কল্যাণের আধার, তাই আমরা সবসময় তার কাছে কল্যাণই আশা করি। সবসময় তার ব্যাপারে সুধারণা লালন করি।

প্রিয় ভাই ও বোন! যখন আপনার সামনে এই দুনিয়ার সব কটি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তখন একটি দরজা খোলা থাকে, তা হলো উত্তম আশার দরজা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি সুধারণা রাখার দরজা। শত দুর্যোগে কঠিন ঝড় ঝাপটায়ও এই দরজা এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয় না। যে-ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি সুধারণা লালন করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সাথে কল্যাণজনক আচরণ করেন।

সহিহুল বুখারিতে এসেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন–'আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা করে আমি তার সাথে তেমন আচরণ করি।'[২২]

এই হাদিস থেকে বোঝা গেল, বান্দা আল্লাহর প্রতি যেমন ধারণা রাখে তিনি তার সাথে তেমন আচরণই করেন। বান্দা যদি আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখে তবে আল্লাহ তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করেন। আর বান্দা যদি আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা রাখে, তবে বান্দা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আমাদের উচিত সবসময়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে কল্যাণ প্রত্যাশা করা।

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলেন কল্যাণের ভাণ্ডার। দুনিয়ার সব মানুষের সব আশা পূরণ করলেও তার ভাণ্ডারে সামান্য কমতি হবে না। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসেন এবং ন্যায়বিচার করেন। তিনি তাঁর রহমত ও কুদরত দিয়ে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছেন। আমরা তার কাছ থেকে এসেছি আবার তার কাছেই ফিরে যাব। আমরা যদি উভয় জগতে কল্যাণ লাভ করতে চাই, দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চাই, তবে পরিপূর্ণ আগ্রহ ও প্রত্যাশা নিয়ে আল্লাহ তাআলার অভিমুখী হওয়া ছাড়া আমাদের বিকল্প কোনো পথ নেই। যখন পৃথিবীর সবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, আশার দুয়ারগুলো বন্ধ হয়ে যায়, কষ্টগুলো বিফলে যায়, তখন কেবল আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণার মাধ্যমে সব কষ্ট-প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণ লাভ করা সম্ভব।

'ইমদাদুল কারি' গ্রন্থে উক্ত হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলা হয়, মানুষ যদি মনে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব, তবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আর যদি ভাবে, আমি তাকে শাস্তি দেব, পরকালে পাকড়াও করব, তাহলে তার ধারণা অনুযায়ী আমি আচরণ করব। যদি তার মাঝে সামান্যতম আশা থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে আশান্বিত করবেন।

[২২] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৭৫০৭; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ২৬৭৫।

কারণ কেবল মুমিন ব্যক্তি আশা করতে পারে তার তো একজন রব রয়েছেন। যিনি তাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।

এর ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়, 'আমি আমার বান্দার সাথে তেমনই আচরণ করি যেমন আচরণ সে আমার কাছ থেকে পাওয়ার আশা করে।'

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহর প্রতি সুধারণার অর্থ হলো, দোয়া করার পর তা কবুল হওয়ার আশা রাখা। তাওবা করার পর তাওবা কবুল হওয়ার আশা রাখা। ইস্তেগফারের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা। পরিপূর্ণ হক আদায় করে আল্লাহর হুকুম পালন করার চেষ্টা করা। এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখা।

তাই আমাদের উচিত, পরিপূর্ণভাবে শরিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করা। এবং শরিয়ার বিধানগুলো এই বিশ্বাস নিয়ে পালন করা যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদের ইবাদতগুলো কবুল করবেন। আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আখিরাতে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সঙ্গে এমন অঙ্গীকারই করেছেন। তিনি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাই তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শপথ করে বলতেন, যখনই বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কল্যাণ লাভের প্রত্যাশা রাখে আল্লাহ তাকে সেটি দান করেন। কেননা সকল কল্যাণ একমাত্র তাঁরই হাতে। সুতরাং যদি আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে তার প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাওফিক দান করেন তাহলে মনে করতে তাকে সকল কল্যাণের গোপন চাবিকাঠি দিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহর প্রতি সুধারণা মুমিন-জীবনের কল্যাণের এক গোপন চাবিকাঠি। এই চাবি যেন কখনো আপনার হাতছাড়া না হয়। জীবনের সুখে দুখে আপনি যেন আপনার মহিমান্বিত আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণার আঁচল আঁকড়ে রাখেন।

কিয়ামুল লাইল

কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুতের নামাজ মুমিনের অন্যতম প্রিয় ইবাদত। এটি নেককারদের স্বভাব, মুত্তাকিদের আলামত এবং কামিয়াবি লোকদের দৈনন্দিন আমল। স্তব্ধ গভীর রাতে মুমিনেরা চুপিচুপি গিয়ে বসে জায়নামাজে, একান্তে সময় কাটায় আপন রবের সাথে। অন্তরের সব মাধুরী মিশিয়ে ডাকে আল্লাহকে। হৃদয়ের পুঞ্জিভূত আনুগত্য, মহাব্বত, ভালোবাসা নিয়ে লুটিয়ে পড়ে তার আজমতের কদমে। মনের যত সুখ-দুখ, স্বপ্ন, হাসি-আনন্দ, অভাব সব অবলীলায় খুলে বলে তার রবের কাছে। অপরাধগুলোর কথা স্মরণ করে ছেড়ে দেয় দু-চোখের অশ্রু। আল্লাহর ক্ষমা-মহত্ত্বের সামনে নিজের গুনাহগুলো পেশ করে প্রশান্ত হয় তার হৃদয়।

সুবহানাল্লাহ! একজন বান্দা তার রবের দরবারে মাথা ঠেকিয়ে নিভৃতে কাঁদছে—এরচেয়ে মোবারক দৃশ্য এই পৃথিবীতে আর কী হতে পারে? বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? রাত যখন গভীর হয়ে আসে মুমিন বান্দার শরীর আরামের বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যেতে শুরু করে। মহান রবের সামনে একান্তে সময় কাটাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার মন। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেন—

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

> 'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের আপন রবকে ডাকে।' [সূরা সাজদা, আয়াত : ১৬।]

ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, এখানে কিয়ামুল লাইল, নিদ্রা পরিত্যাগ বা নরম বিছানা ছেড়ে উঠে বলা হচ্ছে।' *[তাফসিরে ইবনে কাসির]*

আবদুল হক আসবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায়—'আল্লাহর আজাবের ভয় ও নিয়ামতের প্রত্যাশায়। তারা বিছানায় স্থির থাকতে পারে না।' তাহাজ্জুত আদায়কারীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

'তারা রাতে কম ঘুমাত; শেষরাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।' [সূরা জারিয়াত, আয়াত ১৭-১৮।]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

'যে-ব্যক্তি রাতে সিজদাবনত হয়ে কিংবা দাঁড়িয়ে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে, পরকালের ভয় করে এবং আল্লাহর রহমতের তামান্না করে, সে কি তার সমান হবে যে এমনটি করে না? বলো যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বস্তুত বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।' [সূরা জুমার, আয়াত : ৯।]

প্রিয় ভাই! আয়াতে উল্লিখিত গুণ কিয়ামুল লাইল আদায়ের। পরকালের ভয় এবং আল্লাহর রহমতের তামান্না যার আছে সে কখনোই ওই ব্যক্তির সমান নয় যে রাতভর ঘুমিয়ে মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করে এবং পরকালের ভয় রহমতের প্রত্যাশা থেকে দূরে থাকে? ভেবে দেখুন আপনি কোন দলে থাকবেন?

সহিহ ও হাসান সনদে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামুল লাইলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন—

> «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قُربة إلى ربكم، ومكفِّر للسيئات، ومنهاة للآثام».
>
> 'তোমরা রাতের সালাত আঁকড়ে ধরো, কারণ এটা তোমাদের পূর্বের নেককার লোকদের অভ্যাস এবং তোমাদের রবের নৈকট্য দানকারী, গুনাহের কাফফারা ও পাপ মোচনকারী।'[২৩]

প্রিয় ভাই! আপনিও কিয়ামুল লাইলে অভ্যস্ত হয়ে উঠুন। আপনিও শামিল হোন নেককারদের দলে। সবাই নিদ্রায় বিভোর হয়ে আছে, আপনি নির্জনে আল্লাহর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। আপনার জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?

[২৩] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ৩৫৪৯।

দোয়ায় তাদেরও স্মরণ করি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা তাওবার ২০ এবং ২১ নং. আয়াতে বলেন—

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾

'যারা ঈমান আনে, হিজরত করে আর নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর কাছে তাদের জন্য বিরাট মর্যাদা রয়েছে, এরাই হলো সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন—তার দয়া ও সন্তুষ্টি আর জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী সুখ-সামগ্রী।' [সূরা তাওবা, আয়াত : ২০-২১।]

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজেদের জানমাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাঁদের জন্য আল্লাহ নিজেই বিরাট মর্যাদার ব্যবস্থা করে রেখেছেন; তাদের মর্যাদা দুনিয়ার কারো উপরে ন্যস্ত হয় নি, তাঁদের মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ শুধু মর্যাদা ঘোষণা-ই করেন নি, বরং তাদের কাজের ব্যাপারে প্রশংসামূলক সার্টিফিকেটও দিচ্ছেন এভাবে যে, 'আর এরাই হলো সফলকাম' আল্লাহর দৃষ্টিতে এই দলই সফলকাম।

একটু চিন্তা করুন, যে-দলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে, এরাই সফলকাম, সে-দলটি কেমন হতে পারে?

আমরা আরেকটু সময় নিয়ে চিন্তা করে দেখি, একটি বিশেষ দলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন **'এরাই সফলকাম'**।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যিনি জগতসমূহের মালিক, যিনি আসমানসমূহের মালিক, জান্নাতরাজি এবং জাহান্নামসমূহের মালিক, জিবরাইল, ইসরাফিল, মিকাইল আলাইহিমুস সালামের মালিক, ফেরেশতাকুলের মালিক, যারা শুধু মহান আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করতে থাকেন, সেই আল্লাহ তার নিজের পক্ষ থেকে এই দলটির ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছেন, আর এই দলটির ব্যাপারে তার দয়া ও সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!!

প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি! আল্লাহ তাআলা, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সেই আল্লাহ নিজ থেকে একটি দলের ব্যাপার বলছেন, 'তাদের জন্য রয়েছে বিরাট মর্যাদা, এরাই সফলকাম' তাদের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন দয়া এবং সন্তুষ্টির! তাঁদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা দিচ্ছেন। আচ্ছা বলুন তো দেখি, সে-দলটি কারা?? আল্লাহ তাআলা বলেন—

> ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾
> 'যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজের জানা-মাল দিয়ে জিহাদ করে....।' [সূরা আনফাল, আয়াত : ৭২।]

আপনাদের সামনে আজ একটি বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, যা প্রায়ই আমাদের অনেক কষ্ট দেয়, সেটি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে-দলটির ব্যাপারে এত প্রশংসা করলেন, এত বড় মর্যাদা নিজ থেকে দান করলেন, যে-দলটির জন্য তাঁর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের ওয়াদা ব্যক্ত করলেন, সে-দলটির প্রতি আজ আমাদের এত উদাসীনতা, অবহেলা, অসম্মান, গাদ্দারি, বেইমানি ও বেয়াদবি! আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন!!

বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মসজিদে জুমআর সালাত হয়, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ওয়াজ-মাহফিল হয়; কিন্তু সেগুলোর মধ্য থেকে কয়টি জুমআর সালাতে আর কয়টি ওয়াজ-মাহফিলে এই দলটির জন্য দোয়া করা হয়? তাদের প্রশংসা করা হয়? তাদের অনুপ্রেরণা দেয়া হয়?

এ-দলটি একদিকে যেমন নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে, নিজেদের রক্তকে বিক্রি করে দেয়, নিজেদের পরিবারকে কুরবানি করে দেয়, নিজের আরাম-আয়েশকে ছুড়ে ফেলে, নিজেদের ক্যারিয়ারকে লাথি মেরে, নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের একপাশে সরিয়ে রেখে, বাবা-মা, ভাই-বোন আর পরিবারের ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে যারা তাগুতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে, জালিমকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়, কাফির ও মুরতাদদের অহংকারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারীদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, ইসলামের দুশমনদের অন্তরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। আর সব কাজ শেষ করে, নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে নিজের দুর্বলতার কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে অশ্রু-সজল চোখে বিনয়াবনত হয়। এই দলটির ব্যাপারে আমাদের দোয়া কোথায়??

হে সম্মানিত ইমামগণ! ওয়াজ-মাহফিলের বক্তাগণ! এই দলটি কি আপনাদের দোয়ার যোগ্য নয়? আবারও বলি আল্লাহ যাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট, আপনারা কি এখনো তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না?! আল্লাহর কালাম যাদের সম্মানের সাক্ষ্য দেয়, আপনাদের জাবান কি তাদের সম্মানের সাক্ষ্য দিতে লজ্জা পায়?? আবারও বলি লাওহে-মাহফুজে যাদের সম্মানের কথা লেখা রয়েছে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম যাদের সম্মান আর সুসংবাদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নিয়ে এসেছেন তাঁদের সম্মানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে আপনারা লজ্জা বোধ করেন?!

আপনাদের দোয়ায় স্থান পায় মন্ত্রী-মিনিস্টার, ওয়ার্ড-কমিশনার, মসজিদ-কমিটির চেয়ারম্যান, এলাকার মাতব্বর বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন সেই ভাই, এসএসসি পরীক্ষার্থী, এমনকি মুজিব নামের একটি কঙ্কালও আপনাদের দোয়ায় স্থান পায়! অথচ এই দলটির ব্যাপারে আপনাদের দোয়া করতে আমরা দেখি না!

আপনারা এলাকার কমিশনারের প্রশংসা করেন, কারণ সে মসজিদে দশ হাজার টাকা দান করেছে; অথচ আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে আপনারা প্রশংসা করেন না। দশ হাজার টাকা আপনাদের মুগ্ধ করে; অথচ যিনি নিজের জীবনকে আল্লাহর রাহে বিক্রি করে দিলেন, তার এ-ত্যাগ আপনাকে মুগ্ধ করতে পারল না!

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মসজিদে 'এসি' দিলে তার জন্য তাকবির হয়; কিন্তু যিনি নিজের জীবনকে কুরবান করে দিলেন তাঁর জন্য দোয়া পর্যন্ত হয় না!

অমুক ডাক্তার সাহেব তার বাচ্চাকে কুরআন শেখাতে নিয়ে এসেছেন, আপনি প্রশংসা সহকারে তা বর্ণনা করেন; কিন্তু আল্লাহর এই কালামকে দুনিয়ার বুকে জিন্দা করার জন্য যিনি নিজের সন্তানের মুখের হাসিকে ঠেলে দিয়ে জিহাদের পথে বেরিয়ে যান তাঁর প্রশংসা করতে পারেন না!

দূরে কোনো সফরের আগে নিজে দরজায় গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ান, এরপর নিজের অবুঝ শিশুকে কোলে নিন, এরপর শিশুকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার সময় দেখেন—আপনার সে-সন্তান আপনার দিকে কীভাবে তাকায়? আর সন্তানের সে-দৃষ্টিকে তুচ্ছ করে, স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে যারা আল্লাহর কালামকে জিন্দা করার জন্য জমিন চষে বেড়ান, তাঁদের ত্যাগ আপনাকে মুগ্ধ করে না!
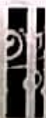
সে-ভাইয়ের ত্যাগ আপনাকে মুগ্ধ করে না যিনি স্ত্রীর কাছে গোপন করলেন যে, তিনি আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছেন, আর ফিরবেন কি-না জানা নেই, তার নেক স্ত্রীও স্বামীর কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টর জন্য গোপন করলেন যে, তিনি আসলে জানেন, তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বামী আসলে কোথায় যাচ্ছেন। স্বামী যাবার আগে কিছু ফেলে গেছেন এই ছল করে, একবার প্রিয়তমা স্ত্রীকে দেখতে চাইলেন আর স্ত্রী ধরা পড়ে গেলেন, কারণ স্বামী দেখলেন তার স্ত্রী চোখের পানি লুকানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু ধরা পড়ে গেছেন।

কখনো এই দৃশ্য দেখেছেন? কখনো কি এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে?

আর এই দৃশ্য আপনাকে মুগ্ধ করে না; এজন্য এই ঘটনার বর্ণনাও আপনি করেন না!

আসলে কি তাই? হাশরের দিনে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। কীভাবে আমাদের বিশ্বাস করাবেন যে, আল্লাহ যাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট আপনারা তাঁদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না?!

আল্লাহ যাদের কাজের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে প্রশংসা করেছেন, অথচ তাদের ব্যাপারে আপনারা দুনিয়ার কোনো মজলিসে প্রশংসা করতে পারছেন না! এটা কীভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট; অথচ আপনারা তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না; এমন কি তাদের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করছেন!

আপনারা কাকে ভয় পান?? গর্দানের সমস্ত শিরা-উপশিরা ছিড়ে, চিৎকার দিয়ে বলতে ইচ্ছা করে আপনারা কাকে ভয় পান?

কার ভয়ে আপনারা মুজাহিদদের ব্যাপারে দোয়া করেন না? কার ভয়ে আপনারা মুজাহিদদের ব্যাপারে প্রশংসা করেন না? কার ভয়ে আপনারা মুজাহিদিনের কাজের ব্যাপারে সাধারণ মুসলিমদেরকে অবহিত করেন না? কার ভয়ে আপনারা নিজেদেরকে মুজাহিদ ভাইদের থেকে আলাদা করে রাখতে চান? কার ভয়ে আপনারা জুমআর খুতবায় জিহাদের ফজিলত, মুজাহিদিনের শানদার ঘটনাগুলো তুলে ধরেন না? কার ভয়ে আপনারা গোপন করেন যে, শহিদের লাশ পঁচে না, কখনো কখনো শহিদের লাশ থেকে মেশকের সুগন্ধি বের হতে থাকে, কার ভয়ে এসব আপনাদের খুতবায় আসে না?

কেন? কেন আপনারা গোপন করলেন উম্মতের বোনদের বেইজ্জতি, বাগরাম, গোয়ান্তানামা-বে, আবু গারিবের অন্ধকার কারা-প্রকোষ্ঠ থেকে বোন আফিয়া সিদ্দিকি ও ফাতেমাদের আর্তচিৎকার? কেন আপনার গোপন করলেন??

আরাকান, কাশ্মীর, উইঘুর, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগান, সিরিয়া, ইয়েমেন, ভারতের উত্তর প্রদেশের মাজলুম মুসলমানরা কেন আপনার খুতবায় স্থান পেল না?

ওয়াল্লাহি! আল্লাহর সামনে আপনারা এর কী জবাব দেবেন?? আপনার রব কে? আপনার রিজিকদাতা কে?? আপনার নিরাপত্তাদাতা কে? আপনার নিরাপত্তা তুলে নেয়ার মালিক কে? আপনার সম্মানদাতা কে? আপনার সম্মান তুলে নেয়ার মালিক কে? আপনার পরিবারের যারা কবরে চলে গেছেন তাদের মালিক কে আর যারা কবরে যাবেন তাদের মালিক কে?

জাহানসমূহের মালিক কে? ইয়াওমুদ্দিন (কিয়ামত-দিবসের) মালিক কে? জান্নাতের মালিক কে? জাহান্নামের মালিক কে? জাহান্নামের ফেরেশতাদের মালিক কে? আপনি যাদের ভয় পাচ্ছেন তাদের মালিক কে? আল-জাব্বার

কে? আল-মুতাকাব্বির কে? আল-আজিজ কে? আল-কাহহার কে? সাদিদুল ইকাব কে? এর একটির জবাবও যদি আপনি আজ যাকে ভয় পাচ্ছেন সে না হয়, তবে ওয়াল্লাহি, সেদিনকে ভয় করুন যেদিন আল্লাহ হুংকার দিয়ে বলবেন, আজ তারা কোথায় যারা নিজেদের মালিক দাবি করত! আর তাদের সন্তানরাই-বা কোথায়?

সে-দিনকে ভয় করুন যে-দিন আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিয়ে বলবেন, 'লিমানিল মুলকুল ইয়াওম?' আজকের রাজত্ব কার?

উত্তর দেয়ার মতো কেউ থাকবে না; আল্লাহ নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর দেবেন 'লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার।' আজকের রাজত্ব পরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর।' [সূরা গাফির, আয়াত : ১৬।]

ভয় যদি করতেই হয়, সেই আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ; অথচ তাগুতকে ভয় পাচ্ছেন সেই দলের ব্যাপারে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾

'আর যারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে।' [সূরা তাওবা, আয়াত : ৭২।]

কিংবা যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন—
'আল্লাহ তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের।'

একজন মুজাহিদ ভাইয়ের অন্তর ফেড়ে দেখেন, দুনিয়াতে উনি খুব বেশি চান—একজন আলেম উনার জন্য আল্লাহর কাছে দু-হাত তুলে দোয়া করুক; একজন আলেম তার কাজের শারয়ি সত্যতা আর সার্থকতাকে সবার সামনে তুলে ধরুক, তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করুক।

ওয়াল্লাহি! আল্লাহর পথের সৈনিকদের অন্তর আলেমদের দোয়ার জন্য কাঁদে, তাদের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য তারা অপেক্ষায় থাকে।

আমার কষ্ট লাগে যখন দেখি আল্লাহর এই সৈনিকদের ব্যাপারে কোনো দোয়া হয় না, তাদেরকে অবহেলা করা হয়, আর তাদের সত্যতাকে ইচ্ছেকৃতভাবে গোপন করা হয়, এমনকি বিকৃত করা হয়। ইয়া আল্লাহ!

প্রিয় ভাইয়েরা, এই দলটির ব্যাপারে কথা বলেন, এই দলটির ব্যাপারে গর্ব করেন, তাঁদের জন্য দোয়া করেন, সবাইকে তাদের কথা বলেন, নিজের সামর্থনুযায়ী তাদের কাজের সত্যতা বর্ণনা করেন। নিজেদের স্ত্রীদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন, নিজেদের সন্তানদেরকে তাদের আদর্শে গড়ে তোলেন, তাঁদের প্রতি আপনার ভালোবাসাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝার ও আমল করার তাওফিক দিন। আমিন; ইয়া রাব্বাল আলামিন!

আপনি কখন আল্লাহর সবচেয়ে কাছে থাকেন?

বান্দার ইবাদতের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ হলো সিজদা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভালোবাসা ও মহব্বত নিয়ে বান্দা যখন আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, বান্দার দাসত্ব-গোলামির সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রিয় ভাই! আপনি কি জানেন, আমরা কখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সবচাইতে কাছে থাকি?

সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

'বান্দা আল্লাহর সবচাইতে নিকটবর্তী হয় যখন সিজদায় থাকে।'[২৪]

প্রিয় ভাই! আমরা কি চাই না আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একান্ত সান্নিধ্যে সময় কাটাতে? মহান রবের একেবারে কাছে কিছু প্রশান্তিময় সময় কাটাতে? সিজদা একজন মুমিনের জন্য কত বড় নিয়ামত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পৃথিবীতে বান্দার জন্য সিজদার চেয়ে বড় উপহার আর কী হতে পারে? তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সময় ধরে সিজদায় পড়ে থাকতেন। প্রিয় রবের সান্নিধ্যে মধুর সময় অতিবাহিত করতেন। সহিহুল বুখারিতে এসেছে, উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন—

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম ১১ রাকাত নামাজ পড়তেন; নামাজগুলোতে তিনি এত এত দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, নিজের মাথা উঠার আগেই তোমরা ৫০ আয়াত পর্যন্ত পড়তে পারবে।'[২৫]

---

[২৪] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ৪২৮।

[২৫] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ১১২৩।

প্রিয় ভাই ও বোন! সিজদার মতো এত মূল্যবান ইবাদতের কদর কি আমরা করি? মনে করে দেখুন তো শেষবার কবে আল্লাহর ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মনভরে সিজদা করেছেন? জমিনের ওপর মাথা রেখে কবে প্রাণভরে রহমানুর রহিমের সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন? আস্তাগফিরুল্লাহ! আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। কত অবহেলায় আমরা সিজদা করি! সিজদার সময়টুকু আমরা কত অমনোযোগী অবস্থায় কাটাই! কত তাড়াতাড়ি আমরা সিজদা থেকে মাথা তুলে ফেলি; অথচ সিজদার সময়টুকুতেই আমরা মহান রবের সবচাইতে কাছে থাকি।

প্রিয় ভাইয়েরা! সিজদার মোবারক মুহূর্ত থেকে বেশি বেশি উপকৃত হোন। আল্লাহর সামনে থেকে নিয়ামত ও বরকত হাসিল করুন। কিয়ামুল লাইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে থাকুন। আপনার হৃদয়ের কথাগুলো আল্লাহকে বলুন। আপনার চাওয়াগুলো প্রাণ খুলে আল্লাহকে বলুন। সিজদায় গিয়ে কাঁদুন; আপনার গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিন; আপনার মনের না-বলা-ব্যথাগুলো হাল্কা করুন। যখনই আল্লাহর কোনো নিয়ামত লাভ করেন প্রাণ-মনভরে সিজদায়ে শুকর আদায় করুন।

আবদুর রহমান বিন আউফ [রাদি.] বলেন, একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হলেন; আমিও তার পিছুপিছু চললাম। হাঁটতে হাঁটতে একটা খেজুর-বাগানে প্রবেশ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তিনি সিজদাকে এত বেশি দীর্ঘ বললেন যে, আমার ভয় হচ্ছিল আল্লাহ তাআলা তাকে ওফাত দিয়ে দিলেন না-কি। আমি তার অবস্থা দেখে কাছে আসলাম। তিনি মাথা তুলে আমাকে বললেন, কী হলো তোমার আবদুর রহমান? আমি তাকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। জিবরিল আলাইহিস সালাম আমাকে বলেন, আমি কি আপনাকে সুসংবাদ দেব না?

আল্লাহ তাআলা আপনাকে বলেছেন, যে-ব্যক্তি আপনার ওপর দরুদ পাঠ করবে, আমি আল্লাহ তার ওপর রহম করব। আর যে আপনার প্রতি সালাম পেশ করবে আমি তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করব।'[২৬]

সুখে-দুখে বিপদে-আপদে যখনই আপনি আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে চান, আপনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান। সিজদায় দীর্ঘ সময় দয়াময় আল্লাহর সাহচর্যে কাটান। প্রতিদিন সালাতের সময় সিজদার সময়টুকু বিশেষভাবে কদর করুন। কারণ এই সময় আপনি আল্লাহর সবচাইতে নিকটবর্তী অবস্থান করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দিন; আমিন।

[২৬] *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ*, হাদিস : ১৬৬২।

দীনের তরে মহীয়ান সাহাবি : মুসআব ইবনে উমায়ের রাদি.

মক্কার প্রখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুসআব ইবনে উমায়ের। সমগ্র আরব অঞ্চলে যেসকল পরিবার সম্পদ ও বিত্তের দিক থেকে ছিল শীর্ষে, মুসআবের পরিবার ছিল তাদেরই অন্যতম। বিপুল প্রাচুর্য আর বিলাসিতার মধ্য দিয়ে তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল। তিনি ছিলেন ধনী বাবা-মার একমাত্র সন্তান। ভীষণ আদর আর যত্নে তারা তাদের সন্তানকে বড় করছিলেন। আরব অঞ্চলের সকলের চেয়ে দামি জামা তিনি পরতেন। সে-সময়কার সবচেয়ে স্টাইলিশ জুতা থাকত তাঁর পায়ে। তখনকার যুগে ইয়ামেনি জুতা ছিল সারা বিশ্বে বিখ্যাত। আর মুসআবের পায়ে থাকত ইয়ামেনি জুতার মধ্যেও সবচেয়ে দামি জোড়াটি। মোটকথা তৎকালীন আরবে যত ধরনের দামি চমকপ্রদ পোশাক ও উৎকৃষ্ট খুশবু পাওয়া যেত সবই তিনি ব্যবহার করতেন। রাসুলুল্লাহ'র [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সামনে কোনোভাবে তার প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলতেন, 'মক্কায় মুসআবের চেয়ে সুদর্শন এবং উৎকৃষ্ট পোশাকধারী আর কেউ ছিল না।' ঐতিহাসিকরা বলেছেন, 'তিনি ছিলেন মক্কার সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি ব্যবহারকারী।'

তিনি দেখতে ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও সুপুরুষ। শুধু ফ্যাশন এবং সৌন্দর্যের জন্য নয়, বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার জন্যও তিনি ছিলেন তৎকালীন কুরাইশ-সমাজের মধ্যে বিখ্যাত একজন। তাঁর এ-সকল গুণের জন্য তিনি মক্কার মানুষদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং অবিবাহিত পুরুষদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম পছন্দের তালিকায়। বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও সমাবেশে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল। আর সেজন্যেই তিনি ছিলেন এমন একটি অবস্থানে, যিনি মক্কার মানুষ এবং কুরাইশদের পরিকল্পনা এবং মনোভাব সম্বন্ধে অবগত।

একদিন হঠাৎ মক্কার মানুষদের মধ্যে একটি বিস্ময়কর খবর রটে গেল যে, মুহাম্মাদ নামের একজন বিশ্বস্ত কুরাইশ, যিনি আল-আমিন বা বিশ্বাসী হিসাবে সবার কাছে পরিচিত, নিজেকে আল্লাহর নবী বলছে এবং এ-কথাও বলছে যে, তাঁকে দীনে হক বা সত্য দীনসহ সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছে। তিনি কুরাইশদের ডেকে বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রব নেই; সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নিলে সবার জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে এবং যারা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মেনে নিয়ে অন্য সবকিছুর দাসত্ব ও আনুগত্য ত্যাগ করবে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার। মক্কার সমস্ত মানুষের উত্তপ্ত আলোচনার বিষয়ে পরিণত হলো, মুহাম্মাদের এ-অদ্ভুত দাবির খবর। কুরাইশদের মধ্যে দায়িত্বশীলরা জরুরি পরামর্শসভায় বসে এর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করল। যখন তারা দেখল, মুখে বলে এবং বিদ্রুপ করে এর কোনো বিহিত হচ্ছে না, তখন তারা অত্যাচার এবং প্রতিরোধের পথ বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

নতুন এই মতবাদ মুসআবের কানেও এসেছিল। তিনি বিষয়টি নিয়ে তলিয়ে দেখবেন বলে ভাবলেন। ইতঃমধ্যেই তিনি খবর পেলেন, মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গীরা কুরাইশদের অত্যাচার থেকে বেঁচে আলোচনা করার জন্য মক্কার উপকণ্ঠে আরকাম নামের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর বাড়িতে মিলিত হচ্ছেন। এই হলো সেই বিখ্যাত দারুল আরকাম বা আরকামের গৃহ, যেখান থেকে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] গোপনে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং মিলিত হচ্ছিলেন তাঁর সাহাবিদের সাথে। কৌতুহলী মুসআব তাঁর কৌতুহল মেটাবার জন্য এ-বাড়িটিতে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

মক্কার আকাশ হতে সূর্য বিদায় নিয়েছে, রাতের অন্ধকার গ্রাস করে নিয়েছে দিনের আলো। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কুরাইশদের রুদ্ররোষ থেকে বাঁচার জন্য মুসআব অত্যন্ত গোপনে চললেন দারুল

আরকামের দিকে। উদ্দেশ্য—মুহাম্মাদ ও তাঁর সত্য দীনের অনুসারী ও অনুসন্ধ্যানীরা কী করে তা স্বচক্ষে দেখা। ধীর পায়ে, বুকে অজানা এক শঙ্কা নিয়ে মুসআব পৌঁছে গেলেন সেখানে।

মুসআব এমন এক বরকতময় সন্ধ্যায় সেখানে উপস্থিত হলেন যে, তিনি দারুল আরকামে উপস্থিত হতে না হতেই রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর ওপর নতুন ওহি নাজিল হলো। তিনি দেখলেন, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সেই ওহিখানা তিলাওয়াত করে উপস্থিত সকলকে শুনালেন। উপস্থিত সকল শ্রোতার অন্তরে যেন সেই ওহির মর্মবাণী তৎক্ষণাৎ পৌঁছে গেল। সুবহানাল্লাহ! কী বরকতময় বৈঠক ছিল সেটি! যেখানে লোকজন স্বয়ং আল্লাহর রাসুলের মোবারক জবান হতে আল্লাহর নাজিলকৃত ওহির তিলাওয়াত শুনছে। এমন বরকতময় বৈঠকের শ্রোতা হতে পেরে মুসআব নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেই পারেন। তিলাওয়াতকৃত কুরআনের বাণীর সুতীব্র আকর্ষণ মুসআবের দেহ-মন-প্রাণকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করল। মহাসত্য গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। জাহিলিয়াতের নিকষ কালো অন্ধকারের মাঝে তিনি দীনে হকের স্পষ্ট ও তীব্র আলোর ঝলকানি দেখতে পেলেন। সুস্পষ্ট হকের সন্ধান পেয়ে মুহূর্তেই তিনি হয়ে গেলেন এক পবিত্র বিশ্বাসী অন্তরের অধিকারী।

ইতঃমধ্যে মুসআব রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সামনে এসে পড়েছেন। তিনি মুসআবকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর একটি বরকতময় পবিত্র হাত মুসআবের বুকের ওপর রাখলেন। মুসআব যেন দারুণ এক প্রশান্তিতে বিভোর হয়ে পড়লেন। মুসআবের অন্তর ভীষণ উত্তেজনায় আপ্লুত হলো। এক গভীর অনুভূতি আর জান্নাতি আবেশে তাঁর হৃদয় ছেয়ে গেল। যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তার আবেশে তিনি আবিষ্ট ছিলেন। কুরআনের বাণী তাঁর মনে ভীষণভাবে দাগ কেটেছিল।

রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি ঈমান ও ইসলামের ঘোষণা দিলেন। আল্লাহর রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মুসআবের জন্য দোয়া করলেন। এ-ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যে-দোয়ার বরকতে মক্কার ধনীর দুলাল বয়সের তুলনায় আরও অধিক হিকমাহ ও প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে গেল।

যার প্রমাণ হিসেবে আমরা তাঁর জীবনের পরবর্তী অংশে দেখতে পাই ঈমানের পরীক্ষায় তিনি এতটাই দৃঢ় ও অটল ছিলেন যে, শত অন্যায়-জুলুমও তাকে ঈমান ও ইসলামের পথ থেকে ক্ষণিকের জন্যও বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি। মূলত একজন মানুষ যখন আল্লাহকেই একমাত্র রব-সার্বভৌম মালিক মেনে ঈমান আনে তখন তার জীবনে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা আসতে বাধ্য। কারণ একজন মানুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টিই করেছেন একমাত্র তাঁর দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা করার জন্য। কিন্তু এ-জন্য তিনি মানুষকে বাধ্য না করে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা করে দেখতে চান এই স্বাধীনতা পেয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় কি-না? ঈমান ও ইসলাম ত্যাগ করে শিরক ও কুফর গ্রহণ করে কি-না? আমরা মুসআবের ক্ষেত্রে দেখতে পাই আল্লাহর পক্ষ হতে তার জীবনে বিভিন্নভাবে ঈমানের চরম পরীক্ষা এসেছে—কখনো সম্পদের ভয়-ভীতির মাধ্যমে, কখনো আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে, কখনো যুদ্ধে ও ময়দানে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে—মুসআবের প্রখর মেধা, আন্তরিক ব্যবহার এবং একাগ্রতা এমনভাবে ইসলামের জন্য নিবেদিত হয়েছিল যা মানব-ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছিল।

ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসআবের অন্তরে পূর্বের জীবনের সকল দেব-দেবীর সম্পর্কে এক প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ তৈরি হয়েছিল। কুরাইশদের

সকল প্রকার বিরোধিতার ভয় তাঁর অন্তর হতে মুছে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের ফলে মক্কার সমস্ত জায়গা থেকে তিনি পদচ্যুত হবেন, অন্যান্য মুসলিমদের মতো কঠিন অত্যাচার নেমে আসবে তাঁর ওপর—এ-চিন্তাও তাঁর মনে কোনো প্রভাব ফেলে নি।

মোটকথা, পৃথিবীর সবকিছুর ভয় তার অন্তর হতে দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর মাকে নিয়ে মুসআবের ভয় কোনোভাবেই দূর হচ্ছিল না। কারণ তাঁর মা খুনাইস বিনতে মালিক ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, সম্ভ্রান্ত বংশীয় আরব মহিলা। তিনি ছিলেন নির্ভীক এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী। এছাড়াও নিজ বাতিল দীনের প্রতি দৃঢ় অবস্থানের কারণে ছেলের এ-দীন পরিবর্তনের বিষয়টি তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। কিন্তু মা-কে প্রতিপক্ষ হিসাবে নেয়ার ব্যাপারটা তিনি সহজ মনে করলেন না। মুসআব দ্রুত চিন্তা করলেন। তিনি তাই মনে মনে সংকল্প করলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফায়সালা না আসা পর্যন্ত, অর্থাৎ যতদিন না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর এ-ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রকাশ না করে দেন ততদিন পর্যন্ত তিনি নিজ থেকে মায়ের নিকট ইসলাম গ্রহণের এ-খবর গোপন রাখবেন।

রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সান্নিধ্যে থেকে তিনি দীন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান আহরণের জন্য দারুল আরকামে তার নিয়মিত গোপন যাতায়াত আগের মতোই অব্যাহত রাখলেন। ঘরে ফিরে এসে তিনি থাকতেন আগের মতোই; যার ফলে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর মা জানতে পারলেন না। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এ-অবস্থা বেশি দিন চলল না। কারণ সে-সময়টা মক্কায় এমন ছিল, যখন কোনো খবর মক্কাবাসীদের কাছ থেকে বেশি দিন গোপন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কুরাইশদের চোখ আর কান যেন মক্কার অলিতে গলিতে লাগানো ছিল। মক্কার মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজ করত একদল শক্তিশালী গোয়েন্দাবাহিনী।

ইতঃমধ্যে দারুল আরকামে মুসআবের নিভৃত যাতায়াত উসমান ইবনে তালহা নামের এমনই একজন গোয়েন্দার নজরে পড়ে গিয়েছিল। সেই থেকে উসমান ইবনে তালহা মুসআবকে অনুসরণ করতে শুরু করেন এবং একদিন তিনি লক্ষ্য করেন যে, মুহাম্মাদের অন্য সকল অনুসারীর মাঝে মুসআবও দারুল আরকামে বসে তার ওহিভিত্তিক আলোচনা শুনছে। অতঃপর আরেকদিন উসমান ইবনে তালহা দেখতে পেল যে, মুসআব ঠিক সেভাবেই প্রার্থনা (সালাত) করছেন যেভাবে মুহাম্মাদ করে থাকেন। তার নিকট এ-ছিল মুসআবের ইসলাম গ্রহণ করার সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সুতরাং মুসআব যে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে-সম্পর্কে তার মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইল না। মরুঝড় যেভাবে প্রচণ্ডগতিতে বয়ে যায়, মুসআবের ইসলাম গ্রহণের খবর তেমনই মুহূর্তের মধ্যে মক্কার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিলো উসমান ইবনে তালহা।

সবার মুখে মুখে আলোচিত বিষয় তখন একটিই—মক্কার ধনীর দুলাল মুসআব মুহাম্মাদের দাওয়াত কবুল করেছে; অর্থাৎ মুহাম্মাদের প্রচারকৃত সত্য দীন-আল ইসলাম গ্রহণ করেছে। মুসআব যে-বিষয়টিকে এতদিন চেপে রেখেছিলেন মায়ের ভয়ে, তা অবশেষে এক কান, দু-কান করে তাঁর মায়ের কান অবধি পৌঁছে গেল। তিনি একে আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নিয়ে মায়ের সম্মুখে দাঁড়ানোর জন্য আল্লাহ পাকের সাহায্য কামনা করে মানসিকভাবে তৈরি হয়েই রইলেন। তার মা এ-সংবাদ শুনামাত্রই কুরাইশসহ মক্কার সকল গোত্রের নেতৃবৃন্দকে ডেকে পাঠালেন তার বাড়িতে। উদ্দেশ্য মুসআবের দীন পরিবর্তনের বিষয়ে বিচার-ফায়সালা করা।

মক্কার কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ মুসআবের খোঁজে বের হলো। এক সময় তারা সকলে তাঁর বাড়িতে এসে জমায়েত হলো। তারা জানতে চাইল মুসআবের ইসলাম গ্রহণের খবর আদৌ সত্য কিনা এবং কেন সে এমন সমাজবিরোধী সিদ্ধান্ত নিল। মুসআব ধীরে ধীরে এদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আল্লাহ পাক মুসআবকে দৃঢ়তা দান করলেন, তাঁর অন্তর হতে সকল প্রকার ভয়-ভীতি দূর করে দিলেন। ফলে এই চরম সংকট মুহূর্তেও সত্য প্রকাশে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁর অন্তরে স্থান পেল না; কারণ যারাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে একমাত্র রব মেনে 'রব্বুনাল্লাহু' ঘোষণা দিয়েছে এবং এ-ঘোষণার ওপর দৃঢ় থেকেছে তাদের তো আসলে কোনো ভয়-ভীতি-সংকোচ থাকতে পারে না। ঈমানদার ব্যক্তি কখনোই এহেন পরিস্থিতিতে নিঃসঙ্গতা বোধ করে না; কারণ সে সর্বক্ষণই তাঁর অন্তরে চারপাশের সাহায্যকারী ফিরিশতাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। তাই তিনি বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ না করে প্রশান্ত-চিত্তে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, আপনারা যা শুনেছেন তা সত্য; হ্যাঁ, আমি ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি কেন ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাও ব্যাখ্যা করলেন। অতঃপর স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আল্লাহই আমাদের একমাত্র রব; সার্বভৌমত্ব, আইন-বিধান ও কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক রব্বুনাল্লাহু। মুসআবের মা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ছেলের কথা শুনছিলেন আর চিন্তা করছিলেন, যে-সন্তানকে এতদিন তিনি এত আদর-যত্ন, বিত্ত-বৈভব দিয়ে বড় করেছেন, যে-মুসআব তাঁর জীবনের সবকিছু, আজ সে এসব কী বলছে? মা-সহ সমাজপতিদের সম্মুখে সত্য প্রকাশের এমন সুযোগ আর জীবনে নাও আসতে পারে, তাই তিনি বলেই চললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নেই কোনো ইলাহ-দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু'। এরপর তিনি কুরআন থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন, যে-আয়াতগুলো কাফিরদের হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়েছিল এবং যে-আয়াত শুনে চিরকালই মুমিনদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে।

যারা সেখানে এসেছিল, মুসআবের কথা শুনে তাদের কারো কারো হৃদয় শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সত্যের প্রতি আবেগে আপ্লুত হলো, যদিও তারা সংখ্যায় ছিল স্বল্প। কিন্তু মুসআবের এহেন কথা তার মা আর সহ্য করতে পারলেন না, পাগলপ্রায় হয়ে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাতে তার কণ্ঠকে জীবনের তরে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন তিনি; কিন্তু সন্তানের প্রতি প্রবল ভালোবাসা তাঁকে তা করা থেকে বিরত রাখল, যদিও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করলেন—ছেলের এমন কাজের একটা উপযুক্ত শাস্তি তিনি দেবেন। আর তার এ-প্রতিশ্রুতি মুসআবের জন্য ভয়াবহ পরিণাম নিয়ে এলো। তিনি মুসআবকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেন ঘরের এক কোণে এবং তাকে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন আর দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন। গৃহবন্দি হলেন মুসআব ইবনে উমায়ের।

আল্লাহকে একমাত্র রব মেনে নিয়ে ঈমান আনার কারণে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসুল মেনে তাঁর আনুগত্য করার কারণে মুসআব ইবনে উমায়ের আজ গৃহবন্দি। মক্কার যে-সমাজ তাদের প্রতিটি বৈঠকে মুসআবের সরব উপস্থিতির আকাঙ্ক্ষী ছিলো, যার উপস্থিতির কারণে তাদের অনুষ্ঠান প্রাণ ফিরে পেত, যে ছিলো তাদের আদরের দুলাল সেই সমাজের লোকদের হাতেই আজ মুসআব বন্দি!

তাঁর মা ঘর পাহারা দেবার জন্য চতুর এবং শক্তিশালী কয়েকজন লোককে নিয়োগ করলেন। তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দেয়া হলো যাতে মুসআব আর কোনোভাবেই মুহাম্মাদের সাথে কোনো যোগাযোগ না রাখতে পারে এবং নতুন বিশ্বাস সম্বন্ধে আর কোনো কিছু জানতে না পারে। দীর্ঘদিন ধরে মুসআব এদের তীক্ষ্ণ পাহারায় বন্দি থাকলেন। কিন্তু আল্লাহর প্রতি মুসআবের ঈমান এতটাই দৃঢ় ছিল যে, তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তার অন্তরের অবস্থা জানেন। সুতরাং খুব বেশি দিন এ-বন্দি জীবন-যাপন করতে হবে না। এরপরও

রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এবং অন্যান্য মুসলিমদের খবর জানার জন্য তার হৃদয় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। যেভাবেই হোক তার এ-খবর জোগাড় করতেই হবে। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় পাহারাদার বাহিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তাঁর কাছে খবর পৌঁছালো যে, অমানুষিক অত্যাচার মুসলিমদের জর্জরিত করে ফেলছে এবং অত্যন্ত গোপনে একদল মুসলিম এ-অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর নির্দেশে আবিসিনিয়ার (বর্তমানের ইথিওপিয়ার) দিকে পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুসআব সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এ-বন্দিদশা থেকে পালিয়ে মুসলিমদের সে-দলটির সাথে আবিসিনিয়া চলে যাবেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন। মন তাঁর পড়ে আছে মুসলিম-ইতিহাসে প্রথম হিজরতকারী দলটির কাছে। অবশেষে একদিন আল্লাহর ইচ্ছায় সুযোগ এলো। দীর্ঘদিন বেঁধে রাখার পর একদিন তাঁর মা পাহারাদারদের বললেন কিছু সময়ের জন্য বাঁধন খুলে দিতে। কিছু সময় পর তাদের অমনোযোগিতার সুযোগে অত্যন্ত সন্তর্পণে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। আর দেরি করলেন না। দ্রুত তিনি মিলিত হলেন মুসলিমদলটির সাথে। মিলিত হয়েই দেখা মিলল রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সাথে। কতদিন! কতদিন পর আবার সে-দীনের রাহবারের সাথে দেখা হওয়া, যাকে তিনি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবেসে ফেলেছেন। আনন্দে আর আবেগে তিনি শিশু বাচ্চার ন্যায় কাঁদছেন। হাতে সময় ছিল খুব কম। আল্লাহর জন্য পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করে হিজরতের জন্য প্রস্তুত একদল মুসলিমের সাথে তিনি চললেন লোহিত সাগরের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করছিল নৌযান। দলটি আল্লাহর নাম নিয়ে চড়ে বসল সেটিতে। নাবিক দ্রুত পাল তুলল। পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়া সে-দলটির সঙ্গী হয়ে মুসআব ভেসে চললেন লোহিত সাগরের বুক চিড়ে আবিসিনিয়ার পথে।

উত্তাল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে দীর্ঘদিনের পথ পেরিয়ে এ-দলটি একদিন পৌঁছে গেল আবিসিনিয়ায়। সেখানকার খৃস্টান বাদশাহ নাজাশি ছিলেন খুব সহানুভূতিশীল মানুষ। তিনি মুসলিমদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন এবং নির্বিঘ্নে ইবাদত করার সুযোগ দিলেন। 'নিজ জন্মভূমি ছেড়ে আসা' দলটি আল্লাহর জন্য অপরিচিত প্রবাসে শান্তিতেই দিন কাটাতে লাগল। তবে এত কিছুর পরও তাদের অন্তরটা মক্কায় ফেরার জন্য হু হু করে উঠত। তাদের এ-আকুলতার কারণ ধন-সম্পদ এবং ভিটেমাটির জন্য ছিল না, বরং তা ছিল প্রাণপ্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর জন্য। রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর আদেশে তারা দেশ ত্যাগ করেছিলেন, তবে সবাই উদ্গ্রীব ছিলেন তাঁর কাছে ফিরে যাবার জন্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহচর্যের জন্য।

একদিন সে-দলটির কাছে একটি খবর পৌঁছাল যে, মক্কার সকল মানুষ মুহাম্মাদের নতুন দাওয়াতকে গ্রহণ করেছে এবং দাওয়াত কবুলকারী বিশ্বাসীরা (ঈমানদাররা) সেখানে নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদত করতে পারছে। এ-খবর শুনেই মুসআব রওয়ানা হলেন মক্কার পথে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মুসআব যখন মক্কায় পৌঁছলেন, গিয়ে শুনলেন, পাওয়া-খবর পুরোপুরি মিথ্যা, বরং কুরাইশ-বাহিনীর আত্যাচার ও নির্যাতন আরো বেড়েছে। আবার তিনি ফিরে গেলেন আবিসিনিয়ায়। মুসলিমদলকে তিনি সতর্ক করে মক্কায় ফিরে আসা ঠেকালেন এবং ধৈর্য ধরে অপেক্ষাই শ্রেয় মনে করে আবিসিনিয়ায় আগের মতোই দিন কাটাতে লাগলেন।

এদিকে মুসআবের মা খুনাইস ছেলের জন্য শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন। তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন তাঁর ছেলেকে, যদিও ছেলের নতুন ধর্মবিশ্বাস ছিল তাঁর জন্য সহ্যাতীত। ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়ছিলেন। তিনি জানতেন মুসআবও তাঁকে ভীষণ ভালোবাসে এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল মুসআব একদিন তার ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবেই।

আবিসিনিয়া থেকে মুসআব আবার একদিন মক্কায় ফিরে এলেন। মুসআব ফিরে এসেছেন মক্কায়। তিনি মক্কার পথে হেঁটে চলেছেন আর লোকজন কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে নতুন মুসআবকে দেখছে। এতে তিনি নিজেও কিছুটা পুলকিত হচ্ছেন এই ভেবে যে, লোকজন দেখুক, যে-মুসআব একসময় জাহিলয়াতের চরম ভোগ-বিলাসে জীবন কাটিয়েছে সে-মুসআব এ-নয়; এতো দীন-ইসলামের এক নগণ্য খাদিম, যার একমাত্র আদর্শ হলেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর চাওয়া হচ্ছে বিশ্বজাহানের একমাত্র রব মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি।

তার মা খুনাইসও খবর পেলেন ছেলে ফিরে এসেছে। দীর্ঘদিন পর মা আর ছেলের দেখা হলো। দু-জনেই আবেগাপ্লুত ছিলেন। খুনাইস আশা করেছিলেন, ছেলে মুহাম্মাদের প্রচার-করা অদ্ভুত বিশ্বাস ত্যাগ করে ফিরে এসেছে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি বুঝলেন, তাঁর এই ধারণা ভুল। ক্রোধে তিনি ফেটে পড়লেন। মুসআবকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তিনি শেষ চেষ্টা করবেন বলে স্থির করলেন এবং এটা কোনো সহজ কায়দায় ছিল না, তিনি ছেলেকে আবার বন্দি করে বেঁধে ফেলার জন্য ভৃত্যদের ডেকে আদেশ করলেন। মুসআব মায়ের সকল অত্যাচার কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই মেনে নিয়েছিলেন সবসময়। কিন্তু এবার তিনি মাকে শপথ করে বললেন, কেউ যদি তাকে বন্দি করার চেষ্টা করে তাহলে তাদের সবাইকে তিনি হত্যা করবেন। খুনাইস জানতেন তাঁর ছেলে কখনো অনর্থক কথা বলে না। তার ওপর তার ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তাও তাঁকে অবাক করেছিল।

মা আর সন্তানের বিচ্ছেদ ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল, যদিও দু-জন দু-জনকে প্রচণ্ড ভালোবাসত। মা-পুত্র দু-জনই এহেন পরিণতি মেনে নিতে পারছিলেন না, কিন্তু এর মাধ্যমে ঈমানের ওপর মুসআবের এবং কুফরের ওপর খুনাইসের অটল দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। খুনাইস মুসআবের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুসআব পরিবারের বিশাল ঐশ্বর্য আর বিত্তের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত

হলো। দু-জনের শেষ কথোপকথনে খুনাইস বললেন, 'যে-পথে তুমি পা বাড়িয়েছো, তুমি সে-পথেই চলে যাও। তবে জেনে রেখো, আজ থেকে আমি আর তোমার মা নই।'

ইসলামের ইতিহাসে আরেক সংকটময় ঈমানি পরীক্ষার মুখোমুখী মা ও ছেলে : কুফরের ওপর অটল মা আর ঈমানের ওপর অটল ছেলে। কী করা উচিত মুসআবের? একদিকে মায়ের আদর-স্নেহ-ভালোবাসা-অভিমান, অপরদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য। মুসআব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পড়লেন উভয় সংকটে। তিনি কি তার মায়ের ভালোবাসা, অভিমানকে গুরুত্ব দেবেন, না আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যকে সর্বোচ্চে স্থান দেবেন?

আমাদের সমাজে আমরা অনেক মুসলিম-নামধারী পরিবার দেখতে পাই যারা দীন-ইসলাম সম্পর্কে অতটা সচেতন নন, শ্রদ্ধাশীল নন। মূলত তারা ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হোন নি; জন্মসূত্রে মুসলিম দাবিদার তাই দীন সম্পর্কে মৌলিক কোনো ধারণাই রাখেন না। আর এরকম বাবা-মা তাদের সন্তানকে সত্য দীন-ইসলামের দাওয়াতের রাস্তা থেকে সরাতে গিয়ে এই বলে বিভ্রান্ত করে যে, আল্লাহ কি সন্তানকে মা-বাবার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধানের নির্দেশ দেন নি? আল্লাহ তো বাবা-মায়ের কথা মানতে বলেছেন; সুতরাং তুমি কেন এগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু ইসলামের দাওয়াতকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ?

কথা সত্য, কারণ আল্লাহ সূরা বনি ইসরাইলে [২৩নং. আয়াতে] বলেছেন, 'তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বলো তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা।' [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৩।]

অথচ এসব বাবা-মা হয়তো জানেনেই না যে, সূরা আনকাবুতে [৮নং. আয়াতে] আল্লাহ এও বলেছেন, 'আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে।' [সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৮।]

স্বীয় নফসের সাথে অনেক বোঝাপড়ার পর মুসআব আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে অন্তরকে রুজু করে উঠে দাঁড়ালেন। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে মা-র খুব কাছে গিয়ে বসলেন।

'মা, আপনাকে আমি জানি আর আমি ভালোবাসি আপনাকে। আমি আপনাকে 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু' [নেই কোনো ইলাহ-দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল]-এ-সাক্ষ্য দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

'আকাশের ছুটন্ত তারকার শপথ! আমার অন্তর, চিন্তাশক্তি যদি লোপও পেয়ে যায় তবুও আমি তোমার এ-দীন গ্রহণ করব না।'

মুসআব ঘর ছাড়লেন। পেছনে ফেলে এলেন বিপুল ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার জীবন। আরব্য অঞ্চলের যে-ই তাঁর এ-অবস্থার কথা শুনত, ভীষণ অবাক হয়ে ভাবত 'এও কীভাবে সম্ভব!?'

দীনের কারণে মুসআব আজ গৃহহারা, মা থেকেও নেই। একবেলা খান তো আরেক বেলা উপোশ থাকেন। দীনের মহাব্বতে পেটের ক্ষুধা অন্তরে চলে এসেছে, কিন্তু অন্তর তো সর্বক্ষণই রবের সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ,

তাই ক্ষুধা ও দরিদ্রতার কষ্ট তাকে গ্রাস করতে পারে নি। বাড়ি-ঘরছাড়া মুসআব ঘুরে বেড়ান মদিনার পথে পথে। অনাহারে অর্ধাহারে অপুষ্টিতে তার গায়ের চামড়া এমনভাবে উঠে গিয়েছিল যেমন সাপ তার খোলস পরিবর্তন করে।

মুসআব এবার সমস্ত পিছুটান, বন্ধন মুক্ত। তিনি এবার সমস্ত চিন্তা, চেতনা ও মেধা ইসলামের জন্য নিবেদন করলেন। অসম্ভব মেধাবী এ-ছেলেটি ইসলামের জ্ঞানে ধীরে ধীরে নিজেকে পরিপূর্ণ বিকশিত করতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মুসআবকে অত্যন্ত ভলোবাসতেন।

এর কয়েক বছর পরের কথা। একদিন মুসআব রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে এলেন যেখানে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-কে ঘিরে মুসলিমদের একটি দল বসে ছিল। দূর থেকে মুসআবকে আসতে দেখে উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি নত হয়ে গেল। দলের অনেকেই কেঁদে ফেললেন। কারণ মুসআবের পরনে ছিল একটি তালিযুক্ত জীর্ণ জুব্বা।

ইসলামপূর্ব মুসআবের ছবি তাদের হৃদয়পটে ভেসে উঠল। এই কি সেই মুসআব? একদিন যার গায়ে থাকত আরবের সবচেয়ে দামি পোশাক, আরবের বিলাসিতা আর সৌন্দর্যের মডেল ছিল সে। সে ছিল বাগানের উৎকৃষ্ট কোমল, চিত্তাকর্ষক ও সুগন্ধীময় ফুলের ন্যায়। রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মুসআবের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল হলেন। তার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে উপস্থিত সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, 'এ-মুসআবকে আমি মক্কায় তার বাবা-মার সাথে দেখেছি। তারা ওকে খুব যত্ন করতেন এবং তার সাচ্ছন্দের জন্য সবকিছুই করেছেন। কুরাইশদের মধ্যে কোনো যুবকই তার মতো ছিল না। এরপর এ-সবকিছু

সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করে এসেছে এবং নিজেকে সে রাসুলের কাজে নিবেদিত করেছে।' রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলে চললেন—

'একদিন সে-সময় আসবে যখন আল্লাহ তোমাদের পারস্য এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর বিজয় দান করবেন। তোমাদের গায়ে তখন সকালে থাকবে একটি পোশাক আর বিকেলে আরেকটি। তোমরা সকালে খাবে এক রকম খাবার আর বিকেলে খাবে আরেক রকম।'

রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] প্রকারান্তরে অচিরেই মুসলিমদের ক্ষমতা আর সম্পদ-প্রাচুর্যের আভাস দিলেন। তখনকার যুগে আরবদের যে-অবস্থা ছিল, সে-অবস্থা বিবেচনায় রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর এ-কথা ছিল অলীক কল্পনার মতো। কিন্তু আল্লাহর রাসুল তো মিথ্যা বলতে পারেন না। সঙ্গী সাহাবিরা তাই ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের জন্য কোন সময়টা মঙ্গলজনক হবে, এখনকার সময়টা না-কি তখনকার?' রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন, 'তোমাদের জন্য বরং এখনকার সময়টিই মঙ্গলজনক। যে-বিশ্বের কথা আমি জানি, সে-বিশ্বের কথা যদি তোমরা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা সে-বিশ্বের সাথে নিজেদেরকে জড়ানো পছন্দ করতে না।'

ইসলাম আবির্ভবের প্রায় দশটি বছর কেটে গেল। কিন্তু মক্কার মানুষরা ইসলাম এবং রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর ওপর আগের মতোই অত্যাচার এবং আক্রমন চালিয়ে যেতে লাগল। অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নতুন ঠিকানা খোঁজার জন্য মক্কার অদূরে তায়েফে গেলেন সত্যের বার্তা নিয়ে। কিন্তু সেখানকার মানুষ তাঁকে ভীষণ অত্যাচারে জর্জরিত করে ফেলল। এমনকি তায়েফ-

শহর থেকে তাঁকে বের করে দেয়া হলো। ইসলামের আকাশ যেন কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কোথাও কোনো আশ্রয় এবং বন্ধু নেই। গুটিকয়েক অবিচল সাহাবি রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সাথে আল্লাহর দীন আঁকড়ে ধরে ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল ইসলামের অগ্রযাত্রা এ-প্রজন্মটির পরেই স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। মুসলিমদের এই চরম দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় তৎকালীন ইয়াসরিব আর আজকের মদিনা থেকে বেশ কয়েকজনের একটি দল রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল এবং আল্লাহর রাসুলকে তাদের ভূমিতে এসে বসবাসের আনুরোধ জানাল। তাঁরা রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে তাঁকে এবং অন্য মুসলিমদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেবার ওয়াদা করলেন।

রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মদিনা থেকে আগত নতুন মুসলিমরা তাঁর কাছে অনুরোধ করল—সেখানে একজন দাঈ (যিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবেন) এবং ইসলামিক কালচার এবং আল্লাহর বিধান শিক্ষা দেবার জন্য একজন শিক্ষক পাঠাতে। এ-ছিল এক কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ-কাজের জন্য দরকার একজন নির্ভীক এবং জ্ঞানী মুসলিমের। এ-কাজটি করার জন্য তখনকার প্রতিটি মুসলিম উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত উন্নত ও দৃঢ় চরিত্র, উত্তম ব্যবহার কুরআনের ওপর অগাধ জ্ঞান এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তার জন্য রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এ-কাজের জন্য নির্বাচিত করলেন মুসআব ইবনে উমায়েরকে। রাসুলের নির্দেশ পেয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে মুসআব বেরিয়ে পড়লেন মক্কা ছেড়ে মদিনার পথে। বিশাল মরুভূমির বুক চিড়ে, শত্রুদের ভয়কে তুচ্ছ করে মুসআব একাকী এগিয়ে চললেন রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর নিয়োগকৃত ইসলামের প্রথম দাঈ হয়ে।

এই মিশন সম্বন্ধে মুসআব খুব ভালোভাবে জানতেন। তিনি জানতেন এ-মিশনের মাধ্যমে একইসাথে তাঁকে মানুষকে আল্লাহ এবং ইসলামের সরল পথের দিকে ডাকতে হবে এবং নির্যাতিত মুসলিমদের ভবিষ্যতের জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

মদিনায় মুসআব প্রবেশ করলেন—সেখানকার বিখ্যাত খাজরাজ-গোত্রের সাদ ইবনে জুরারাহর মেহমান হিসাবে। এরপর তাঁরা দু-জন মিলে শুরু করলেন মানুষকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ। তারা মানুষের ঘরে ঘরে এবং যে-কোনো মজলিশে গিয়ে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর কথা বলতে লাগলেন, ইসলামের কথা ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন এবং কুরআন থেকে তাদেরকে আল্লাহর কথা শুনাতেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে মদিনার আনেকেই তখন ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ-ছিল মুসআবের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক, কিন্তু মদিনার তৎকালীন অনেক নেতাদের জন্য এক অশনিসংকেত।

একবার মুসআব এবং সাদ, বনু জাফরের একটি বাগানে বসে ছিলেন। তাঁদের সাথে ছিলেন আরো কয়েকজন মুসলিম এবং ইসলামের প্রতি উৎসাহী লোকজন। মদিনার তখনকার বিখ্যাত ও প্রভাবশালী নেতা উসাইদ ইবনে হুদাইর খবর পেলেন যে, মক্কা থেকে আগত সে-যুবক কিছু স্বধর্মত্যাগী লোকজনসহ সেখানে অবস্থান করছে। ভীষণ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি ছুটে আসতে থাকলেন সে-দলটির দিকে। সাদ ইবনে জুরারাহ তাঁকে দেখতে পেলেন এবং মুসআবকে সতর্ক করে বললেন, 'উসাইদ ইবনে হুদাইর আমাদের দিকে ছুটে আসছে। সে হলো তার গোত্র এবং এ-শহরের অনেক বড় নেতা। আল্লাহ তাঁর অন্তরকে সত্য গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করে দিন।'

একজন আদর্শ দাঈর মতো শান্তভাবে মুসআব বললেন, 'তিনি যদি এসে আমাদের কাছে বসেন তাহলে আমি তাঁর সাথে কথা বলব।'

রাগে উত্তেজিত উসাইদ ধারালো বর্শা হাতে দলটির কাছে এসে চিৎকার করে মুসআব এবং তাঁর আশ্রয়দাতা সাদকে হুমকি দিয়ে বললেন, 'তোমরা দু-জন কেন এখানে এসেছো এবং আমাদের দুর্বল লোকদের কেন বিভ্রান্ত করছো? যদি তোমরা বেঁচে থাকতে চাও তাহলে এখনি এখান থেকে চলে যাও।' মুসআব উঠে স্মিত হেসে শান্তভাবে উসাইদকে বললেন, 'আপনি দয়া করে একটু বসে আমাদের কথা শুনুন। যদি আমাদের বক্তব্য আপনার কাছে ভালো লাগে এবং গ্রহণযোগ্য মনে হয় তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন, আর যদি তা আপনার কাছে অপছন্দনীয় হয় তাহলে আমরা আপনাকে আর বলব না, বরং আপনার এলাকা ছেড়ে চলে যাব।'

'তা করা যেতে পারে।' উসাইদ বললেন এবং বর্শাটা মাটিতে গেঁথে বসে পড়লেন।

মুসআব শান্তভাবে উসাইদকে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে বললেন এবং কুরআন শোনাতে লাগলেন। উসাইদ ভীষণ অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর চেহারা সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। অন্তরে তোলপাড় করে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল মুসআবের মুখনিঃসৃত কুরআনের বাণীমালা। তিনি বললেন, 'কী অসাধারণ আপনার কথাগুলো আর কী সত্য! কেউ যদি এ-দীন গ্রহণ করতে চায় তাহলে তাকে কী করতে হয়?' মুসআব বললেন, 'আপনি গোসল করে পরিস্কার কাপড় পরে আসুন। এরপর সত্যের ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিন এবং সালাত আদায় করুন।'

উসাইদ উঠে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন। তিনি সত্যের ঘোষণা দিলেন, 'আল্লাহ-ই আমার একমাত্র রব-সার্বভৌমত্ব, আইন-বিধান এবং কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক' এবং সাক্ষ্য দিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]

আল্লাহর রাসুল।' এরপর তিনি দু-রাকাত সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন—

'আমার পর এখানে এমন একজন মানুষ আছেন, যিনি এ-গোত্রের বড় নেতা এবং তিনি যদি আপনার কথা মেনে ইসলামে প্রবেশ করেন তাহলে এ-গোত্রের সকলেই ইসলামে প্রবেশ করবে। তিনি সাদ ইবনে মুয়াজ। আমি এখন তাঁকেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

উসাইদ এরপর সাদ ইবনে মুয়াজকে কৌশলে মুসআবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনিও মুসআবের কথা শুনে আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করলেন। মদিনা তখন ছিল দু-টি বিখ্যাত গোত্র এবং এ-দু-টি গোত্রের নেতৃত্বে ছিল দু-জন সাদ। আউস গোত্রের নেতৃত্বে ছিল এই সাদ ইবনে মুয়াজ এবং খাজরাজ গোত্রের নেতৃত্বে ছিল সাদ ইবনে উবাদা। মুসআবের দাওয়াতে সাদ ইবনে মুয়াজ ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এরপর একদিন অন্য সাদ অর্থাৎ সাদ ইবনে উবাদাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। মদিনার লোকেরা তখন অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল চির বৈরী আউস আর খাজরাজ গোত্রের দুই প্রধান নেতা মক্কা থেকে আগত এক সাধারণ কিন্তু সুদর্শন যুবকের হাত ধরে সকল বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে ফেলেছে, যা সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরেই অসম্ভব বলেই সবাই মনে করত। লোকজন বলল—

'যদি সাদ ইবনে মুয়াজ, সাদ ইবনে উবাদা আর উসাইদ ইবনে হুদাইরের মতো লোক নতুন এ-দীনটি গ্রহণ করে থাকে, তবে আমরা কেন নয়? এসো সবাই সত্যবাদী মুসআবের কাছে যাই আর ইসলামে প্রবেশ করি।'

আর এভাবেই মুসআব, রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এবং ইসলামের প্রথম দূত আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াতে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করলেন। সত্যিই আল্লাহর রাসুলের দূত নির্বাচন ছিল অনন্যসাধারণ, যার হাতে পুরুষ ও নারী, যুবা ও বৃদ্ধ, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন নির্বিশেষে

সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এভাবেই এ-যুবকটি আজকের মদিনা এবং তৎকালীন ইয়াসরিবের সুদীর্ঘ বৈরিতার ইতিহাসের গতিপথ চিরতরে বদলে দিয়েছিল। আল্লাহ-কর্তৃক ঘোষিত মর্যাদাপূর্ণ আনসার হবার জন্য ইয়াসরিববাসী তৈরি হয়েছিল এবং বিশ্ব-ইতিহাসে মুসলিমদের প্রথম কেন্দ্র হবার মর্যাদা লাভের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল ইয়াসরিব।

মদিনায় মুসলমানদের সংখ্যা যখন একটু বেড়ে গেল, তিনি রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর নিকট অনুমতি চাইলেন হজরত সাদ ইবনে খুসাইমার [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] বাড়িতে জুমআর সালাত শুরু করার। অতঃপর রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] অনুমতি দিলে তিনিই প্রথম সাদ ইবনে খুসাইমার [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] বাড়িতে তাঁরই ইমামতিতে জুমআর সালাতের সূচনা করেন। সালাতের পর একটি ছাগল জবেহ করে মুসল্লিদের আপ্যায়ন করা হয়। *[তাবাকাতু ইবনি সাদ]*

ইয়াসরিবে মুসআবের আগমনের এক বছরের কিছু কম সময়ের মধ্যেই হজ-মৌসুমে মুসআব আবার মক্কা ফিরে এলেন। এবার তাঁর সাথে এলো মদিনার পঁচাত্তর জন মুসলিমের এক বিশাল দল। মুসআবের কথায় এরা রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-কে না দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাই দলটির সবাই প্রিয় রাসুলকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। মক্কার কাছে সেই বিখ্যাত 'আকাবা' উপত্যকাতেই রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সাথে তাদের দেখা হলো। তাঁকে দেখে সবাই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ছিল এবং তাঁদের রবের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল। দলটির সবাই রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করল এবং প্রতিজ্ঞা করল যে, ইসলাম এবং রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর নিরাপত্তার জন্য সবকিছুই তারা করবে। আল্লাহর রাসুল

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন, যদি তারা তাদের বিশ্বাস আর প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকে তাহলে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে জান্নাত। ইসলামের ইতিহাসে এ-ঘটনাটি 'আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত' নামে পরিচিত, যার অসম্ভব মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে।

এ-ঘটনার অল্প কিছুদিন পরই রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মক্কার মুসলিমদের ইয়াসরিবে হিজরতের নির্দেশ দিলেন। যে-প্রতিশ্রুতি আকাবায় মদিনার মুসলিমরা দিয়েছিল, তা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল এবং আনসার বা সাহায্যকারী হিসাবে হিজরতকারী মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। হিজরতকারী মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম ছিল মুসআব এবং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামের প্রসিদ্ধ অন্ধ সাহাবি, যিনি ছিলেন আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী। তিনি এবং মুসআব ইয়াসরিবের মানুষকে কুরআন পড়ে শুনাতেন এবং শিক্ষা দিতেন।

হিজরত-পরবর্তী মদিনার সমাজ গঠনেও মুসআব ছিলেন অত্যন্ত কর্মতৎপর। হিজরতের কিছুদিন পরেই অনুষ্ঠিত হয় ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ, যা বদরযুদ্ধ বলে খ্যাত। বদরের যুদ্ধে মুসআব অসামান্য বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন। তবে বদরযুদ্ধ-পরবর্তী মুসআবের একটি ঘটনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

যুদ্ধ শেষ হবার পর মুসলিমদের হাতে কুরাইশ-বাহিনীর অনেকেই যুদ্ধবন্দি হিসাবে আটক হয়। সব বন্দিকে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে মুসলিম-হেফাজতে দিয়ে দেন এবং বলে দেন, 'তাদের সাথে ভালো আচরণ করো।'

বন্দিদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আবু আজিজ ইবনে উমায়ের। এ-আবু আজিজ ছিল মুসআব ইবনে উমায়েরের ভাই। যুদ্ধবন্দি থাকাকালীন

সময়কার কথা; আবু আজিজ পরে বর্ণনা করেন, 'বন্দি থাকা অবস্থায় আমি একদল আনসারের দায়িত্বে ছিলাম। তারা যখনই খেতে বসছিল তখনই আমাকেও রুটি এবং খেজুর খেতে দিচ্ছিল, এ-ছিল রাসুলের নির্দেশ পালন, যে-নির্দেশে তিনি তাদেরকে আমাদের সাথে ভালো আচরণ করতে বলেছিলেন। আমার ভাই মুসআব একসময় আমার পাশ দিয়ে গেলেন এবং আনসারদের যে-ব্যক্তিটি আমার বন্দিত্বের দায়িত্বে ছিল, তাকে বললেন, 'একে শক্ত করে বাঁধো, এর মা হলেন খুব সম্পদশালী মহিলা; তিনি এর বিনিময়ে প্রচুর মুক্তিপণ দিতে সক্ষম।'

আবু আজিজ যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে মুসআবের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আপনি আমার ভাই, আমার ব্যাপারে এই কি আপনার নির্দেশনা?!'

'তিনি বলেন, তুমি আমার ভাই নও', সাথের আনসার সাহাবিকে দেখিয়ে বললেন মুসআব।

এভাবেই মুসআব ঈমান এবং কুফরের পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলেছিলেন এবং কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী মুমিনকে ভাই হিসাবে নিয়ে নিজের মুশরিক ভাইকে বর্জন করার অনন্য উদাহরণ রেখেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন ঈমানের বাঁধন পৃথিবীর আর সব বাঁধনের চেয়ে দৃঢ়!

এ-প্রসঙ্গে কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষিত হয়েছে, 'ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরিকে ভালোবাসে। তোমাদের কেউ যদি তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তারাই হবে আত্মঘাতী জালিম।' [সূরা তাওবা, আয়াত : ২৩।]

উহুদ-যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মুসআবকে ডেকে পাঠালেন। ইতঃমধ্যে সাহাবিগণ তাঁকে 'মুসআব আল খাইর'

[সৎ মুসআব] উপাধীতে ভূষিত করেছেন। উহুদ-যুদ্ধে মুসলিম-বাহিনীর পতাকা রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তুলে দিলেন মুসআবের হাতে। এ-ছিল সমগ্র সাহাবি-সমাজে অত্যন্ত বিরল সম্মান এবং গর্বের বিষয়। সঠিক মানুষকে সঠিক দায়িত্ব ও কাজের জন্য নির্বাচিত করার যে-বিস্ময়কর ক্ষমতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-কে দিয়েছিলেন, যার আরেকটি প্রয়োগ তিনি করলেন মুসআবের হাতে মুসলিম-বাহিনীর পতাকা তুলে দিয়ে।

যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো মুসলিম-বাহিনী জয়লাভ করতে চলেছে। তখনই একদল মুসলিম রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর নির্দেশ ভুলে গিয়ে গনিমতের মাল লাভ করার জন্য স্থান ত্যাগ করল। মুশরিক-বাহিনীর একটি দল এ-সুযোগ কাজে লাগিয়ে পাল্টা আক্রমন করে বসল, ফলে ভীষণ আক্রমণের মুখে মুসলিম-বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলো। মুশরিক-বাহিনীর সদস্যরা একটি লক্ষ্যের ওপরই দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল আর তা হলো—রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-কে খুঁজে বের করা এবং হত্যা করা। দূরদর্শী মুসআব তাদের এ-ভয়ংকর দূরভিসন্ধির ব্যাপারটি ধরে ফেললেন। রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সমূহ বিপদে তিনি কী করবেন তা তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিলেন। মুহূর্তেই তিনি তাঁর হাতে ধরা মুসলিম-বাহিনীর পতাকাটি উঁচুতে তুলে ধরলেন এবং উচ্চস্বরে তাকবির দিতে লাগলেন। তাঁর চিৎকারে মুশরিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো মুসলিম-বাহিনীর পতাকাবাহীর দিকে। তারা প্রথমে এ-পতাকা ভূলণ্ঠিত করে পরবর্তি লক্ষ্যে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিল। একদল মুশরিক-সেনা তার ওপর আক্রমণ করল। একহাতে মুসলিম-বাহিনীর পতাকা আর অন্যহাতে তরবারি নিয়ে তিনি প্রচণ্ড বেগে লড়াই করতে থাকেন। যুদ্ধের এক

পর্যায়ে এক অশ্বারোহী মুশরিক-সেনা তরবারির আঘাতে মুসআবের ডান হাত তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাম হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ইতঃমধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিহত হয়েছেন! একথা শুনে মুসআব বলে উঠলেন, 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুল'...আর মুহাম্মাদ কেবল আল্লাহর একজন রাসুল! তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হোন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত, কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।' [সূরা আলে ইমারান, আয়াত : ১৪৪।]

অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো একজন রাসুল, একজন মানুষ, তার মতো বহু রাসুল ইতঃপূর্বে গত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমাদের রাসুল মুহাম্মাদ গত হয়ে গেছেন বলে কি আমরা ইসলামকে ছেড়ে দেব? আমরা কি আবার জাহিলিয়াতে ফিরে যাব?

তিনি জানতেন ব্যক্তি মুহাম্মাদের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রচারকৃত দীন তো আল্লাহর দীন, যা কখনো ধ্বংস হবার নয়। তিনি যখন চিৎকার করে একথা বলছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর মৃত্যু হয়েছে শুনে যেসকল মুসলিম একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন, তারা সবাই যেন জেগে ওঠলেন। ইতঃমধ্যে আরেক মুশরিক-সেনা তাঁর বাঁ হাতটি বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তিনি এবার বাহু দুটির অবশিষ্টাংশ দিয়ে ইসলামের পতাকা আঁকড়ে ধরে রাখলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'মুহাম্মাদ কেবল আল্লাহর একজন রাসুল, তাঁর পূর্বেও রাসুলদের মৃত্যু হয়েছে' তবুও ইসলামের পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত হতে দিলেন না । এমতাবস্থায় ইবনে কামিয়া নামের এক নরাধম এসে একটি তীক্ষ্ম বর্শা দ্বারা তাঁর দেহে আঘাত করল, বর্শাটি তাঁর দেহটাকে

এফোঁর-ওফোঁর করে ফেলল। এবার মুসলিম-বাহিনীর পতাকা মাটিতে পড়ে গেল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি যে-কথাটি ['ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুল...মুহাম্মাদ কেবল আল্লাহর একজন রাসুল, তাঁর পূর্বেও রাসুলদের মৃত্যু হয়েছে] বলে গেছেন, পরবর্তী সময়ে সে-কথা রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে আল্লাহ কুরআনের একটি আয়াত [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৪] হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন এবং পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া অবধি এ-কথাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

যুদ্ধ শেষ হলো। রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধের ময়দান ঘুরে ঘুরে শহিদ মুসলিমদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এবং তাদের জানাজার আয়োজন করছিলেন। এক সময় ঘুরতে ঘুরতে তিনি প্রিয় মুসআবের লাশটি খুঁজে পেলেন। রক্ত আর ধূলোবালিতে একাকার তার চেহারা। লাশের কাছে দাঁড়িয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অঝোরে কেঁদে ফেললেন। মুসআবের দেহকে ঢেকে দেবার জন্য একখণ্ড কাপড় চাওয়া হলে তাঁর পরিধেয় একপ্রস্থ চাদরটি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। যে-চাদরটি তাঁর গায়ে ছিল সেটি দিয়ে তাঁর পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ছিল এবং মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে পড়ছিল। অবশেষে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন, 'চাদরটি দিয়ে ওর মাথা ঢেকে দাও এবং পা 'ইখজির' [এক প্রকার ঘাস] দিয়ে ঢেকে দাও।'[২৭]

উহুদ-যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁর প্রিয় অনেক মানুষকে হারিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন তাঁর চাচা হামজা, যার দেহকে কাফিররা পৈশাচিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল। কিন্তু মুসআবের দেহের সামনে এসে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে করছিলেন সেই

---

[২৭] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ১২৭৬, ৩৮৯৭, ৩৯১৪, ৪০৪৭, ৪০৮২, ৬৪৩২, ৬৪৪৮।

সময়কার কথা, যখন তিনি মুসআবকে মক্কায় প্রথম দেখেছিলেন। তখন সে ছিল মক্কার সবচেয়ে স্টাইলিশ যুবক, তার গায়ে ছিল সময়ের সেরা এবং দামি পোশাক, অথচ আজ তার মৃতদেহটি ঢেকে দেবার জন্য একটি পূর্ণ কাপড় পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি মুসআবের জন্য কুরআনের এক অনন্যসাধারণ [সূরা আহজাবের ২৩ নং.] আয়াত পড়লেন—

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾

'মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে।' [সূরা আহ্‌জাব, আয়াত : ২৩।]

তারপর তার কাফনের চাদরটির প্রতি তাকিয়ে বলেন, 'আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি। সেখানে তোমার চেয়ে কোমল চাদর এবং সুন্দর জুলফি আর কারো ছিলো না। আর আজ তুমি এখানে এই চাদরে ধূলিমলিন অবস্থায় পড়ে আছো।'

রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এরপর অশ্রুশিক্ত নয়নে যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকে মুসআব এবং তার অন্য শহিদ সাথিদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তোমরা হলে শহিদ এবং কিয়ামাতের দিন এ-মর্যাদা নিয়েই তোমরা উত্থিত হবে।'

সত্যিই, রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর এ-স্বীকৃতি একজন মুমিনের জন্য পৃথিবীর সেরা প্রাপ্তি, যা মুসআব অর্জন করে আল্লাহর কাছে পৌঁছেছিলেন।

রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এরপর তাঁর সঙ্গী অন্য সাহাবিদের দিকে ফিরে বললেন—

'ওহে জনমণ্ডলী! তোমরা তাঁদের এখানে (উহুদ-প্রান্তরে) এসো, তাদের কাছে এসো, তাদের ওপর সালাম পেশ করো। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্ত্বার শপথ! কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত যেসকল মুসলিম তাদের কাছে সালাম পৌঁছাবে, তাঁরা তাদের সেই সালামের জবাব দেবে।'

হজরত খাব্বাব ইবনুল আরাত [রাদি.] বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। আমাদের এ-কাজের প্রতিদান দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব। আমাদের মধ্যে যারা তাঁদের এ-কাজের প্রতিদান মোটেও না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তাঁদের একজন মুসআব ইবনে উমায়ের।'[২৮]

হজরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী হামনা বিনতে জাহাশ [রাদিয়াল্লাহু আনহা]। যুদ্ধের পর কেউ একজন তাকে সংবাদ পৌঁছে দিল, তোমার ভাই আবদুল্লাহ বিন জাহাশ উহুদ-যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছেন, এ-সংবাদ শুনে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং সবর করলেন। এরপর কেউ একজন সংবাদ দিল, তোমার মামা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব শাহাদাতবরণ করেছেন; তিনি আবারও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং সবর করলেন। অবশেষে তাকে জানানো হলো তোমার প্রিয়তম স্বামী মুসআব শাহাদাত বরণ করেছেন। এবার আর তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। বাঁধভাঙা অশ্রু-সমেত সশব্দে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আল্লাহর রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর অগণিত নাম-নাজানা ঈমানদার মুসলিম যারাই উহুদ-প্রান্তরে গিয়েছেন, তাঁদের ওপর সালাম পেশ করেছেন, নিশ্চিতভাবে

---

[২৮] প্রগুক্ত।

তাঁরা (শহিদগণ) এর জবাব দিয়েছেন। আসুন আজ আমরা, যে যেখানে বসে আছি, তাদের কাছে সালাম পৌঁছে দিই—

আস্সালামু আলাইকুম ইয়া মুসআব...

আস্সালামু আলাইকুম মা'শার আশ-শুহাদা...

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক মুসআব........

সকল শহিদদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক........

আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর শান্তি, দয়া ও রহমত।

আমি নিশ্চিত, আপনিও নিশ্চিত থাকুন, যদি আপনি মুমিন হয়ে থাকেন, তাঁরা আপনার এ-কথার জবাবে আপনার ওপরও সালাম পাঠিয়েছেন।

মুসআব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, সবকিছুর উপরে দীন। এ-দীনের জন্য তিনি জীবন বিলিয়ে দিলেন। হজরত মুসআব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] ছিলেন প্রখর মেধাবী, উদার ও প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী। ইয়াসরিবে (মদিনায়) যে-দ্রুততার সাথে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল তাতেই তার এসব গুণের প্রমাণ মিলে। তার শাহাদাত পর্যন্ত যতটুকু কুরআন নাজিল হয়েছিলো, তিনি মুখস্ত করেছিলেন। তাই—

যিনি নিজেকে আদর্শ মুসলিম হিসাবে গড়তে চান,

যিনি নিজে একজন দাঈ,

যিনি দাওয়াতি কাজের প্রেরণালাভের জন্য একজন স্মার্ট এবং সদাপ্রফুল্ল আদর্শ ব্যক্তির চিত্র খোঁজেন,

যিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন,

তাঁর জন্য মুসআব বিন উমায়েরের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ; কারণ, মুসআব ছিলেন 'উসওয়ায়ে হাসানা' মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম]-এর অনুকরণে গড়ে উঠা মানুষ। চেহারায়, ব্যক্তিত্বে, বিচক্ষণতায়, শৌর্যে, বীর্যে, ধৈর্যে, ঔদার্যে, বীরত্বে, স্মার্টনেসে, বুদ্ধিদীপ্ততায়, সৌরভে, ত্যাগে, কুরবানিতে তিনি নিজেকে আল্লাহর রাসুলেরই অনুকরণে গড়ে তুলে ছিলেন। এই 'মিল' এতটাই ছিল যে, হত্যাকারী নিজেই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ভেবে মুসআবকে হত্যা করেছিল।

যারা ভীরু, কাপুরুষ, কথায়-কাজে যাদের মিল নেই, জালিমের সামনে সত্য উচ্চারণে যারা দ্বিধান্বিত, যাদের বিশ্বাস অথবা কর্ম মুনাফিকির চিহ্ন বহন করে, তাদের জন্য মুসআব বিন উমায়েরের জীবনে কোনো আদর্শ নেই।[২৯]

২৯ *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা [প্রথম খণ্ড]*

মুমিনের সুখী জীবনের গোপন রহস্য

আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছে। যখন আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, ভাই আপনি কেমন আছেন; তারা মুখভরে হাসি দিয়ে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ; আল্লাহ আমাকে অনেক আরামে রেখেছেন। অনেক সময় দেখা যায় তারা অনেক কষ্টে আছেন, তবে তাদের মুখের হাসি মলিন হয় না। তাদের জবান থেকে আলহামদুলিল্লাহ হারিয়ে যায় না। জীবনের শত ঝড়-ঝাপটার মাঝেও হাসিখুশি থাকেন। আবার এমন কিছু মানুষও আছে, যখনই আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, ভাই আপনি কেমন আছেন; তারা দেরি না করেই আপনাকে শোনাতে শুরু করে তার দুঃখ-কষ্টের লম্বা ফিরিস্তি। মুখ বেজার করে তারা বলতে থাকে, আমি ভালো নেই। এই কোনো রকম বেঁচে আছি আরকি। এদের মুখে আপনি কখনো হাসি দেখবেন না। সবসময় তাদের মুখে শোনা যায় অভাব-অভিযোগ।

প্রিয় ভাই ও বোন! একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আপনি দেখতে পাবেন, প্রথম দলের লোকেরাই সবচেয়ে সুখী মানুষ। তাদের সুখী-জীবনের মূল রহস্য হলো শুকর। শুকর মুমিনের জীবনকে সুখ ও শান্তিতে ভরে দেয়। এই শুকরের কারণে দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটন যন্ত্রণা জর্জরিত মুমিনের জীবন সুখময় হয়ে ওঠে। অনেকে ভাবতে পারেন দুঃখ কষ্ট, অভাব-অনটনে থেকেও কীভাবে আমাদের অন্তরে সুখ আসবে?

প্রিয় ভাই ও বোন! এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন, মানুষ কখনো নিজের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাকে না। মানুষের স্বভাবটাই এমন। কেউ গরিব বলে মন খারাপ করে। ধনীদের গাড়ি-বাড়ি আরাম-আয়েশ দেখে সে মনে কষ্ট পায়, আমি কেন এত গরিব। কেউ মেধা ও প্রতিভা কম বলে হতাশায় ভোগে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। আমি কেন তাদের মতো প্রতিভাবান নয়। কেউ কেউ রোগ যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে হা-হুতাশ করে। আমি কেন সবার মতো নই। অনেক ভাই-

বোন আছেন যারা নিজেদের শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য নিয়ে মন খারাপ করেন। আমি কেন অন্য সবার মতো দেখতে সুন্দর-ফর্সা নই। এভাবে পৃথিবীর কোনো মানুষই পরিপূর্ণ নয়। সবার কোনো না কোনো ঘাটতি থাকে। আর সেই ঘাটতি নিয়েই সে মন খারাপ করে বসে থাকে। শুকরের অনুভূতি জাগে না।

প্রিয় ভাই ও বোন! বায়ুর সাগরে থেকেও যেমন মনে থাকে না যে, আমরা বায়ু-সাগরে ডুবে আছি, তেমনিভাবে আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মাঝে ডুবে থেকে আমরা বুঝতে পারি না যে, আমরা নিয়ামতের সাগরে ডুবে আছি। আমরা যদি আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের দিকে তাকাই তবে কখনো আমাদের ছোটখাট কষ্টগুলোকে কষ্ট মনে হবে না। এখানে আমরা আল্লাহর রহমত উপলব্ধি করার একটা সুন্দর উপায়ের কথা আপনাদের বলতে চাই। যখনই কোনো বিষয়ে আপনার ঘাটতি অনুভূত হবে, আপনি আপনার চেয়ে নিচে যারা আছে তাদের কথা চিন্তা করুন। আপনার চেয়েও যারা ভালো অবস্থায় আছেন, তাদের দিকে না তাকিয়ে আপনার চেয়ে যারা খারাপ অবস্থায় যারা আছে তাদের দিকে তাকান। তখন আপনার হৃদয়ের শুকরের অনুভূতি আসবে।

তাই হে অভাব-অনটনে জর্জরিত ব্যক্তি! আপনার চেয়েও যারা বেশি অভাবে আছে তাদের দিকে তাকান। আপনার তো থাকার জন্য একটি ঘর আছে; কিন্তু অনেকের তো থাকার জন্য ঘরটুকুও নেই। অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষ ফুটপাতে রাত কাটায়। আপনি তো তিন বেলা খেতে পারছেন; কিন্তু অনেকে তো একবেলা খেয়ে একবেলা অনাহারে কাটাচ্ছে। একবার আশপাশের কোনো বস্তিতে গিয়ে একটু ঘুরে আসুন। অভাব-অনটনে যাতনাক্লিষ্ট মানুষগুলোকে দেখলে আপনার হৃদয়ে সুখের অনুভূতির সৃষ্টি হবে। আপনার মনে হবে আল্লাহ আমাকে কত সম্পদ দিয়েছেন! আলহামদুলিল্লাহ!

হে রোগ-যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তি! আপনি একবার হাসপাতলে গিয়ে ঘুরে আসুন। আপনার মন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় ভরে যাবে। আপনার মনে হবে আল্লাহ আমাকে তো অনেক সুস্থ রেখেছেন। এভাবে আমরা যদি 'যে আমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে' তার দিকে তাকাই তবে আমরা আল্লাহর নিয়ামতকে উপলব্ধি করতে শিখব। ফুটপাতের শুয়ে থাকা মানুষগুলো দেখে আমাদের চোখে শুকরের অশ্রু ঝরবে। বিকলাঙ্গ ও হাত-পা-হারা লোকদের দেখে আমাদের হৃদয় শুকরে ভরে উঠবে।

আমাদের চেয়েও বেশি দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত লোকদেরকে দেখে আমরা আল্লাহর রাসুলের শেখানো এই দোয়াটি পড়ব—

> الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً إِلاَّ عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلاَءِ
>
> 'প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি তোমাকে যে-মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেছেন সে-মুসিবত থেকে আমাকে হিফাজত করেছেন এবং আমাকে তার অনেক সৃষ্টির ওপর সম্মান দান করেছেন।'[৩০]

প্রিয় ভাই ও বোন! এভাবে যদি আমরা ভাবতে পারি, হৃদয়ে আল্লাহর নিয়ামতের অনুভূতি জাগ্রত করতে পারি তবে আমাদের জীবন সুখময় হয়ে উঠবে। শুকর করলে আল্লাহ নিয়ামতকে অনেক বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾
>
> 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।' [সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৭।]

[৩০] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ৩৪৩১।

প্রিয় ভাই ও বোন! আজ থেকে বদলে ফেলুন নিজের মানসিকতা। আপনার জীবনে আল্লাহর নিয়ামতগুলো উপলব্ধি করুন। আপনার জীবনকে শুকরময় করে তুলুন। ইন-শা-আল্লাহ শত ঝড়-ঝাপটাতেও আপনি বিচলিত হবেন না। আপনার মুখে সবসময় শুকরের হাসি থাকবে। শত মুসিবতেও আপনার জবান থেকে আলহামদুলিল্লাহ হারিয়ে যাবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে শুকরময় সুখী জীবন দান করুন; আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন!

মুমিনরা আল্লাহকে ভালোবাসে

কেউ আর্জেন্টিনাকে ভালোবাসে। কেউ ব্রাজিলকে ভালোবাসে। কেউ বার্সেলোনাকে ভালোবাসে। কেউ ভালোবাসে রিয়াল মাদ্রিদকে। কেউ ম্যানচেস্টারকে ভালোবাসে। কেউ আর্সেনালকে ভালোবাসে। কেউ সুন্দরী মেয়েকে ভালোবাসে। কেউ স্মার্ট ছেলেকে ভালোবাসে। আর যারা মুমিন তারা সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলাকেই বেশি ভালোবাসে। বড়ই আফসোস আর পরিতাপের বিষয়, আজকের মানুষ দুনিয়ার এই তুচ্ছ জিনিসকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসে। আজকের যুবকেরা তাদের তারকাকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তারা ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরিক করে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ﴾

'আর মানুষের মধ্যে এমনও মানুষ রয়েছে যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনই ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৫।]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'আন্দাদ' তথা সমকক্ষের কথা বলেছেন। এ-সমকক্ষ কোনো খেলোয়াড় হতে পারে, কোনো পছন্দনীয় তারকা হতে পারে; সমকক্ষ কোনো ভালোবাসার বস্তু হতে পারে—যদি সেই পছন্দের খেলোয়াড়কে, যদি সেই ভালোবাসার বস্তুকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসা হয়। তারপর আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ব্যাপারে বলছেন—

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

'আর যারা মুমিন তারা সবকিছুর চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৫।]

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ﴾

'আর এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনই ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে; কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। আর কতই-না উত্তম হতো যদি এ-জালিমরা পার্থিব কোনো আজাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আজাবই সবচেয়ে কঠিন।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৫।]

ঘুমানোর পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ চারটি আমল

বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, তুমি যদি আল্লাহর নৈকট্য পেতে চাও, নৈকট্যশীল বান্দা হতে চাও তবে চারটি কাজ শেষ না করে কখনোই রাতে ঘুমাবে না—

১. কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ চলছে। ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা না করে রাতে ঘুমাবে না। কারণ তোমার মৃত্যুর ব্যাপারে তো কোনো গ্যারান্টি নেই। এই ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা অবস্থায় যদি রাতে তোমার মৃত্যু হয় আর বিবাদী ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিন তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বিচার দায়ের করে, সেসময় তুমি কী করবে?

২. কোনো ফরজ কাজ বাকি রেখে রাতে ঘুমাবে না। আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর যে-কাজগুলো ফরজ করেছেন সেগুলো আদায় না করে রাতে ঘুমাবে না। মনে করো, ইশার নামাজ একটা ফরজ বিধান। তুমি ইশার নামাজ না পড়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়লে আর রাতে তোমার মৃত্যু হলো। তুমি এই ফরজ নামাজের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবে?

৩. গুনাহ থেকে তাওবা না করে রাতে ঘুমাবে না। মনে করো তুমি দিনের বেলায় কোনো গুনাহ করেছো আর তাওবা না করে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছো। মালাকুল মাউত রাতের বেলা যদি তোমার কাছে চলে আসে, রাতে যদি তোমার মৃত্যুর সময় হয়ে যায় তাহলে যত চেষ্টাই করো তাওবা করার কোনো সুযোগ থাকবে না।

৪. ঘুমানোর পূর্বে উত্তম একটা ওসিয়তনামা লেখে ঘুমাবে। কারণ তোমার মৃত্যুর তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। রাতের বেলা যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো তাহলে ওসিয়ত করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। তাহলে ওসিয়ত করার কোনো সুযোগ পাবে না। সুতরাং মৃত্যুকে সুনিশ্চিত মনে করে, মৃত্যুকে নিকটবর্তী মনে করে এ-চারটি কাজ করে তারপরে রাতে ঘুমাবে। যদি তুমি এ-কাজ করতে পারো তাহলে তুমি আল্লাহর নৈকট্যশীল হতে পারবে, ইন শা আল্লাহ।

সময়ের দাবি

আজ একটার পর একটা বিপর্যয় নেমে আসছে। মুসলিমরাই সবচাইতে বেশি অপমানিত-নির্যাতিত। কাফিররা আজ একে অপরকে ডেকে আনছে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার জন্য। ওয়াল্লাহি! পশুর চেয়েও আজকের দুনিয়াতে মুসলিমের রক্ত সস্তা হয়ে গেছে। রক্ত-সমুদ্র শুকিয়ে মরুভূমি হওয়ার পালা। এখনো কি আমাদের বোধদয় হবে না? উম্মাহর বোনেরা ধর্ষিত হবে আর আমরা বসে বসে নামাজে কোথায় হাত বাঁধা হবে—সেটা নিয়ে ঝগড়া করব!

জোরে আমিন বলতে হবে না-কি আস্তে আমিন বলতে হবে সেটা নিয়ে বিতর্ক করব? এটাই কি ইনসাফ? এটাই কি দীনের দাবি? এই মুহূর্তে এটাই কি আমাদের সবচাইতে দরকারি কাজ? হাশরের ময়দানে আমাদের প্রতিপালকের সামনে আমরা কী জবাব দেব?

প্রিয় ভাই-বোনেরা! আপনাদের সামনে আমি বিভিন্ন সময় নানাভাবে নানা বিষয় উপস্থাপন করি। সবকিছুকেই গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরি। আসলেও তাই আজ সমস্যা-জর্জরিত ঘুণেধরা সমাজকে সেই চৌদ্দশত বছর আগে সোনালি যুগের দিকে ফিরিয়ে নিতে অধম কিছু কথা পেশ করে থাকি।

উম্মাহর সমস্যাটা তো নানান দিকে, নানান মাত্রার, তবুও বলা, তবুও আমরা একে অপরকে স্মরণ করাতে চাই, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

> 'আর তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।' [সূরা জারিয়াত, আয়াত : ৫৫।]

আজ একটা মৌলিক ব্যাপার নিয়ে কথা বলব বলে মনস্থির করেছি। দুঃখজনক হলেও সত্য এ-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে নিয়ে তেমন আলোচনাই হয় না।

প্রিয় শ্রোতা! মনে করুন আপনার হাতে অসুখ, সাথে পায়েও অসুখ করল, সাথে সাথে চোখেও এমনকি একদম হার্টও অসুস্থ হয়ে পরল। এমনই যখন অবস্থা তখন আপনি সবার আগে কোন অসুখ সারাবেন? সবাই তো বলবে আগে হার্ট।

হার্ট রক্ষা হলেই তো হাত-পা চোখ বাকি দেহ টিকবে। একইভাবে দীনি বিষয়টি লক্ষ্য করুন। আজ যেখানে উম্মাহ নানা সমস্যায় জর্জরিত, তখন আমরা একদল ভাইকে দেখি তারা মাজহাবি দ্বন্দ্বে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, উম্মাহকেও এই দ্বন্দ্বে ব্যস্ত রাখতে যথেষ্ট মেহনত করেন। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা এটাই দীনের উদ্দেশে বানিয়ে নিয়েছে। নামাজে আমিন জোরে হবে নাকি আস্তে হবে। হাত উপরে বাঁধা হবে নাকি নিচে। 'রফউল ইয়াদাইন' করা যাবে কি যাবে না।

এ-ধরনের নানা ফুরুয়ি বা শাখা-প্রশাখা বিষয় নিয়ে আমরা ঝগড়া করি। একেই আমরা হক-বাতিলের মাপকাঠি করে নিয়েছি। এই ইখতিলাফের কারণে একে অপরকে ফাসেক-গোমরা এবং কাফির পর্যন্ত ঘোষণা দিচ্ছি। মায়াজ আল্লাহ! এ-ধরনের মন্দ কাজ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

ভাইয়েরা! আমরা আজ যেখানে পুরো উম্মাহ, পুরো সমাজ তাওহিদ, শিরক, আল ওয়ালা ওয়াল বারা, মিল্লাতে ইবরাহিমের মতো মৌলিক বিষয় নিয়ে সচেতন নই, তখন এসব গৌণ আমলগত ব্যাপারে কথা বলা, সময় ব্যয় করা কতটুকু যৌক্তিক? একটা লোক শিরকই জানে না, তাওহিদই বোঝে না, কুফরে লিপ্ত, তাকে কি এরকম এসব ইখতিলাফ, এসব ঝগড়া বুঝানো খুবই দরকার? এর মাধ্যমে তার কী উপকার হবে?

এই-যে নামাজে হাত বাঁধা, আমিন জোরে কিংবা আস্তে বলা, ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া বা না পড়া ইত্যাদি মাসআলাগুলো হয়তো

ইজতিহাদি নয়ত ইখতিলাফে তানাওয়াহ, মানে দুটোই সুন্নাহ; যেকোনো একটা করা যায়। অথচ আজ আমরা দুটো সুন্নাতের মাঝে টক্কর লাগাচ্ছি। আর ইজতিহাদি হলে দেখা যাবে এসব আমলের পেছনে কোনো না কোনো সাহাবির আমল রয়েছে। মোটকথা এগুলো সবই জায়েজ পদ্ধতি, সুতরাং ঝগড়ার কিছু নেই। অথচ এসব নিয়েই দিনের পর দিন কথা বলে যাওয়া, ওয়াজের স্টেজ গরম করা, মাহফিলের মাঠ গরম করা, একে অন্যকে গুমরাহ এমনকি কাফির ঘোষণা করা—এসব নিয়ে আমরা পড়ে আছি। গোটা মুসলিমবিশ্ব কাফিরদের দ্বারা আক্রান্ত। জ্বলছে আরাকান, কাশ্মীর, সিরিয়া, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, সোমালিয়া, মালি, চেচনিয়া। রক্তসমুদ্র শুকিয়ে এবার মরুভূমি হবার পালা; এখনো কি আমাদের বোধোদয় হবে না?

উম্মাহর বোনেরা ধর্ষিত হবে আর আমরা বসে বসে নামাজে কোথায় হাত বাঁধা হবে সেটা নিয়ে ঝগড়া করব? জোরে আমিন বলতে হবে নাকি আস্তে আমিন বলতে হবে সেটা নিয়ে বিতর্ক করব—এটাই কি ইনসাফ, এটাই কি দীনের দাবি? এই মুহূর্তে এটাই কি আমাদের সবচাইতে দরকারি কাজ? হাশরের ময়দানে আমাদের প্রতিপালকের সামনে আমরা কী জবাব দেব?

আগে হলো মূল, আগে হলো তাওহিদ, পরে সালাত জাকাত ও অন্যান্য আমল। নবী ও রাসুলগণ সবার আগে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন, মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় ঢুকিয়েছেন, তাকওয়া এনেছেন, আখিরাতের ভালোবাসা আর দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা তৈরি করেছেন, আল্লাহর আনুগত্যের সবক দিয়েছেন। মানুষের মূল যদি সহিহ না হয় তাহলে শাখা-প্রশাখা দিয়ে সারা দিন পড়ে থেকেও কোনো লাভ হবে না। কাফিরদের প্রতি বিদ্বেষ বের হওয়ার কথা ছিল; এ-সকল ফুরুয়ি মত-পার্থক্যকে কেন্দ্র করে তা আজ নিজেদের প্রতি ব্যবহার করা হচ্ছে!

আজ কথা ছিল যারা তাওহিদের শত্রু তারা আমার শত্রু। যারা উম্মাহর শত্রু তারা আমার শত্রু। যারা তাওহিদের বন্ধু তারা আমারও বন্ধু। যারা আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে তারা আমার শত্রু। যারা মুসলিম-ভূমিকে ভারত-আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেয় তার আমার শত্রু। ইসলামের শত্রু। তাদের সাথে কঠোরতা হবে, শত্রুতা হবে। না, দেখবেন এতে কেউ নেই। নিয়ম ছিল কঠোর হব আল্লাহর তাওহিদের ব্যাপারে, তাগুতের ওপর আল্লাহর আইনের জন্য, নির্যাতিত ভাই-বোনদের উদ্ধারে। না; এটা হচ্ছে আজ নিজেদের ভেতরে!

আজ একটার পর একটা বিপর্যয় নেমে আসতেছে। মুসলিমরাই সবচাইতে বেশি অপমানিত-নির্যাতিত। কাফিররা আজ একে অপরকে ডেকে আনছে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার জন্য। পশুর রক্তের চেয়েও ওয়াল্লাহি পশুর চেয়েও আজকের দুনিয়াতে মুসলিমের রক্ত সস্তা হয়ে গেছে!

আমাদের চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন আরাকানে কী হচ্ছে? কাশ্মীরের কী অবস্থা? আসামের আকাশে মেঘ জমেছে; ভারত কোন গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? তবুও কি আমাদের বোধোদয় হবে না? আজ আমরা একটু অবসর পাচ্ছি বলে এসব তর্ক-বিতর্কে মেতে আছি। কিন্তু যদি আমরা এভাবে নির্যাতিত হতাম তখন কী হতো? বুদ্ধিমান তো সেই যে বিপদে পড়ে শিখে না, বরং অন্যের বিপদ দেখে শিখে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আপনারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিন। এসব ছোটখাটো ফুরুয়ি বিষয় ছেড়ে মৌলিক বিষয়ে নজর দিন। তাওহিদ, আল ওয়ালা ওয়াল বারা, মিল্লাতে ইবরাহিম, শিরক, বিদআত নিয়ে নিজে জানুন অন্যকে দাওয়াত দিন। মনে রাখুন, আপনার সময়, আপনার শ্রম, আপনার কাজ আপনি কীভাবে কাটালেন—এসবের জন্য আপনাকে

জবাবদিহি করতে হবে। সেসব আলিকে পরিত্যাগ করুন যারা এসব ছোটখাটো ঝগড়া নিয়ে পড়ে আছে। আসলে যেহেতু তারা সত্যের ব্যাপারে কঠোর হতে পারে না, ফরজ দায়িত্বের ব্যাপারে দৃঢ় হতে পারে না, তাই তারা এসব কাদা ছোড়াছুড়ির মাধ্যমে নিজেদের দুর্বলতাকে আড়াল করার চেষ্টা করে।

তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। বরং তাওহিদের পতাকাবাহী সেসকল আলেমদের অনুসরণ করুন যারা এই মৌলিক তাওহিদের ভিত্তিতে উম্মাহকে সাথে নিয়ে চলে। নিজ ভাইয়ের প্রতি রহম-দিল হোন। আপনার প্রতিটি সময় মূল্যবান ও দামি। এগুলোই নাজাতের ওসিলা।

ভাইয়েরা আমার! সাবধান হোন। নিজ দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা ভেবে তবেই কিছু করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন; আমিন।

অসহায় মুসলিমদের প্রতি সদয় হোন

হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, পরকালীন জবাবদিহির বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম; তুমি আমার সেবা করো নি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সেবা কীভাবে করব? আপনি তো মহাজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? তুমি তার সেবা করো নি। তুমি কি জানতে না, তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে তুমি তার কাছে আমাকে পেতে।' আল্লাহ তাআলা আবারো বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম; তুমি আমাকে খাবার দাও নি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কীভাবে খাবার দিতাম? আপনি তো বিশ্বজাহানের রব। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানো না, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, তুমি তাকে খাবার দাও নি। তুমি কি জানতে না যে, সেসময় যদি তুমি তাকে খাবার দিতে তাহলে তা এখন আমার কাছে পেতে? এরপরে আল্লাহ তাআলা আবারো বলবেন, হে বনি-আদম! আমি তোমার কাছে পিপাসা নিবারণের জন্য পানি চেয়েছিলাম; তুমি পানি দিয়ে তখন আমার পিপাসা নিবারণ করো নি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি কীভাবে আপনার পিপাসা নিবারণ করতাম? আপনি তো বিশ্বজাহানের রব। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তখন তাকে পানি দাও নি। যদি তুমি সেসময় তাকে পানি দিতে, তাহলে তা এখন আমার কাছে পেতে।'[৩১]

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! সেদিন আমরা আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কী জবাব দেব, যেদিন অসহায় মুসলিদের ব্যাপারে

---

[৩১] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ২৫৬৯, *সহিহ ইবনি হিব্বান*, হাদিস : ৯৪৪।

আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আমরা যদি আজ ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের হাত না বাড়াই, আল্লাহর কসম! কাল কিয়ামতের দিন আমাদের কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

আমরা যদি আজ অসুস্থ রোগাক্রান্ত মুসলিমদের সেবায় এগিয়ে না আসি, আল্লাহর কসম! সেদিন আমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই আসুন, আমরা আমাদের মাজলুম ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি অটুট রাখি। শুধু দু-একবার ত্রাণ পাঠিয়ে আমরা যেন তাদের ভুলে না যাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে মাজলুম মুসলিমদেরকে স্থানীয় সমাধানের জন্য পবিত্র কুরআনের আদর্শের ওপর আমল করার তাওফিক দান করুক। আমিন; ইয়া রাব্বুল আলামিন!

সবকিছুর হিসাব দিতে হবে!

হে ভাই! ভুলে যাবেন না। আপনি যেসব কথা বলছেন, সেসব কাজ করছেন, সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। ভাববেন না আপনাকে কেউ দেখছে না। আপনার এই গুনাহের খবর কেউ জানবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝﴾

> 'অবশ্যই তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছেন। আমল-লেখক সম্মানিত ফেরেশতাগণ তোমরা যা করো সবই জানেন।' [সূরা ইনফিতার, আয়াত : ১০-।]

আপনার প্রতিটি কথা নিমেষেই লেখা হয়ে যাচ্ছে আপনার আমলনামায়। আপনি মিথ্যা বলছেন, মুসলিম ভাইয়ের গিবত করছেন, অন্যের নিন্দা করছেন, কাউকে গালি দিচ্ছেন, কারো অন্তরে আঘাত দিচ্ছেন, আপনি কাউকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছেন, আপনি হয়ত খানিক পরেই এসব ভুলে যাবেন; কিন্তু 'কিরামান কাতিবিন' নিখুঁতভাবে সবকিছু লিখে রাখবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

> মানুষ যে-কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।' [সূরা ক্বফ, আয়াত : ১৮।]

গুনাহ আপনি যত গোপনে করুন না কেন ফেরেশতা আপনার সঙ্গেই রয়েছে। আপনি খিয়ানত করছেন, জুলুম করছেন, ব্যভিচার করছেন, ঘুষ নিয়েছেন সবকিছু লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আপনার সব কর্ম সংরক্ষণ করে রাখছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾

> 'তারা যা করত আল্লাহ তাআলা তা হিসাব করে রাখছেন। যদিও তারা তা ভুলে গেছে। [সূরা মুজাহদালা, আয়াত : ৬।]

হে ভাই! হাশরের ময়দানে সবকিছুর কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে। সেদিন মানুষ তার কৃতকর্মের নিখুঁত বিবরণ সম্বলিত আমলনামা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলবে—

﴿يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا﴾

'হায় আফসোস, এ-কেমন আমলনামা! এ-যে ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয় নি—সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে।' [সূরা কাহফ, আয়াত : ৪৯।]

ছোট থেকে ছোট সওয়াব, ছোট থেকে ছোট গুনাহ কিছুই বাদ যাবে না। সবকিছু নিখুঁতভাবে সেদিন হাজির করা হবে—

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ﴾

'অতঃপর কেউ অণু-পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।'

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ﴾

'এবং কেউ অণু-পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।' [সূরা জিলজাল, আয়াত : ৭-৮।]

যার আমল ভালো হবে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে; সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে যাবে; সবাইকে সে বলবে—

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ﴾

'অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখো।' [সূরা হাক্কাহ, আয়াত : ১৯।]

আমি জানতাম আমার হিসাবগ্রহণের সম্মুখীন হতে হবে। যার আমালনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার স্থান হবে সুউচ্চ জান্নাতে, যার থাকবে অগণিত ফল। তাদেরকে বলা হবে, পানাহার করো তৃপ্তির সাথে; দুনিয়ার জীবনে তোমরা যে-আমল করেছো তার বিনিময়ে। আর যার আমল খারাপ হবে,

তার আমলনামা দেয়া হবে বাম হাতে। সেদিন তার আফসোসের কোনো শেষ থাকবে না।

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ﴾

> 'যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়, যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো!' [সূরা হাক্কাহ, আয়াত : ২৫।]

হায়, আমার মৃত্যু যদি আমার শেষ হতো। আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজে এলো না। আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণকে বলা হবে, ধরো তাকে, তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

হে ভাই! সতর্ক হোন নিজের আমলের ব্যাপারে। প্রকাশ্যে বা গোপনে সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন। বিশেষ করে গোপন গুনাহ থেকে দূরে থাকুন। আপনার রবের ইবাদতে মনোনিবেশ করুন। সকাল-বিকাল আজকার আদায় করুন। আল্লাহর কাছে গুনাহমুক্ত জীবন লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন।

প্রিয় ভাই! মনে রাখবেন, গুনাহে যেমন আনন্দ আছে, গুনাহ পরিত্যাগেরও আনন্দ আছে। গুনাহের আনন্দ ক্ষণিকের আর গুনাহ পরিত্যাগের আনন্দ চিরদিনের। গুনাহের সামান্য আনন্দ মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে। জীবনভর আপনাকে এই গুনাহের অনুশোচনা তাড়িয়ে বেড়াবে। গুনাহ পরিত্যাগের সুখ সারা জীবন আপনাকে প্রশান্তি দেবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে আপনি অনুভব করতে পারবেন গুনাহমুক্ত জীবনের নির্মল আনন্দ। এই আনন্দের কোনো তুলনা নেই। এ-সুখের কোনো শেষ নেই।

প্রিয় ভাই! আর দেরি নয়, আজ থেকেই তিনটি বিষয়ে সাবধান হওয়ার অঙ্গীকার করুন—

১. আমল করার সময় খেয়াল রাখুন আপনি আল্লাহ তাআলার দৃষ্টির সীমানার আওতায় রয়েছেন।
২. কথা বলার সময় খেয়াল রাখুন আল্লাহ আপনার কথা শুনছেন।
৩. মৌনতা অবলম্বন করার সময় মনে রাখুন আল্লাহ আপনার অন্তরের খবর জানেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করার তাওফিক দিন। আমিন; ইয়া রব্বাল আলামিন!

কণ্টকাকীর্ণ জান্নাতের পথ

আমরা মনে করি, আমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যেতে পারব। দুনিয়াতে কোনো ধরনের কষ্ট-মুসিবতের সম্মুখীন হতে হবে না। আমরা ঈমান এনেছি—এতোটুকু বললেই আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেবেন; অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ﴾

> 'মানুষ কি মনে করে যে, ঈমান এনেছি—এই কথা বললেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে, তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?' [সূরা আনকাবুত, আয়াত : ২।]

আমরা মনে করি কেবল নামাজ-রোজা ও দান-সাদাকা করে, বিবি বাচ্চা নিয়ে দু-মুঠো আরামে খেয়ে দুনিয়ার জীবনটা কাটিয়ে দেব। দীনের জন্য কোনো কুরবানি করতে হবে না। ইকামতের দীনের জন্য জিহাদ করতে হবে না। কেবল ব্যক্তি-জীবনে নেককার ও পরহেজগার হলেই আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিয়ে দেবেন!

প্রিয় ভাই ও বোন! আমরা আসলেই বড় ভুল ধারণার মধ্যে আছি। এ-প্রসঙ্গে কুরআনের দুটো আয়াত আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—

﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

> 'তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেন নি—তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল?' [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪২।]

প্রিয় ভাই ও বোন! আমাদের দীনদারি হলো ঝুঁকিমুক্ত দীনদারি। দীনের জন্য কুরবানি করতে আমাদের মন সায় দেয় না। দীনের যে-অংশ আমাদের কাছ থেকে কুরবানি চায় আমরা সেই অংশকে দীন থেকে ছাটাই করে ফেলি। আজ আমরা দীনকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে আবদ্ধ করে ফেলেছি। অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামকেও আমরা আনুষ্ঠানিকতা-নির্ভর অসার ধর্মে পরিণত করেছি।

রাষ্ট্র থেকে আজ ইসলাম নির্বাসিত। সমাজ থেকে আজ ইসলাম নির্বাসিত। তাগুতি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও দাজ্জাল-মিডিয়া আগ্রাসনে এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব হুমকির মুখে। তবুও আমরা নির্বিকার; যেন কিছুই হয় নি; কিছুই ঘটে নি। কারণ কিছু করতে গেলেই তো কুরবানি করতে হবে; ত্যাগ স্বীকার করতে হবে; দাওয়াহ, ইদাদ ও জিহাদের রক্তঝরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা! জান্নাতের পথ বড়ই বন্দুর, বড়ই দুর্গম। আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম হলো, মুমিনরা নানা দুঃখকষ্ট মুসিবতের মধ্যে দিনাতিপাত করবে। আল্লাহ চাইলে কি দুঃখ-কষ্ট নিমিষেই দূর করতে পারেন না? অবশ্যই পারেন; কিন্তু তিনি জালিমদের অবকাশ দেন। আর মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকে আমরা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারি।

খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, একবার আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে অভিযোগ করি, তিনি তখন তার চাদরকে বালিশ বানিয়ে কাবার ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা বলি, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য চাইবেন না? আমাদের জন্য কি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন না? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

ঈমান আনার অপরাধে তোমাদের পূর্বে লোকদের কাউকে ধরে আনা হতো। তারপর মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাকে পুতে করাত দিয়ে মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। তবুও সে দীন পরিত্যগ করত না। লোহার চিরুনি গোশতের ভেতরে চালিয়ে হাড় ও শিরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হতো; তবুও সে দীন পরিত্যগ করত না।'[৩২]

প্রিয় ভাই ও বোন! দীন আমাদের কাছ থেকে কুরবানি চায়। আমরা যদি জান্নাত লাভ করতে চাই তবে অবশ্যই আমাদেরকে মুসিবতের সম্মুখীন হতে হবে। সবর করতে হবে। জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবাইকে জিহাদ, ইদাদের মোবারকময় পথে কবুল করুন। আমিন; ইয়া রব্বাল আলামিন!

[৩২] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৩৬৯২।

এক উম্মাহ এক দেহ!

মুসলিমদের মাঝে বসবাসের স্থানের ভিন্নতা হতে পারে। ভাষার বর্ণের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু তাদের আদর্শ ও উদ্দেশের মাঝে কিছুতেই পার্থক্য থাকতে পারে না। গোটা মুসলিম উম্মাহ একই কালেমার বন্ধনে আবদ্ধ; তাওহিদের বিশ্বাসে অভিন্ন এক সুতোয় গাঁথা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মুমিনদের পরস্পরের ভালোবাসা, অনুগ্রহ, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহ বা শরীরের মতো। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন সারা দেহের সবগুলো অঙ্গই নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে এবং কষ্ট-যন্ত্রণায় জ্বরাক্রান্ত ও কাতর হয়ে পড়ে।' *[সহিহুল বুখারি, সহিহ মুসলিম]*

বেদীন কাফিররা ততদিন পর্যন্ত মুসলিমদের জিজিয়া প্রদান করে লাঞ্চিত জীবন যাপন করেছিল, যতদিন মুসলিম উম্মাহর পারস্পারিক ঐক্য-প্রাচীর সুদীর্ঘ ও মজবুত ছিল। কিন্তু আজকে আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ উম্মাহর অবমাননাকর নাজুক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করছি। এমন কি কাফিররা এক এক করে মুসলিম নিধনের মাধ্যমে উম্মাহর সেই সুদীর্ঘ প্রাচীরের মাঝে চিড় ধরিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর যে-প্রান্তেই একজন মুসলিমের অশ্রু ঝরে তা শুধু তার একার অশ্রু নয়, বরং পুরো উম্মাহর অশ্রু। যেখানে একজন মুসলিমের রক্ত ঝরে তা কেবল তারই রক্ত নয়, বরং পুরো উম্মাহর রক্ত। এই উম্মাহ তো একটি দেহের সমতুল্য। দেহের মাত্র একটি অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হলে, যেমনি পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনই একজন মুসলিম যদি নির্যাতনের শিকার হয়, মুসিবতে আক্রান্ত হয়, তাহলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সমভাবে একই ব্যথায় ব্যথিত হবে।

এটাই হলো ঈমানের দাবি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো মুসলিম উম্মাহকে এক দেহ এক ব্যক্তি রূপে তুলনা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'গোটা মুসলিম উম্মাহ একই ব্যক্তির মতো। যদি চোখ ব্যথা করে তাহলে গোটা দেহ অসুস্থ করে। যদি তার মাথা ব্যথা করে তাহলে গোটা দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, 'পরস্পর-ভালোবাসা মুমিনের দৃষ্টান্ত হলো, একই শরীরের মতো। যদি তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয় তাহলে তার বাকি সব অঙ্গ বিনিদ্রা ও জ্বরের শিকার হয়।' এবার আমরা মুসলিম উম্মাহর এই একক দেহের দিকে একটু তাকিয়ে দেখি, আরাকান কাশ্মীর ফিলিস্তিন আফগান শাম ইয়ামানসহ পুরো পৃথিবীতে উম্মাহর এই দেহ এই শরীর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।

ক্রমাগত উম্মাহর রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। উম্মাহর ওপর আপতিত এই নির্মম নির্যাতন আর আঘাতের যন্ত্রণা আমার মাঝে কি অনুভূত হয়? বর্বর হিংস্র হায়েনার পাশবিকতা থেকে বাঁচতে ক্রন্দনরত মুসলিম মা-বোনদের আর্তনাদ কি আমাকে একটুও নাড়া দেয়? সমুদ্রের বালুচরে পড়ে থাকা মুসলিম শিশুদের নিথর দেহ আমার কতটুকু অশ্রু ঝরায়? আমি কি পুরো উম্মাহকে এক দেহ মনে করতে পেরেছি? নাকি আপন ক্যারিয়ার গড়ার ব্যস্ততায় এই উম্মাহ থেকে আলাদা হয়ে পড়েছি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন মুমিনের আয়না এবং এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই।'[৩৩]

মাজলুম মুসলিমদের দিকে তাকিয়ে একটু কল্পনা করে দেখি মাজলুমানের আয়নায় আমার কেমন প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হচ্ছে? আমি কি উম্মাহর এই এক দেহের মাঝে নিজের অবস্থান খুঁজে পাই? আমি হয়তো নিজ হাতে

[৩৩] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ৪০১৮।

কোনো মুসলিমের ওপর জুলুম করছি না; কিন্তু তাদেরকে জালিমের আগ্রাসন থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে আদৌ কি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; সে কখনো তার ওপর জুলুম করবে না এবং জালিমের হাতে তাকে ছেড়েও দেবে না।'[৩৪]

তাহলে আর কবে, আর কবে আমি পুরো মুসলিম উম্মাহকে এক দেহ মনে করব? আর কবে উম্মাহর ঝরেপড়া প্রতিটি রক্তের ফোঁটাকে নিজের রক্ত মনে করব? মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরে এই অনুভূতি তৈরি করে দিন। আমিন।

[৩৪] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৫৬৩৮।

এক তাওহিদবাদী বালকের গল্প

সম্মানিত উপস্থিতি! কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত কিছু কিছু ঘটনা আছে যেগুলো মানুষের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। মানুষকে দীনের পথে অবিচল রাখে। মানুষের তাওহিদকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে শিখায়। আজকে আমরা এ-ধরনের একটি শিক্ষনীয় ঘটনা আপনাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইন-শা-আল্লাহ।

শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পূর্বযুগে একজন বাদশা ছিল। সে নিজেকে রব দাবি করত। বাদশার এক যাদুকর ছিল। বাদশাকে সে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাত। যাদুকরটি লোকদেরকে বলল, আমাকে তোমরা একটি বুদ্ধিমান, সচেতন ও ধীশক্তিসম্পন্ন বালক এনে দাও। আমি তাকে আমার জ্ঞান শিখিয়ে দেব। কারণ আমার মনে হচ্ছে, আমি মারা গেলে আমার এ-বিদ্যা হতে তোমরা বঞ্চিত হবে। তোমাদের মাঝে এই সম্পন্ন আর কেউ থাকবে না। তিনি বলেন, লোকেরা [যাদুকরের] কথামতো একটি বুদ্ধিমান ছেলে খুঁজে বের করে এবং তাকে সেই যাদুকরের নিকট প্রত্যহ যাতায়াতের ও তার সাহচর্য লাভের আদেশ দেয়। ছেলেটি সেই যাদুকরের নিকট যাতায়াত করতে থাকে। ছেলেটির যাওয়া-আসার পথে একটি গীর্জায় এক পাদ্রি [রাহেব] অবস্থান করত। বর্ণনাকারী মা'মার বলেন, আমার বিশ্বাস, সেসময় গীর্জার পাদ্রিগণ তাওহিদের বিশ্বাসী মুসলিম ছিলেন। সে এ-পাদ্রির কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে তার নিকট [দীন প্রসঙ্গে] প্রশ্ন করত। অবশেষে সে বলল, আমি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি। তারপর পাদ্রির নিকট ছেলেটি অবস্থান করতে শুরু করে এবং যাদুকরের নিকট বিলম্বে উপস্থিত হয়। যাদুকর ছেলের অভিভাবককে বলে পাঠায় যে, আমার আশঙ্কা হয় সে আমার নিকট আসবে না। বালক পাদ্রিকে এ-বিষয়টি অবহিত করলে তিনি তাকে বলেন, তুমি কোথায় ছিলে—যাদুকর তোমাকে এ-প্রশ্ন

করলে তুমি বলবে, আমি বাড়িতে ছিলাম। আর তোমাকে অভিভাবকরা প্রশ্ন করলে তুমি বলবে, আমি যাদুকরের নিকট ছিলাম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, এভাবে বেশ কিছু দিন বালকটির কেটে গেল। একদিন সে এক বিরাট সংখ্যক লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের পথে একটি হিংস্র জন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ বললেন, ওই জন্তুটি ছিল বাঘ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বালকটি একটি পাথর তুলে নিয়ে বলে, হে আল্লাহ! পাদ্রি যা বলে তা যদি সত্য হয় তাহলে আমি আপনার নিকট চাই যে, এ-জন্তুটিকে আমি হত্যা করি। এ-কথা বলে সে পাথরটি ছুড়ে মারল এবং জন্তুটিকে হত্যা করল। লোকেরা বলল, জন্তুটি কে হত্যা করেছে? লোকেরা বলল, এ-বালকটি। লোকেরা বিমর্ষ হয়ে বলল, এমন জ্ঞান সে আয়ত্ত করেছে যা আর কারো নিকটে নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক অন্ধ লোক এ-ঘটনা শুনতে পেয়ে তাকে বলল, যদি তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারো তবে তোমাকে আমি এই এই পরিমাণ সম্পদ দেব। বালকটি তাকে বলল, তোমার নিকট আমি তা চাই না। তবে যদি তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও তাহলে যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবেন তার ওপর কি তুমি ঈমান আনবে? অন্ধ বলল, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ তাআলার নিকট ছেলেটি দোয়া করল এবং আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। অন্ধ ব্যক্তিটিও ঈমান আনল।

বিষয়টি বাদশার কানে পৌঁছলে সে তাদের ডেকে পাঠায়। তার নিকট তাদেরকে হাজির করা হলে সে বলল, তোমাদের প্রত্যেককে আমি ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় হত্যা করব। সে পাদ্রি ও অন্ধ লোকটিকে হত্যার হুকুম দিল এবং সে অনুযায়ী এদের একজনের মাথার ওপর করাত চালিয়ে হত্যা

করা হয় এবং অন্যজনকে আরেকভাবে হত্যা করা হয়। তারপর বালকটি প্রসঙ্গে বাদশা বলল, একে ওই পর্বতে নিয়ে যাও এবং চূড়া হতে তাকে ফেলে দাও। অতঃপর তারা তাকে নিয়ে সেই পর্বতে গেল। যখন তারা পাহাড়ের সেই নির্দিষ্ট জায়গা হতে তাকে ফেলে দিতে প্রস্তুত হলো তখন একে একে তারা সকলে পড়ে মারা গেল এবং বালকটি ব্যতীত কেউই বাকি থাকল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে ফিরে এলে বাদশা তাকে নিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মারার জন্য লোকদেরকে হুকুম দিল। তারপর তাকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হলো। আল্লাহ তাআলা বালকটির সাথি সকলকে ডুবিয়ে হত্যা করলেন এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। পরে ছেলেটিই বাদশাকে বলল, আমাকে তুমি হত্যা করতে পারবে না। তবে আমাকে তুমি শূলে চড়িয়ে 'এ-বালকের প্রতিপালকের নামে 'বলে তীর নিক্ষেপ করলেই কেবল আমাকে হত্যা করিতে পারবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তার কথামতো বাদশা হুকুম দিল এবং অতঃপর তাকে শূলে চড়িয়ে 'এই বালকের প্রতিপালকের নামে' বলে তীর নিক্ষেপ করল, ছেলেটি তার হাত—কান ও মাথার মাঝে রাখল এবং মারা গেল।

লোকেরা বলল, এমন জ্ঞান বালকটি লাভ করেছে যা আর কেউই লাভ করতে পারে নি। কাজেই এই বালকের প্রতিপালকের ওপর আমরাও ঈমান আনলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বাদশাকে বলা হলো, আপনি তো তিন ব্যক্তির বিরোধিতায় ভয় পেয়ে গেলেন। এখন সারা দুনিয়াই তো আপনার বিরোধী হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেসময় বাদশা একটি সুদীর্ঘ গর্ত খুঁড়ে তাতে কাঠ দিয়ে আগুন ধরায়, তারপর লোকদেরকে একসঙ্গে বলে, 'যে তার ধর্ম হতে ফিরে আসবে তাকে ছেড়ে দেব এবং যে ধর্ম হতে না ফিরবে তাকে আমি এ-আগুনে নিক্ষেপ করব'।

ঈমানদার লোকদেরকে সে আগুনের গর্তে নিপতিত করতে লাগল। পরিশেষে একটা নারী আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্ত বোধ করল। কারণ তার কোলে ছিল ছোট্ট ফুটফুটে দুধের শিশু। শিশুটি জবান খুলে গেল; সে তার মাকে ডাক দিয়ে বলল, হে মা! আপনি কেন ইতস্ত বোধ করছেন? আপনি তো হকের ওপর আছেন; সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। অতঃপর সে শিশুসন্তানকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের আত্মত্যাগের ঘটনাটি ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ-প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۙ النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۙ اِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ ۙ وَّ هُمۡ عَلٰی مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ ؕ وَ مَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِ ۙ﴾

'গর্তের অধিপতিরা ধ্বংস হয়েছে, যে-গর্তে আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। যখন ওরা ওই গর্তের পাশে বসা ছিল, আর ঈমানদারদের সঙ্গে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদেরকে জুলুম করছিল কেবল এ-কারণে যে, তারা মহাশক্তিমান ও প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।' [সূরা বুরুজ, আয়াত : ৪-৮]।

সম্মানিত উপস্থিতি! উল্লিখিত ঘটনাটিতে বাহ্যিকভাবে আরেকটি বিষয় দেখতে পাই। শুধু তাওহিদ-বিষয়ে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে একটি জাতিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা বিষয়টি চিন্তা করি তাহলে আমাদের কাছে মনে হতে পারে তারা ব্যর্থ। কারণ তারা সকলেই নিহত হয়েছে। আর যদি আখিরাতের

দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বিবেচনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব তারা সফল; কারণ তারা তাওহিদের আকিদার ওপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেছে। তারা জীবনের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করেছে; সুতরাং এ-সকল ক্ষেত্রে দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে চলবে না। আমাদেরকে আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই ঘটনা থেকে শিক্ষার্জন করার তাওফিক দান করুক এবং এ-ঘটনার মাধ্যমে আমাদের সকলকে উপকৃত করুন। আমিন; আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

বর্ণনাকারী বলেন, উল্লিখিত আছে যে, ওই বালকের লাশ উমর [রাদি.]-এর খিলাফতকালে তোলা হয়েছিল। মারা যাওয়ার সময় তার হাত যেভাবে তার কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল সেভাবেই তাকে পাওয়া গেল।’

তাওবা কবুলের এক বিস্ময়কর ঘটনা

'আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্বে (বনি ইসরাইলের যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হলো। চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। ক্ষণিক পরেই একটা বড় পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ-দেখে তারা বলল, এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তোমরা তোমাদের নেক আমলগুলোকে ওসিলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করো।' সুতরাং তারা নিজ নিজ আমলের ওসিলায় (আল্লাহর কাছে) দোয়া করতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, আমার অতিশয় বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং (এও জানো যে,) আমি সন্ধ্যা-বেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী—কাউকে পান করাতাম না। একদিন আমি গাছের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ি ফিরে দেখতে পেলাম যে, পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দহন করে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা ঘুমিয়ে আছে। আমি তাদেরকে জাগানো অপছন্দ করলাম এবং এও অপছন্দ করলাম যে, তাদের পূর্বে সন্তান-সন্ততি এবং কৃতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই। তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে চেঁচামেচি করছিল। এভাবে ফজর উদয় হয়ে গেল এবং তারা জেগে উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান করল। হে আল্লাহ! আমি যদি এ-কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করে থাকি, তাহলে পাথরের কারণে আমরা যে-গুহায় বন্দি হয়ে আছি এ-থেকে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার করো।' এই দোয়ার ফলস্বরূপ পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়-জন দোয়া করল, হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশি ভালোবাসতাম, পুরুষরা নারীদেরকে যতটা বেশি ভালোবাসে। একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলনের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজি হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু-পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার পবিত্রতা নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে-স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এ-কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের ওপর পতিত মুসিবতকে দূরীভূত করো।' ফলে পাথর আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতেও তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

তৃতীয়জন দোয়া করল, হে আল্লাহ! আমি কিছু লোককে মজুর রেখেছিলাম। (কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সকলকে মজুরি দিয়ে দিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মজুরি না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরির টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলাম। (কিছুদিন পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ জমে গেল। কিছুকাল পর একদিন সে এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার মজুরি দিয়ে দাও।' আমি বললাম, এসব উঁট, গাভী, ছাগল এবং গোলাম (বাঁদি) যা তুমি দেখছ তা সবই তোমার মজুরির ফল।' সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না।' আমি বললাম, আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করি নি (সত্য ঘটনাই বর্ণনা করছি)।' সুতরাং আমার কথা শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে

গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! যদি আমি এ-কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে যে-বিপদে আমরা পড়েছি তা তুমি দূরীভূত করো।' এর ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল।'[৩৫]

- সম্মানিত উপস্থিতি! এতক্ষণ যে-ঘটনাটা আলোচনা করলাম এটা শুধু একটা গল্প নয়, বরং এ-ঘটনা আমাদের অনেক বিষয় শিখাচ্ছে যে, আমরা যখন বিপদে পড়ব তখন একমাত্র আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব।

- এ-ঘটনা আমাদের আরও শিক্ষা দিচ্ছে যে, পিতা-মাতার খেদমত হচ্ছে এমন একটি মহৎ কাজ, যে-কাজের মাধ্যমে কঠিন বিপদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

- এ-ঘটনা আমাদের আরও শিক্ষা দিচ্ছে যে, যারা আল্লাহর ভয়ে জিনা-ব্যভিচার থেকে নিজেকে বিরত রাখবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন।

- এ-ঘটনা আমাদের শ্রমিকের পারিশ্রমিক হক আদায়ের শিক্ষা দিচ্ছে। কয়েক যুগ অতিবাহিত হলেও শ্রমিকের পারিশ্রমিক তাকে ফিরিয়ে দাও।

প্রিয় উপস্থিতি! আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে বিষয়গুলো বুঝার ও আমল করার তাওফিক দান করেন; আমিন।

---

[৩৫] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ২২১৫; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ২৭৪৩।

১৭ শ্রেণির মানুষ মুসলিম হয়েও জাহান্নামি

ওই ধরনের কিছু গুনাহ নিম্নরূপ—

১. হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী জান্নাতে যাবে না। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে-দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৩৬]

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না। হজরত জুবাইর ইবনে মুতইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৩৭]

৩. প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী জান্নাতে যাবে না। হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার অত্যাচার থেকে প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৩৮]

৪. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান ও দাইয়ুস নারী জান্নাতে যাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তিন শ্রেণির লোক জান্নাতে যাবে না—মাতা-পিতার অবাধ্য, দাইয়ুস [অর্থাৎ যে-ব্যক্তি তার স্ত্রী-বোন প্রমুখ অধীন নারীকে বেপর্দা চলাফেরায় বাধা দেয় না] এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলা।'[৩৯]

৫. অশ্লীলভাষী ও উগ্র মেজাজি জান্নাতে যাবে না। হারেসা বিন ওহাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[৩৬] *সুনানু বায়হাকি*, হাদিস : ৫৫২০।
[৩৭] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৫৫২৫।
[৩৮] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ৬৬।
[৩৯] *মুসতাদরাকে হাকিম*, হাদিস : ২২৬।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'অশ্লীলভাষী ও উগ্র মেজাজি ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।'[৪০]

৬. প্রতারক শাসক জান্নাতে যাবে না। হজরত মাকাল বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'মুসলমানদের ওপর প্রতিনিধিত্বকারী শাসক যদি এ-অবস্থায় মারা যায় যে, সে তার অধীনদের ধোঁকা দিয়েছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।'[৪১]

৭. অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী জান্নাতে যাবে না। হজরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে-ব্যক্তি কসম করে কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন এবং জান্নাত হারাম করেন। এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদিও সামান্য কোনো জিনিস হয়? তিনি বললেন, যদিও তা পিপুলগাছের একটি ছোট ডাল হয়ে থাকে।'[৪২]

৮. খোঁটাদানকারী, অবাধ্য সন্তান ও মদ্যপ জান্নাতে যাবে না। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'উপকার করে খোঁটা দানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, সর্বদা মদপানকারী—এই তিন শ্রেণির মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৪৩]

---

[৪০] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ৪১৬৮।

[৪১] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৬৬১৮।

[৪২] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ১৯৬।

[৪৩] *সুনানুন নাসায়ি*, হাদিস : ৫৫৭৭।

৯. চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'চোগলখোর (পরনিন্দুক) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৪৪]

১০. অন্য পিতার সঙ্গে সম্বন্ধকারী জান্নাতে যাবে না। হজরত সাদ ও আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে-ব্যক্তি জেনেশুনে নিজেকে অন্য পিতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে—অর্থাৎ নিজেকে অন্য পিতার সন্তান বলে পরিচয় দেয়—তার জন্য জান্নাত হারাম।'[৪৫]

১১. গর্ব-অহংকারকারী জান্নাতে যাবে না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যার অন্তরে অণুপরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৪৬]

১২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমান জান্নাতে যাবে না। হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে, কিন্তু সে-ব্যক্তি নয় যে (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করেছে। সাহাবিরা আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কে অস্বীকার করেছে? তিনি বললেন, যে-আমার আনুগত্য করে, সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার নাফরমানি করে, সে (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করেছে।'[৪৭]

১৩. দুনিয়াবি উদ্দেশে ইলম অর্জনকারী জান্নাতে যাবে না। হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে-ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি

---

[৪৪] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ১৫১।
[৪৫] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৬২৬৯।
[৪৬] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ১৩১।
[৪৭] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৬৭৩৭।

অন্বেষণ করা হয় সেই ইলম যে-ব্যক্তি দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ-সম্পদ হাসিলের উদ্দেশে শিক্ষা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'[৪৮]

১৪. অকারণে তালাক কামনাকারী নারী জান্নাতে যাবে না। হজরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে-নারী তার স্বামীর কাছে অকারণে তালাক কামনা করে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।'[৪৯]

১৫. কালো কলপ ব্যবহারকারী জান্নাতে যাবে না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'শেষ-যুগে কিছু লোক কবুতরের সিনার ন্যায় কালো কলপ ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'[৫০]

১৬. লৌকিকতা প্রদর্শনকারী জান্নাতে যাবে না। হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সূত্রে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন শহিদকে ডাকা হবে। অতঃপর একজন কারিকে। তারপর একজন দানশীল ব্যক্তিকে। প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতঃপর শহিদকে বীর-বাহাদুর উপাধি লাভের উদ্দেশে জিহাদ করার অপরাধে, কারি সাহেবকে বড় কারির উপাধি ও সুখ্যাতি লাভের জন্য কিরাত শিখার অপরাধে এবং দানশীলকে বড় দাতা উপাধি লাভের নিয়তে দান-সদকা করার অপরাধে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[৫১]

১৭. ওয়ারিসকে বঞ্চিতকারী জাহান্নামি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে-ব্যক্তি কোনো ওয়ারিসকে তার অংশ

---

[৪৮] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ৩১৭৯।

[৪৯] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ১১০৮।

[৫০] *সুনানুন নাসায়ি*, হাদিস : ৪৯৮৮।

[৫১] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ৩৫২৭।

থেকে বঞ্চিত করল, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের অংশ থেকে বঞ্চিত করবেন।'[৭২]

উপরিউক্ত কাজগুলো কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা যদি তাওবা করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে তাদের পরিণতি হবে—জাহান্নাম; তবে আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও ইহসানের ভিত্তিতে এদের মধ্যে যাকে খুশি ক্ষমা করে দেবেন—যদি সে শিরক থেকে দূরে থাকে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না; তিনি ক্ষমা করেন এছাড়া অন্যান্য পাপ।' [সূরা নিসা, আয়াত : ৪৮।]

তাছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'যে-ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, (জীবিত অবস্থায়) সে ভালো করে জানত, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ও সত্যিকার মাবুদ নেই, সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' *[সহিহ মুসলিম]*

আর যাদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন না তাদেরকে তিনি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। পাপের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; অর্থাৎ তাওহিদপন্থী কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা প্রথম পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশকারীদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং জাহান্নামে গিয়ে শাস্তি ভোগ করার পর পরিশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কোনো তওহিদপন্থীই অন্যান্য কাফিরদের মতো চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে না। এটাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহর আকিদা। আল্লাহই ভালো জানেন।

[৭২] *সুনানু ইবনি মাজাহ,* হাদিস : ২৬৯৪।

দীনের অভাব পূরণের যোগ্য করে তুলুন

প্রিয় তালিবুল ইলম ভাইয়েরা! আপনারা ইসলামের ভবিষ্যৎকাণ্ডারি। অনাগত দিনগুলোতে আপনারাই উম্মাহর নেতৃত্ব-আসনে সমাসীন হবেন। আপনাদের ইখলাস ও নিষ্ঠা ত্যাগ ও কুরবানি, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করবে এদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ। তাই একজন আদর্শ তালিবুল ইলম দীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে। আগামী দিনগুলোতে এদেশের জমিনে মুসলিমদের কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে—তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে।

দীনের চাহিদার দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে গড়ে তোলে। দীনের কোন কোন সেক্টরে মোটেও কাজ হচ্ছে না, কোন কোন বিভাগে কাজের ঘাটতি আছে—তা গভীরভাবে লক্ষ্য করে। নিজেকে সে দীনের অভাব পূরণের যোগ্য করে গড়ে তোলে। একজন আদর্শ তালিবুল ইলম আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। ইসলাম ও মুসলিমদের ঘিরেই আবর্তিত হয় তার যত স্বপ্ন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাই তার জীবনের মৌলিক লক্ষ্য। দীন-ইসলামকে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতবাদের ওপর বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। একজন ওয়ারিশে নবী হিসেবে সে নিজের দায়িত্ব-জিম্মাটুকু আদায় করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> ﴿هُوَ الَّذِيٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ﴾.
>
> ‘তিনি তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ—সকল দীনের ওপর তা বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।’ [সূরা সাফ, আয়াত : ০৯।]

প্রিয় ভাই! এই ভূমিতে দীনের প্রদীপ আজ নিভু নিভু। এদেশে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলাম নেই। মানবরচিত কুফরি সংবিধান দ্বারা পরিচালিত

হয় এই রাষ্ট্র। ইসলামের হুদুদ-কিসাস বিচারব্যবস্থার কিছুই নেই এদেশের আদালতগুলোতে। সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন থেকেও ইসলাম নির্বাসিত। সুদ-ঘুষ, গুম-খুন, ধর্ষণ, জুলুম, রাহাজানি এ-দেশের নিত্য-নৈতিক ঘটনা। একটু লক্ষ করলেই আপনি বুঝতে পারবেন এই সমাজ আবার-জাহিলিয়াতের দিকে যাত্রা করেছে। ব্যক্তিজীবনে ইসলামের মুষ্টিমেয় কিছু বিধান পালন করা ছাড়া ইসলামের আর কিছুই নেই। ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই এদেশের মানুষের। সাধারণ আলেমরাও দ্বিখণ্ডিত ইসলামের ধারণাই অন্তরে লালন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ﴾

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশে অবিশ্বাস করো? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৫।]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন—

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ২০৮।]

এদেশে অর্থব্যবস্থা সুদ-নির্ভর। পুরো জাতি আজ সুদি কারবারে লিপ্ত; কেউ প্রত্যক্ষভাবে সুদে জড়িত না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িত না হয়ে উপায় থাকে না। সুদ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ﴾

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যেসমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো—যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৮-৭৯।]

যে-জাতি ২৪ ঘণ্টা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে সে-জাতির জন্য আল্লাহর গজব ছাড়া কি কোনো কল্যাণ আশা করা যায়?

প্রিয় তালিবুল ইলম ভাইয়েরা! এই ভূমিতে ইসলামের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখে। তাগুত সবদিক থেকেই আমাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। আমাদের দীনদারি নির্ধারিত সীমারেখায় বন্দি হয়ে পড়েছে। আমাদেরকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। আমরাও তাগুতের সাথে আপোসকামিতা করতে গিয়ে ইসলামের বড় অংশ আমাদের জীবন থেকে বিদায় করে দিয়েছি। দীনের যে-অংশ আমাদের কাছে কুরবানি চেয়েছে, যে-অংশই আমাদের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছে সে-অংশকেই আমরা ছিটে ফেলেছি। ঝুঁকিমুক্ত দীনদারির স্বাদে বিভোর হয়ে আমরা দীনের মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি।

প্রিয় ভাই! আমাদের অধঃপতনের অন্যতম মৌলিক কারণ—বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদার বিস্মৃতি। ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে থাকে বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদার ওপর; আর আজ এই আকিদার চর্চাই আমাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে মোটামুটি নির্বাসিত।

আকিদার পাঠ ও শিক্ষাকে কেমন যেন মুস্তাহাব পর্যায়ে ফেলে রাখা হয়েছে। ফিকহি ইখতিলাফ চর্চাই এখন আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোর মৌলিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে! ইকামতের দীনের বাস্তবসম্মত কোনো মানহাজ ও কর্মপদ্ধতি আমাদের নেই। উল্লেখযোগ্য কোনো খণ্ডিত প্রচেষ্টাও নেই। তাওহিদে রুবুবিয়্যা, তাওহিদে উলুহিয়া, তাওহিদে হাকিমিয়া, আল ওয়ালা ওয়াল বারা, মিল্লাতে ইবরাহিমের মতো ইসলামের মৌলিক চাহিদাগুলো সম্পর্কে কোনো

ধারণাই আজ কোথাও দেয়া হয় না। এদেশের মাটিতে ইসলামকে পুনর্জীবিত করতে হলে কাজ শুরু করতে হবে ওই আকিদা থেকেই।

প্রিয় ভাই! আপনি ইসলামি বিশুদ্ধ-আকিদার একজন মজবুত ধারক-বাহক হিসেবে বেড়ে উঠুন। প্রচলিত ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকে ইসলামি আকিদার কাঠামোতে ঢেলে সাজাতে আপনি একজন দক্ষ দাঈ ও সংগঠক হয়ে উঠুন। ইসলামের বিরুদ্ধে যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হচ্ছে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একজন যোগ্য রাহবার হিসেবে গড়ে উঠুন।

আপনি চোখ মেলে দেখুন, এই ভূমিতে ইসলাম এখন আপনার কাছ থেকে কোন ধরনের মেহনত দাবি করে; আপনি সেই হিসেবে প্রস্তুতি নিন। নিজের জ্ঞানকে সম্মৃদ্ধ করুন। দীনের এই চরম দুঃসময়ে ফুরুয়ি ইখতিলাফে মগ্ন হয়ে মুহাক্কিক সাজার চেয়ে ইসলামের মৌলিক আকিদার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে এই জাহিলি সমাজব্যবস্থা মূলোৎপাটনে আপনার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন। তাওহিদের ভিত্তির ওপর উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করুন। ফুরুয়ি ইখতিলাফ যেন কোনোভাবেই মুসলমানদের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে না পারে।

প্রিয় ভাই! খণ্ডিত ইসলাম চর্চার গোলকধাঁধা থেকে মুসলিম-সমাজকে বের করে আনার চেষ্টা করুন। কেবল নামাজ-রোজা হজ-জাকাতের ফজিলত ও আহকাম নিয়ে ব্যস্ত থাকার কোনো সুযোগ নেই। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন, বান্দার অন্তরে যখন দীনের ফিহক ও বিশুদ্ধ উপলব্ধি দানা বাঁধে, তখন সে তার অবশ্য-পালনীয় আমলগুলো গভীরভাবে অনুভব করতে পারে এবং ফরজ আদায়ের ঘাটতিগুলো পূরণে সে তৎপর হয়ে ওঠে।

কেবল বাহ্যিকভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করার নামই দীন নয়, বরং নিষিদ্ধ কর্মসমূহ বর্জনের পাশাপাশি আল্লাহর নির্দেশিত আমলগুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। অধিকাংশ আলেম কেবল ওইসব আমল নিয়েই ব্যস্ত থাকে যেগুলোতে সাধারণ মুসলিমরা অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ দেখায়। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, আমর বিল মারুফ ও নাহি

আনিল মুনকার, আল্লাহ, রাসুলুল্লাহ, কিতাবুল্লাহ ও দীনের প্রতি কল্যাণকামিতা এই ফরজগুলোর চিন্তা তাদের অন্তরে উঁকিও দেয় না, আদায় করা তো বহু দূরের কথা। আর যেসব আলেম এই ফরজগুলো আদায় করে না তারা দীনের বিচারে অনেক নিচু স্তরের এবং আল্লাহর কাছে অত্যাধিক ঘৃণিত, যদিও তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের দুনিয়াবিমুখ হয়। কবিরা গুনাহে লিপ্ত জঘন্য পাপীরাও এসব আলেম থেকে অনেক উত্তম। আপনি আলেমদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব খুব কমই দেখবেন– আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নের যাদের চেহারা রাগে বিবর্ণ হয়ে যায়; ক্রোধের আতিশয্যে যাদের দু-চোখ মহত্বে জ্বলে ওঠে; দীনের নুসরত-সাহায্যে যারা বিলিয়ে দেন নিজের সম্মান ও মর্যাদা।

প্রিয় ভাই! যদি সত্যিকারের মুমিন হতে চান নিজের ক্যারিয়ার নয় দীনের ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবুন। দীনচর্চা করে খ্যাতিমান হওয়ার লালসা পরিত্যাগ করুন। মনে রাখবেন, যতদিন দীন সম্মানিত হয় নি ততদিন কোনো দীনদার সম্মানিত হতে পারে না। যতদিন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কোনো মুসলিম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আপনি যদি দীনের বিশুদ্ধ আকিদা নিয়ে কথা বলেন, আপনি যদি সেই পরিপূর্ণ দীনের প্রচার করেন যেটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাতে মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তাগুত ও তাগুতের দোসররা আপনার পিছু লাগবে। আপনার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। সুতরাং দীনের জন্য কুরবানি দিতে আপনাকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যদি তাগুতের নির্ধারিত সীমারেখায় দীন চর্চা করেন তবেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

মনে রাখবেন, একজন মুমিন দুনিয়ার ক্যারিয়ার নয় আখিরাতের ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দীনের জন্য কবুল করুন। অন্তরে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অটল-অবিচল রাখুন। আমিন; ইয়া রব্বাল আলামিন!

মাহে রমাদান : জীবন পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ

আমরা সবাই চাই আমাদের জীবনটা সুন্দর হোক, গোছানো হোক, ইবাদতময় হোক। কিন্তু শয়তান ও প্রবৃদ্ধির ফাঁদে পড়ে আমরা প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়ে যাই। আমাদের জীবন এলোমেলো হয়ে পড়ে, ইবাদতগুলো হয়ে পড়ে অনিয়মিত এবং প্রাণহীন। আমাদের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে। ব্যস্ত জীবনে হাজারো কাজের ভিড়ে কখনো আমরা একটু ঘুরে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অনেক সময় আমরা গতানুগতিক জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারি না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড়ই মেহেরবান। তিনি বান্দার এই অক্ষমতা জানেন, তাই তিনি প্রতি বছর একবার বান্দাকে এমন একটি সুযোগ দেন যেটি কাজে লাগিয়ে জীবন পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ নিতে পারে। শয়তান ও প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরতে পারে। সেই সুযোগটির নাম হল 'শাহরু রমাদান'। এটি এমন একটি মোবারক মাস যে-মাসে মুমিন তার গতানুগতিক প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরে, ঈমান ও আমলের ঘাটতিগুলো পূরণ করে, ভুলগুলো শুধরে নেয়। বদ-অভ্যাসগুলো বদলে ফেলার চেষ্টা করে। তবে রমাদানের প্রতীক্ষিত এই পরিবর্তন আসাতে জরুরি হলো আমাদের নিজেদেরকে জীবন পরিবর্তনে সচেষ্ট হতে হবে। আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা না করি শত রমাদানও আমাদেরকে বদলাতে পারবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন—

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ﴾

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে-পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' [সূরা রাদ, আয়াত : ১১।]

প্রিয় ভাই ও বোন! রমাদানের কল্যাণে আমরা জীবনকে পরিবর্তনের এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করার দীর্ঘ ৩০ টি দিন পেয়ে যাই। যদি আন্তরিকভাবে নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করি তাহলে সত্যিই এটি বিশাল সময়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে কেউ যদি একটি কাজ ৬ থেকে ২১ দিন যাবৎ নিয়মিত করে তাহলে এটি তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং কাজটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তাই রমাদানকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের ইবাদতগুলোকে অভ্যাসে পরিণত করতে পারি। জবানের হিফাজত ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য অর্জন করতে পারি। বদ-অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করতে পারি। যেমন রমাদানের ৩০ দিন কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করে তবে এটি তার অভ্যাসে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ধূমপান ইত্যাদির মতো বদ-অভ্যাস পরিত্যাগ করতে চায় তবে সে তা সহজেই করতে পারে। তাই আসুন এই রমাদানকে আমরা কাজে লাগাই; জীবন পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি।

প্রিয় ভাই ও বোন! আপনার জন্য আল্লাহর এক বিরাট রহমত; জাহান্নামের পথ ছেড়ে জান্নাতের পথে উঠে আসার এক সুবর্ণ সুযোগ। এমন সোনালি দিনগুলোকে আপনি কেন কাজে লাগাবেন না? কেন আপনি নিজেকে শুধরে নিচ্ছেন না—নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার জন্য; জীবনকে বদলানোর জন্য এর চেয়ে উত্তম উপযোগী সময় আপনি আর কোথায় পাবেন? একটু ভেবে দেখুন তো, রমাদানেও যদি আপনি আপনার প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরতে না পারেন তবে আর কবে পারবেন?

প্রিয় ভাই ও বোন! রমাদান আপনাকে চমৎকার এক পরিবেশ উপহার দেবে। আপনি দেখবেন আল্লাহর বান্দারা দলে দলে মসজিদে ভিড় জমাচ্ছে, তারাবি পড়তে যাচ্ছে। মসজিদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিলাওয়াত করছে। কিয়ামুল লাইলে দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছে। আল্লাহর দরবারে দু-হাত

তুলে দোয়া করছে। রাতে নির্জন প্রহরে অশ্রু ঝরাচ্ছে। সবাইকে এভাবে ছুটতে দেখে আপনার মনেও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে। সবার সঙ্গে আপনারও আল্লাহর দরবারে অবনত হতে মন চাইবে। আজান শুনলে মসজিদের দিকে ছুটতে মন চাইবে। এমন সুন্দর পরিবেশ আপনি রমাদান ছাড়া আর কোথায় পাবেন?

তাই আসুন রমাদানকে কেন্দ্র করে জীবন পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। গাফিলতির ঘুম ভেঙে এখানই জেগে উঠুন। দোয়া করি আল্লাহ রমাদানের বরকতে আপনাদের জীবনকে বদলে দিন; ঈমান ও আমলওয়ালা জিন্দেগি গড়ার তাওফিক দিন। আমিন; ইয়া রব্বিল আলামিন!

এক দুঃখিনী মায়ের চিঠি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আপনাদের পড়ে শুনাচ্ছি—ছেলের প্রতি পাঠানো কোনো এক দুঃখিনী মায়ের হৃদয়বিদারক চিঠি। এই চিঠি দুঃখ-ভারাক্রান্ত এক মায়ের পক্ষ থেকে তার কলিজার টুকরো সন্তানের প্রতি।

'আমার আদরের সন্তান! প্রায় ২৫ বছর আগের কথা, সে-বছরে কোনো একদিনে আমার জীবনের অবিস্মরণীয় এক মুহূর্তে যখন আমাকে মহিলা-ডাক্তার শোনালেন আমি গর্ভবতী। সকল মা-ই এ শব্দের মর্মার্থ ভালো করেই জানেন। এটি এমন শব্দ যা আনন্দের চেয়ে বেশি। যার পরই শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক এক পরিবর্তন। এই সুসংবাদের পর থেকেই দীর্ঘ নয় মাস আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি। যার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আনন্দের। ভারত্ব নিয়ে দাঁড়াতে হয়। ঘুমাতে কষ্ট হয়। খেতে মন চায় না। তবুও বাধ্য হয়ে খেতে হয়। প্রতিটি নিশ্বাসের সাথে কষ্ট ঝরে পড়ে। কিন্তু এতকিছুর পরেও তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা, তোমার জন্য আমার আনন্দের সামান্যও কমতি ছিল না। বরং দিনের-পর-দিন তোমার ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তোমার প্রতি আমার আসক্তি আরো প্রবল হচ্ছিল। ক্লান্তির পর ক্লান্তি, কষ্ট পর কষ্টের বাঁধনে আমি তোমাকে বহন করেছি। কিন্তু যখনই পেটের ভেতর তোমার নড়াচড়া অনুভব হতো, যখন বুঝতাম তোমার ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমার মনে হতো আমি হচ্ছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখী। যদিও তা ছিল কষ্টের; কিন্তু তবুও তা ছিল আনন্দের। এভাবে দীর্ঘ এক কষ্ট ও আনন্দ মিশ্রিত সময় শেষে সে-রাতের ফজরের সময়টি এলো, যে-রাতে আমি চোখের দু-পাতা এক করতে পারি নি। সে-রাত ছিল কষ্টে জর্জরিত এক রাত। সে-রাত ছিল ভয় ও আশঙ্কার এক রাত, যে-ভয় কোনো ভাষা প্রকাশ করতে পারে না। মৃত্যু যেন আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহর কসম! হে আমার সন্তান! আমি যেন দেখেছিলাম

মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। একসময় তুমি পৃথিবীতে এলে; তোমার ক্রন্দনধ্বনি আর আমার অশ্রু একাকার হয়ে সেই মুহূর্তটি আমরা সকল কষ্ট-যাতনাকে একবারে ধুয়ে-মুছে দিল।

হে আমার সন্তান! কত বছর আমি তোমাকে লালন করেছি! তোমাকে নিজ হাতে গোসল করিয়েছি। তোমাকে বুকের দুধ খাইয়েছি। কোলের ওপর শুয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। তোমার ঘুমের জন্য রাত জেগেছি। তোমার খুশির জন্য দিনের ক্লান্তিকে সঙ্গী করেছি। আমার সর্বক্ষণের আশা থাকত কখন আমি তোমার তোমার ভুবন-ভোলা হাসিটি দেখব। তুমি আমার কাছে কিছু আবদার করবে আর আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করব। এই ছিল আমার জন্য সর্বোচ্চ সৌভাগ্যের। এভাবে বহুদিন পার হলো যে, আমি তোমার পরিচর্যা-চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নি। অবিরত তোমার খেয়াল রেখেছি। অভিরাম তোমার কল্যাণের চেষ্টা করে গেছি। এভাবে একদিন তুমি কিশোর হলে। কিশোর থেকে তরুণ হলে। একসময় তোমার মাঝে পুরুষের চিহ্ন দেখতে শুরু করি। অতঃপর তোমার প্রশান্তির জন্য চারপাশে তোমার জীবনসঙ্গিনীর খোঁজ করতে থাকি। অতঃপর এলো তোমার বিয়ের দিনটি। তোমার জীবনের এমন পূর্ণতায় আমার অন্তর আনন্দে ভরে গেল। খুশিতে চোখের পানি বান নামল। কিন্তু কিছু সময় পর তোমার এ-কী হলো? আমি তোমার আচরণে আশ্চর্য হয়ে তোমাকে দেখে ভাবছিলাম—এ তো আমার সে-সন্তান নয়, যাকে আমি চিনতাম। তুমি আমার প্রতি বিরূপ আচরণ করলে। আমার অধিকার তুমি ভুলে গেলে। কতদিন কেটে গেছে তোমাকে দেখি না। তোমার কথা শুনি না। তুমি তো তোমার মাকে ভুলেই গেলে।

হে আমার সন্তান! তোমার কাছে আমি বেশি কিছু চাচ্ছি না। তুমি কেবল তোমার বন্ধুবান্ধবের পাশে আমাকে একটু জায়গা দিও। তোমাকে দেখার

একটু সুযোগ করে দিও। প্রতিটি মাসের কোনো একটি দিনে অন্তত কিছু মুহূর্তের জন্য হলেও তোমাকে দেখার একটু সুযোগ করে দিও।

হে আমার সন্তান! আমার পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে। দৃষ্টিশক্তি একেবারে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অসুস্থতা আমাকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছে। দাঁড়াতে কষ্ট হয়। বসতে গেলে বেদনা এসে ভর করে। বয়সের ভারে আমি আজ নুয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার অন্তর তোমার ভালোবাসায় এখনো সজীব আছে আগের মতোই।

হে আমার সন্তান! কেউ যদি কারো প্রতি সামান্যতম উপকার দেখায়, তার প্রতি মানুষ কৃতজ্ঞ হয়। তার প্রশংসা করে। কিন্তু আমি তো তোমার মা; একজন মা-ই সন্তানের সর্বোচ্চ সেবা-যত্ন করে থাকে। সন্তানের পরিচর্যা করে। যেই সেবাযত্নের, যেই পরিচর্যার কোনো তুলনাই হয় না। যার কোনো বিনিময় হয় না। আমি তোমার যত্ন নিয়েছি বছরের-পর-বছর সেবা-যত্ন করেছি। কোথায় আমার সেই পরিচর্যার প্রতিদান? তুমি তো আমায় ছেড়ে অনেক দূর চলে গেলে। জামানা তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল অনায়াসে।

হে আমার সন্তান! যখনই আমি শুনি তুমি সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করছ, আমি সীমাহীন আনন্দে সিক্ত হই; কিন্তু আমি আশ্চর্য হই তোমাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, কী এমন দোষ করেছি যার কারণে আমি তোমায় শত্রুতে পরিণত হয়েছি। যার কারণে আমি তোমাকে সামান্য সময়ের জন্যও কাছে পাই না। যার কারণে তুমি আমার প্রতি এত বিরক্ত এত ক্ষুদ!

তোমার নামে প্রভুর কাছে আমি কোনো অভিযোগ করব না। আমার দুঃখকে আকাশ-পানে ছুটবে দেব না। কারণ যদি এই দুঃখ আমার বুক থেকে আকাশের রবের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়, তবে তোমার

জীবনে দুঃখ দেখা দিতে পারে। নানাভাবে তুমি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারো। না না কখনো না। কখনো এমনটি হবে না। তুমি তো আমার কলিজার টুকরো। আবার জীবনের সার্থকতা; দুনিয়াতে পাওয়া আমার সর্বোত্তম উপহার।

হে আমার সন্তান! আমার কলিজার টুকরা! জাগ্রত হও। জাগ্রত হও। দিন গড়াচ্ছে, বছর ঘনিয়ে আসছে। একসময় তুমিও পিতা হবে। একসময় তুমিও বৃদ্ধ হবে। হায় কর্ম যেমন হয় ফলও তো তেমনই হয়ে যায়। এমন যেন না হয়, তুমিও অশ্রু দিয়ে তোমার সন্তানের কাছে এভাবে মিনতি পেশ করছে। আল্লাহর কাছেই তো সকল অভিযোগ যায়।

হে আমার সন্তান! তোমার মায়ের অধিকার আদায়ে আল্লাহকে ভয় করো। তার চোখের অশ্রু মুছে দাও। তার হৃদয়ে প্রশান্তি নিয়ে এসো। এর পরে যদি ইচ্ছে করো তবে তার চিঠিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দাও। জেনে রেখো, কেউ যদি নেক আমল করে তবে পুরস্কার সে পাবেই। আর যে মন্দ আমল করে, সেই মন্দ আমল তার ক্ষতি করে।

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝﴾

‘তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।’ [সূরা বনি-ইসরাঈল, আয়াত : ২৪।]

সালাফদের উক্তি

- ‘সুন্দর বিদায় হলো—ক্ষতি না করে বিদায় নেয়া, সুন্দর ক্ষমা হলো বকা না দিয়ে ক্ষমা করা, সুন্দর ধৈর্য হলো অভিযোগ না রেখে ধৈর্যধারণ করা।’—[ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ]

- ‘আমার আল্লাহ মাঝে মাঝে আমার পরীক্ষা নেন, কিন্তু সবসময় আমাকে সাহায্য করেন।’—[উরওয়াহ ইবনে যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ]

- ‘প্রতিটি পাপ আরো অনেক পাপের জন্ম দেয়, একটি পাপ আরেকটি পাপের দিকে নিয়ে যেতে থাকে—যতক্ষণ না সেই পাপরাশি মানুষটিকে এমনভাবে কাবু করে ফেলে যে, কৃত পাপগুলোর জন্য তাওবা করাকে তার কাছে কঠিন বলে মনে হয়।’—[ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ]

- একবার একজন আবিদ-মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘কীভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হয় আমাকে শেখান।’ তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘শিখিয়ে কারো মাঝে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করা যায় না।’—[ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ]

- ‘অন্য কোনো কিছুই একজন বান্দার অতটা বেশি প্রয়োজন নেই, যতটা বেশি প্রয়োজন সরল সঠিক পথের নির্দেশনা।’—[ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ]

- ‘মুমিনের গাল বেয়ে যে এক ফোঁটা চোখের পানি নেমে যায় তা পৃথিবীর জমিনে ঝরে-পড়া হাজার ফোঁটা বৃষ্টির পানির চাইতেও বেশি কল্যাণময়।’—[ইমাম ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ]

- ‘সে-ই প্রকৃত পুরুষ যে আল্লাহর জন্য কাঁদে।’—[ইমাম ওমর সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ]

- 'মুমিন মুমিনের অংশ। সে তার ভাইয়ের জন্য আয়না-স্বরূপ; সে তার ভাইয়ের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে তাকে সংশোধন ও ঠিক-ঠাক করে দেবে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে তার কল্যাণ কামনা করবে।—[আল হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ]

- 'যে ব্যক্তি দাবী করে যে, সে এই দুনিয়া ও তার স্রষ্টাকে একই সাথে ভালোবাসে সে আসলে মিথ্যা কথা বলে।'—[ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ]

- 'দুনিয়াটা একটা ছায়ার মতো, আপনি সেটাকে এখানে-সেখানে নড়াচড়া করতে দেখে ভাববেন তা বাস্তব, আর যদি এর পিছু ছুটতে থাকেন একসময় দেখবেন যে, তা হচ্ছে এক ভ্রম।'—[ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ]

- সে-ই সবচেয়ে সুখী যাকে আল্লাহ তাআলা একজন পূণ্যবতী স্ত্রী দান করেছেন।'—[আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর কিছু নাসিহাহ

- 'কারো উপরে বেশি নির্ভরশীল হয়ে যেয়ো না। মনে রেখো, অন্ধকারে তোমার নিজের ছায়াও তোমাকে ছেড়ে চলে যায়।'

- 'আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা আর নিজেদের মাঝে বিভক্ত না হয়ে যাওয়া ইসলামের সবচেয়ে বড় উসুল [বুনিয়াদ]-এর একটি।'

- 'জ্ঞানার্জন ছাড়া দিক-নির্দেশনা অর্জন করা যায় না। আর ধৈর্যধারণ ছাড়া সঠিক পথের দিশা অর্জন করা যায় না।'[৫৩]

- 'শত্রুরা আমার কী-ইবা করতে পারবে? আমার জান্নাত তো আমার অন্তরে। আমি যেখানেই যাই সে আমার সাথে সাথেই থাকে, তা আমার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। কারাগার আমার ইবাদতের জন্য নির্জন আশ্রয়স্থল, মৃত্যুদণ্ড আমার জন্য শাহাদাতের সুযোগ, আর দেশ থেকে নির্বাসন হচ্ছে আমার জন্য এক আধ্যাত্মিক ভ্রমণ।'[৫৪]

- 'ঈমানদারদের জীবন ক্রমাগত বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করানো হয়—তাদের ঈমানকে বিশুদ্ধ এবং তাদের পাপকে মোচন করানোর জন্য। কারণ, ঈমানদারগণ তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ করেন কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; আর তাই জীবনে সহ্য করা এই দুঃখ-কষ্টগুলোর জন্য তাদের পুরস্কার দেয়া আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।'[৫৫]

---

[৫৩] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ১০/৪০।

[৫৪] ইমাম ইবনুল কাইয়িম, *আল ওয়াবিল,* পৃ : ৬৯।

[৫৫] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ১৮/২৯১-৩০৫।

ইমাম মাহদির আগমণ

সহিহ হাদিসের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, আখিরি জামানায় ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের সর্বপ্রথম বড় আলামত। তিনি এসে এই উম্মতের নের্তৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ইসলাম ধর্মকে সংস্কার করবেন এবং ইসলামি শরিয়তের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করবেন। পৃথিবী হতে জুলুম-নির্যাতন দূর করে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা তা ভরে দেবেন। উম্মতে মুহাম্মাদি তাঁর আমলে বিরাট কল্যাণের ভেতর থাকবে। ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তখন ফল-ফলাদিতে প্রচুর বরকত হবে, মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ইসলাম বিজয়ী হবে, ইসলামের শত্রুরা পরাজিত হবে এবং সকল প্রকার কল্যাণ বিরাজ করবে।'[৫৬]

ইমাম মাহদির পরিচয়

তাঁর নাম হবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের মতোই এবং তাঁর পিতার নাম হবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতার নামের মতোই। তিনি হবেন হাসান বিন আলী রাদি.-এর বংশ থেকে। ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-ফাতেমি আল-হাসানি'।[৫৭]

তাঁর আগমণের স্থান

তিনি পূর্বদিকের কোনো একটি অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হবেন। তবে পূর্বদিক বলতে মদিনা মুনাওয়ারা হতে পূর্বের দিক বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের গুপ্তধনের নিকট তিনজন লোক ঝগড়া করবে। প্রত্যেকেই হবে খলিফার পুত্র। কেউ তা দখল করতে পারবে না। অতঃপর পূর্বের দিক থেকে কালো পতাকাধারী একদল সৈনিক আসবে। তারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাবে। হাদিসের

---

[৫৬] *আন-নিহায়া ফিল-ফিতান ওয়াল মালাহিম* : ১/৩১। [*আর-রিহাব* থেকে চার খণ্ডে অনূদিত।]

[৫৭] *আন-নিহায়া ফিল-ফিতান ওয়াল মালাহিম* : ১/৩১।

বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু বিষয়ের কথা বর্ণনা করলেন যা আমি স্মরণ রাখতে পারি নি। তোমরা যখন তাদেরকে দেখতে পাবে তখন তাদের নেতার হাতে বাইয়াত করবে। যদিও বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উপস্থিত হতে হয়। কেননা তিনি হলেন আল্লাহর খলিফা মাহদি'।[৫৮]

ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উল্লিখিত হাদিসে যে-ধন-ভাণ্ডারের কথা বলা হয়েছে তা হলো কাবা-ঘরের ধন-ভাণ্ডার। তিনজন খলিফার পুত্র তা দখল করার জন্য ঝগড়া করবে। কেউ তা দখল করতে পারবে না। সর্বশেষে আখেরি জামানায় পূর্বের কোনো একটি দেশ হতে মাহদি আগমণ করবেন। মূর্খ শিয়ারা সামেরার গর্ত হতে ইমাম মাহদি বের হওয়ার যে দাবী করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা আরো দাবী করে যে, তিনি গর্তের মাঝে লুকায়িত আছেন। শিয়াদের একটি দল প্রতিদিন সে-গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। এ-ধরণের আরো অনেক হাস্যকর কাল্পনিক ঘটনা বর্ণিত আছে। এসমস্ত কথার পক্ষে কোন দলিল নেই; বরং কুরআন, হাদিস এবং বিবেক-বহির্ভূত কথা। তিনি আরো বলেন, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর শাসনকে সমর্থন করবে। তাঁরা হবেন কালো পতাকাধারী। মোটকথা আখেরি জামানায় পূর্বদেশ হতে তাঁর বের হওয়া সত্য। কাবা-ঘরের পাশে তাঁর জন্যে বাইয়াত করা হবে'।[৫৯]

মাহদি আগমণের দলিলসমূহ

ইমাম মাহদির আগমণের ব্যাপারে অনেক সহিহ হাদিস রয়েছে। কোনো কোনো হাদিসে প্রকাশ্যভাবে তাঁর নাম উল্লেখ আছে। আবার কোনো কোনো হাদিসে তাঁর গুণাগুণ উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর আগমণ সত্য হওয়ার জন্য এ-সমস্ত হাদিসই যথেষ্ট।

---

৫৮ *সুনানে ইবনে মাজাহ,* অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান। সহিহ হাদিস।

৫৯ *আন-নিহায়া ফিল-ফিতান ওয়াল মালাহিম* : ১/২৯-৩০।

১. আবু সাঈদ খুদরী [রাদি.] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, 'আখেরি জামানায় আমার উম্মতের ভেতরে মাহদির আগমণ ঘটবে। তাঁর শাসনকালে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, জমিন প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে, তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং উম্মতে মুহাম্মাদির সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তিনি সাত বছর কিংবা আট বছর জীবিত থাকবেন'।[৬০]

২. আবু সাঈদ খুদরী [রাদি.] হতে আরও বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি তোমাদেরকে মাহদির আগমণ সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছি। মানুষেরা যখন মতবিরোধে লিপ্ত হবে তখন তিনি প্রেরিত হবেন। পৃথিবী হতে জুলুম-নির্যাতন দূর করে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা তা ভরে দেবেন। আসমান-জমিনের সকল অধিবাসী তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন। তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন'।[৬১]

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ
>
> 'মাহদি আসবেন আমার বংশধর হতে। তাঁর কপাল হবে উজ্জল এবং নাক হবে উঁচু। পৃথিবী হতে যুলুম-নির্যাতন দূর করে দিয়ে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা তা ভরে দেবেন। সাত বছর পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করবেন'।[৬২]

---

[৬০] *মুস্তাদরাকুল হাকিম;* সহিহ হাদিস।

[৬১] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৭/৩১৩-৩১৪। ইমাম হাফিজ হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : হাদিসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

[৬২] *সুনানে আবু দাউদ,* অধ্যায় : কিতাবুল মাহদি। সহিহ হাদিস।

৪. উম্মে সালামা [রাদি.] বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মাহদির আগমণ হবে আমার পরিবারের ফাতেমার বংশধর হতে'।[৬৩]

৫. জাবের [রাদি.] বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈসা আলাইহিস সালাম যখন অবতরণ করবেন তখন মুসলমানদের আমির তাঁকে বলবেন, আসুন! আমাদের নামাজের ইমামতি করুন। ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, বরং তোমাদের আমির তোমাদের মধ্যে হতেই। এই উম্মতের সম্মানের কারণেই তিনি এ মন্তব্য করবেন'।[৬৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম 'আল-মানারুল মুনিফ' গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যেই আমিরের ইমামতিতে মুসলমানগণ নামাজ পড়বেন, তিনি তাঁর নামও উল্লেখ করেছেন। আর তিনি হলেন মাহদি। এই হাদিস সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম বলেন, হাদিসের সনদ খুব ভালো।[৬৫]

৬. আবু সাঈদ খুদরি [রাদি.] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, 'ঈসা ইবনে মারইয়াম যেই ইমামের পেছনে নামাজ পড়বেন তিনি হবেন আমাদের মধ্যে হতে'।[৬৬]

৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতদিন না আমার পরিবারের একজন লোক আরবদের বাদশা হবেন। তাঁর নাম হবে আমার নামে এবং তাঁর পিতার নাম হবে আমার পিতার নামের অনুরূপ'।[৬৭] অর্থাৎ তাঁর নাম হবে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ।

---

[৬৩] *সুনানে আবু দাউদ* ও *সুনানে ইবনে মাজাহ*। সহিহ হাদিস।

[৬৪] *আল-মানারুল মুনিফ*, পৃষ্ঠা : ১৪৭-১৪৮। ইমাম হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসের সনদ ভালো।

[৬৫] *আল-মানারুল মুনিফ*, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

[৬৬] আবু নুআইম *আখবারুল মাহদি* নামক গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সহিহ হাদিস।

[৬৭] *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ*, সহিহ হাদিস।

৮. উম্মে সালামা [রাদি.] বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'কাবা-ঘরের পাশে একজন লোক আশ্রয় নেবে। তাঁর বিরুদ্ধে একদল সৈনিক প্রেরণ করা হবে। সৈন্যরা যখন 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছবে তখন জমিন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। উম্মে সালামা বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, অপছন্দ সত্ত্বেও যারা তাদের সাথে যাবে তাদের অবস্থা কী হবে? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে সহ জমিন ধসে যাবে। তবে কিয়ামতের দিন সে আপন নিয়তের উপরে পুনরুত্থিত হবে'।[৬৮]

৯. হাফসা [রাদি.] হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'অচিরেই এই ঘরের অর্থাৎ কাবা-ঘরের পাশে একদল লোক আশ্রয় গ্রহণ করবে। শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার মতো তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য সৈনিক কিংবা অস্ত্র-শস্ত্র বা প্রস্তুতি থাকবে না। তাদেরকে হত্যা করার জন্য একদল সৈনিক প্রেরণ করা হবে। সৈন্যরা যখন 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছবে তখন জমিন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে'।[৬৯]

১০. আয়েশা [রাদি.] বলেন, 'একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমের ঘোরে এলোমেলো কিছু কাজ করলেন। আয়েশা [রাদি.] বলেন, জাগ্রত হলে আমরা তাঁকে বললাম, ঘুমের মধ্যে আপনি আজ এমন কিছু কাজ করেছেন যা অতীতে কখনও করেন নি। তিনি বললেন, আমার উম্মতের একদল লোক কাবার পাশে আশ্রয়গ্রহণকারী কুরাইশ-বংশের একজন লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। তারা যখন 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছবে তখন তাদেরকে নিয়ে জমিন ধসে যাবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! তখন তো রাস্তায় বিভিন্ন ধরণের লোক থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

---

[৬৮] *সহিহ মুসলিম,* অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান।

[৬৯] *সহিহ মুসলিম,* অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান।

তাদের ভেতর এমন লোক থাকবে যারা নিজেদেরকে গোমরাহ জেনেও বের হবে, কাউকে বল প্রয়োগ করে আনা হবে এবং তাদের মধ্যে মুসাফিরও থাকবে। তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে সকলকেই আল্লাহ তাআলা নিয়তের ওপর পুনরুত্থিত করবেন।[৭০]

তাদেরকে নিয়তের ওপর পুনরুত্থিত করার অর্থ তাদের কেউ জান্নাতে যাবে আবার কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যারা নিজেদের ভ্রান্ত জেনেও উক্ত ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হবে তারা জাহান্নামি হবে। আর যাদেরকে বাধ্য করে আনা হবে তাদের কোনো অপরাধ হবে না। এমনিভাবে পথিক ও পার্শ্ববর্তী স্থানের লোকেরাও উক্ত ভূমিধস থেকে রেহাই পাবে না; কিন্তু সকল শ্রেণির লোক নিজ নিজ আমল নিয়ে পুনরুত্থিত হবে।

উপরের তিনটি হাদিস থেকে জানা গেল যেই লোকটি কাবার প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করবেন তিনি হবেন কুরাইশ-বংশের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে ভূমিধসের মাধ্যমে ধ্বংস করবেন।

বুখারি ও মুসলিম শরিফে ইমাম মাহদি সম্পর্কিত কিছু হাদিস

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

'সেদিন কেমন হবে তোমাদের অবস্থা যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়াম নেমে আসবেন এবং তোমাদের মধ্য হতেই একজন ইমাম হবেন'।[৭১] অর্থাৎ তোমাদের সাথে জামাতে শরিক হয়ে ঈসা আ. তোমাদের ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করবেন।

---

[৭০] *সহিহ মুসলিম*, অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান।

[৭১] *সহিহুল বুখারি*, অধ্যায় : আহাদিসুল আম্বিয়া, কিতাবুল ঈমান।

২. জাবের [রাদি.] বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের একটি দল হকের ওপর বিজয়ী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবে। অতঃপর ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করবেন। তাকে দেখে মুসলমানদের আমির বলবেন, আসুন! আমাদেরকে নিয়ে নামাজের ইমামতি করুন। ঈসা আ. বলবেনঃ না; বরং তোমাদের আমির তোমাদের মধ্যে হতেই। এই উম্মতের সম্মানের কারণেই তিনি এ মন্তব্য করবেন'।[৭২]

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আখেরি জামানায় আমার উম্মতের মধ্যে একজন খলিফা হবেন, যিনি মানুষের মধ্যে মুক্ত হস্তে অগণিতভাবে ধন-সম্পদ বিতরণ করবেন'।[৭৩]

মাহদি আগমণের ব্যাপারে কতিপয় বিজ্ঞ আলিমের বক্তব্য

ক. হাফিজ আবুল হাসান আল-আবেরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মাহদি সম্পর্কিত হাদিসগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আহলে বাইত তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত হবেন। সাত বছর রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবী ন্যায়-ইনসাফে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তাঁর রাজত্বকালে ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. আগমণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ঈসা আ. তাঁর পেছনে নামাজ পড়বেন'।[৭৪]

খ. ইমাম শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যতদূর জানা যায় মাহদির ব্যাপারে ৫০টি মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সহিহ, হাসান ও সামান্য ত্রুটি বিশিষ্ট হাদিস, যা অন্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে ত্রুটিমুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং বিনা সন্দেহে হাদিসগুলো মুতাওয়াতির'।[৭৫]

---

[৭২] *সহিহ মুসলিম*, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান।
[৭৩] *সহিহ মুসলিম*, অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান।
[৭৪] تهذيب الكمال في أسماء الرجال (৩ /১১৯৪)
[৭৫] *নাজমুল মুতাওয়াসির মিনার হাদিসিল মুতাওয়াতির*, পৃষ্ঠা : ১৪৫-১৪৬।

গ. শাইখ আবদুল আজিজ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মাহদির বিষয়টি অতি সুস্পষ্ট। এ-ব্যাপারে হাদিসগুলো মুতাওয়াতির[৭৬] সূত্রে বর্ণিত। তাঁর আগমণ সত্য। তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-হাসানি আল-ফাতিমি। আখেরি জামানায় তিনি আগমণ করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যায়-অবিচার প্রতিহত করবেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ সত্য ও কল্যাণের ঝান্ডা বলুন্দ করবেন। যে-ব্যক্তি আখেরি জামানায় ইমাম মাহদির আগমণকে অস্বীকার করবে তার কথায় কর্ণপাত করা যাবে না।'[৭৭]

ঘ. শাইখ আবদুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, '২৬জন সাহাবি থেকে মাহদির আগমণ সম্পর্কিত হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে। ৩৬টি হাদিস-গ্রন্থে এ-সমস্ত হাদিস বর্ণিত হয়েছে'।[৭৮]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, ইমাম মাহদির আগমণে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। কারণ তাঁর আগমণের ব্যাপারে অনেক সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. যখন আকাশ থেকে অবতরণ করবেন তখন ইমাম মাহদির নের্তৃত্বে মুসলমানগণ স্বসম্মান ও সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে থাকবেন। ইমাম মাহদি মুসলমানদেরকে নিয়ে নামাজের ইমামতি করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবেন। এমন সময় ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. আকাশ থেকে আগমণ করবেন। ইমাম মাহদি ঈসা আ.-কে দেখে বলবেন, সামনে অগ্রসর হোন এবং আমাদের ইমামতি করুন। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আরো জানা যায় যে, ইমাম মাহদির সময় মুসলমানদের ঈমান ও শক্তি ধ্বংস করার জন্য

---

৭৬ উসুলে হাদিসের পরিভাষায় মুতাওয়াতির ওই হাদিসকে বলা হয় যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত হওয়ার কল্পনাও করা যায় না।

৭৭ *আশরাতুস সাআ*, ড. আবদুল্লাহ সুলায়মান আল-গুফায়লি, পৃষ্ঠা : ৮৭।

৭৮ الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى

দাজ্জালের আগমণ ঘটবে। দাজ্জালের মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তাআলা ঈসা আ.-কে পাঠাবেন। ইমাম মাহদিও তাঁর সাথে মিলিত হয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে এবং তার বাহিনীকে খতম করে মুসলমানদেরকে দাজ্জালের ফিতনা হতে মুক্ত করবেন।

ঙ. নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মাহদির ব্যাপারে অনেক হাদিস বিভিন্ন গ্রন্থে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে'।[৭১]

চ. সুনানে আবু দাউদের ভাষ্যকার আল্লামা শামসুল হক আজিমাবাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সর্ব যুগের সকল মুসলমানের মাঝে একথা অতি প্রসিদ্ধ যে, আখেরি জামানায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর হতে একজন সৎলোকের আগমণ ঘটবে। তিনি এই দীনকে শক্তিশালী করবেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। মুসলমানগণ তাঁর অনুসরণ করবে। সমস্ত ইসলামি রাজ্যের ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার হবে। তাঁর নাম হবে মাহদি। তাঁর আগমণের পরেই সহিহ হাদিসে বর্ণিত কিয়ামতের অন্যান্য বড় আলামতগুলো প্রকাশিত হবে। তাঁর জামানাতেই ঈসা আ. আগমণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ-ব্যাপারে মাহদিও তাঁকে সহযোগিতা করবেন।

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে ইমাম মাহদি সম্পর্কে আমরা যা অবগত হলাম তার সংক্ষিপ্ত কথা হলো, আখেরি জামানায় এই উম্মতের মধ্যে একজন সৎ লোক আগমণ করবেন। মাকামে ইবরাহিম এবং রুকনে ইয়ামানির মধ্যবর্তী স্থানে মুসলমানগণ তাঁর হাতে বাইয়াত করবে। তাঁকে হত্যা করার জন্য সিরিয়া থেকে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হবে। সৈন্যদলটি যখন মক্কার পথে 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছবে তখন ভূমিধসে

---

[৭১] الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة ص: ١١٢।

সকল সৈন্য হালাক হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইমাম মাহদিকে এভাবে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে হিফাজত করবেন। তিনি মুসলমানদের খলিফা হয়ে ইসলামের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করবেন। তাঁর জামানায় মুসলমানদের মাঝে চরম সুখ-শান্তি ও নেয়ামত বিরাজ করবে। অতঃপর তিনি দামেস্কের মসজিদে ফজরের নামাজের সময় ঈসা আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। প্রথমে তিনি ঈসা আ.-কে নামাজের ইমামতি করার অনুরোধ জানাবেন; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলে স্বয়ং ইমাম মাহদি ইমামতি করবেন। ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. ইমাম মাহদির পেছনে মুক্তাদি হয়ে নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর তিনি ঈসা আ.-এর সাথে যোগ দিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হবেন এবং দাজ্জাল হত্যার কাজে ঈসা আ.-কে সহায়তা করবেন। তারপর তিনি সাত বছর মতান্তরে নয় বছর পৃথিবীতে বসবাস করে মৃত্যু বরণ করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাজা-নামাজ পড়বে।

সমাপ্ত

মুসআব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, সবকিছুর উপরে দীন। এ-দীনের জন্য তিনি জীবন বিলিয়ে দিলেন। হজরত মুসআব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] ছিলেন প্রখর মেধাবী, উদার ও প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী। ইয়াসরিবে (মদিনায়) যে-দ্রুততার সাথে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল তাতেই তার এসব গুণের প্রমাণ মিলে। তার শাহাদাত পর্যন্ত যতটুকু কুরআন নাজিল হয়েছিল, তিনি মুখস্ত করেছিলেন। তাই—

যিনি নিজেকে আদর্শ মুসলিম হিসাবে গড়তে চান,

যিনি নিজে একজন দাঈ,

যিনি দাওয়াতি কাজের প্রেরণালাভের জন্য একজন স্মার্ট এবং সদাপ্রফুল্ল আদর্শ ব্যক্তির চিত্র খোঁজেন,

যিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন,

তাঁর জন্য মুসআব বিন উমায়েরের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ; কারণ, মুসআব ছিলেন 'উসওয়ায়ে হাসানা' মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর অনুকরণে গড়ে উঠা মানুষ। চেহারায়, ব্যক্তিত্বে, বিচক্ষণতায়, শৌর্যে, বীর্যে, ধৈর্যে, ঔদার্যে, বীরত্বে, স্মার্টনেসে, বুদ্ধিদীপ্ততায়, সৌরভে, ত্যাগে, কুরবানিতে তিনি নিজেকে আল্লাহর রাসুলেরই অনুকরণে গড়ে তুলে ছিলেন। এই 'মিল' এতটাই ছিল যে, হত্যাকারী নিজেই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ভেবে মুসআবকে হত্যা করেছিল।

যারা ভীরু, কাপুরুষ, কথায়-কাজে যাদের মিল নেই, জালিমের সামনে সত্য উচ্চারণে যারা দ্বিধান্বিত, যাদের বিশ্বাস অথবা কর্ম মুনাফিকির চিহ্ন বহন করে, তাদের জন্য মুসআব বিন উমায়েরের জীবনে কোনো আদর্শ নেই।